Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাইমুনা মুবাশ্বিরা

রোলঃ 227020512


৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

## নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাইমুনা মুবাশ্বিরা

রোলঃ 227020512

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাইমুনা মুবাশ্বিরা, আইডিঃ 227020512বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

MAIMOONA

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

**মাইমুনা মুবাশ্বিরা**

আইডিঃ 227020512

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


সালাহ (নামাজ)....................7

দৈনিক ৫ পাঁচ) ওয়াক্ত নামাযের ইতিহাস....................8

নামাযের ইতিহাস....................9

নামাযের প্রকারভেদ:....................11

ফরজ নামাজ সমূহ....................11

ফজরের সালাত....................11

জুম’আর সালাত....................14

আসরের সালাত....................18

মাগরিবের সালাত....................19

এশার সালাত....................20

জানাযার নামাজ....................21

বিতিরের সালাত....................23

সুন্নত নামাজ সমূহ....................24

সুন্নাতে যায়েদাহ বা নফল....................27

তারাবীহ....................28

সালাত উল ইস্তাসকা....................28

কুসুফ ও খুসুফ (সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ) এর সালাত....................29

তাহিয়্যাতুল মসজিদ....................31

তাহিয়্যাতুল অজু....................31

ইশরাকের সালাত....................32

সালাতুদ্দুহা বা চাশতের সালাত....................33

আওয়াবীন এর সালাত....................34

তাহাজ্জুদ:....................35

ইস্তেখারার সালাত ........................................................................................ 37

সালাতুত তাসবিহ.......................................................................................... 38

সালাতুল হাজত............................................................................................. 39

আজানের ফজিলত: ....................................................................................... 40

ফরজ নামাজের ফজিলত ................................................................................ 42

জামাতের ফজিলত: ....................................................................................... 45

কিয়ামের ফজিলত.......................................................................................... 48

কিরাআতের ফজিলত: .................................................................................... 50

রুকুর ফজিলত.............................................................................................. 53

সেজদার ফজিলত:......................................................................................... 55

খুশু'এর ফজিলত:.......................................................................................... 58

মসজিদের ফজিলত ....................................................................................... 65

নামাজ অর্থ বুঝে পড়ার ফজিলত....................................................................... 67

নামাজের অর্থ ............................................................................................... 69

নামাজের উপকারিতা...................................................................................... 77

সালাত (নামায):আল্লাহর পথে শ্রেষ্ঠ দাওয়া ......................................................... 80

নামাজ না পড়ার শাস্তি .................................................................................. 80

নিজের খেয়াল খুশিমতো নামায আদায়কারী........................................................ 82

গুরুতর ওজর ব্যতিত জামায়াতে শরীক  না হওয়া ................................................. 83

বিনা ওজরে মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায আদায়কারী ........................................... 84

নামাজের দার্শনিক তত্ত্ব .................................................................................. 85

নামাজে ইবাদতের দিকসমূহ:........................................................................... 85

নামাজ সকল সৃষ্ট জগতের উপর অবধারিত: ........................................................ 86

নামাজ ও চারিত্রিক শিষ্টতা:............................................................................. 88

ইসলামের প্রথম যুগে নামাজের গুরুত্ব: ..... 88

নামাজ ও নফসের অবস্থা সমূহ: ..... 90

নামাজ ও সামাজিক জীবন: ..... 90

ঐক্য, ঐক্যের ভিত্তি ও ঐক্যের ধরন: ..... 91

নামাজ ও সময়ানুবর্তিতা: ..... 92

নামাজ ও মিরাজ: ..... 93

নামাজ সম্পর্কে আলেমদের কিছু আলোচনা ..... 94

শায়েখ আহমাদুল্লাহ এর বয়ান থেকে কিছু অংশ ..... 94

MUFTI MENK এর বয়ান থেকে কিছু অংশ ..... 97

OMAR SULEIMAN এর বয়ান থেকে কিছু অংশ ..... 101

নোমান আলী খানের বয়ান থেকে কিছু অংশ ..... 103

সালাত' শব্দ ধারণকারী আয়াতসমূহ ..... 104

Reference: ..... 130

# সালাহ (নামাজ)

صلاة আরবি শব্দ, বহুবচনে اَلصَّلَوَات । "সালাত"-এর আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থ: দোয়া, রহমত, নত হওয়া, অনুসরণ করা, উপাসনা, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝায় । আজানের ভাষ্য অনুসারে সালাতের অপর নাম الفلاح অর্থাৎ সাফল্য।(হাই আলাল ফালাহ: সাফল্যের জন্য এসো) এবং خير অর্থাৎ উত্তম। (আস্ সালাতু খয়রুম মিনান্নাউম: ঘুম থেকে নামাজ উত্তম)।

সালাত শব্দটি স্থানভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন :

(১) আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে : অনুগ্রহ, দয়া

(২) বান্দার সাথে সম্পর্কিত হলে এ অর্থ হবে : প্রার্থনা, দু'আ

(৩) ফিরিশতার সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে : ক্ষমা প্রার্থনা

(৪) নাবীর সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে : দরূদ পড়া

(৫) পশু পাখির সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে : তাসবীহ পাঠ করা

(৬) সালাত আদায় করা- যা একটি বিশেষ 'ইবাদাত!

আলোচ্য অনুচ্ছেদে এটাই উদ্দেশ্যে।

নামায শব্দটি ফার্সি: نماز শব্দ থেকে উদ্ভূত। আরবী صلاة (সালাত) শব্দের সমার্থকরূপে نماز (নামায/নামাজ) শব্দটি একাধারে উপমহাদেশীয় অঞ্চলের বাংলাদেশে বাংলা ভাষায়, ভারতে হিন্দি এবং পাকিস্তানে উর্দু ভাষায় একীভূত এবং বহুল প্রচলিত।

ইসলামী পরিভাষায়, শারিয়াহ নির্ধারিত তথা মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আমলকৃত কতিপয় আহকাম-আরকান সহকারে বিশেষ বিশেষ ওয়াক্ত বা সময়কালে আদায়কৃত বিশেষ ইবাদাত-কে সালাত বা নামায বলে।প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় ফরয। সালাত ইসলামের শ্রেষ্ঠতম 'ইবাদাত এবং ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, اِنَّنِيۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِيۡ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِيۡ

নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : "তোমরা সালাত আদায় করো ঠিক ঐভাবে যেভাববে আমাকে আদায় করতে দেখো।" (সহীহ বুখারী)

## দৈনিক ৫ পাঁচ) ওয়াক্ত নামাযের ইতিহাস

পবিত্র লাইলাতুল মিরাজের সময় মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য হাদিয়াস্বরূপ ৫০ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নিয়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে হযরত মূসা আলাইহিমুস সালামের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি নামাজের ওয়াক্তের পরিমাণ আল্লাহর কাছ থেকে কমিয়ে আনার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সুপারিশ করেন। সে মোতাবেক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে ফিরে গিয়ে ওয়াক্তের পরিমাণ কমানোর জন্য একাধিকবার আর্জি পেশ করলে তা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। ফলশ্রুতিতে, ওয়াক্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ (পাঁচ)।

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ. فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهْىَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দেন। অতঃপর তা নিয়ে আমি ফিরে আসি। অবশেষে যখন মূসা (‘আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করি তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা’আলা আপনার উম্মাতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললামঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তিনি বললেনঃ আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত তা পালন করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা’আলা কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (‘আঃ)-এর নিকট পুনরায় গেলাম আর বললামঃ কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আপনি পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কারণ আপনার উম্মাত এটিও আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেয়া হল। আবারো মূসা (‘আঃ)-এর নিকট গেলাম, এবারো তিনি বললেনঃ আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট যান। কারণ আপনার উম্মত এটিও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি পুনরায় গেলাম, তখন আল্লাহ বললেনঃ এই

পাঁচই (নেকির দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (বলে গণ্য হবে)। আমার কথার কোন রদবদল হয় না। আমি পুনরায় মূসা ('আঃ)-এর নিকট আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেনঃ আপনার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় যান। আমি বললামঃ পুনরায় আমার প্রতিপালকের নিকট যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। অতঃপর জিব্‌রীল ('আঃ) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে আবৃত ছিল, যার তাৎপর্য আমি অবগত ছিলাম না। অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখতে পেলাম যে, তাতে রয়েছে মুক্তোমালা আর তার মাটি হচ্ছে কস্তুরী।
[বুখারি ৩৪৯]

## নামাযের ইতিহাস

গুনিয়াতুত তালেবিন গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হজরত আদম আ'লাইহিমুস সালাম যখন দুনিয়ায় পতিত হলেন তখন আসরের ওয়াক্ত ছিল। দেখতে দেখতে সূর্য লাল বর্ণ ধারণ করল এবং ধীরে ধীরে ডুবে গেল। সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। হজরত আদম আ'লাইহিমুস সালাম ছিলেন জান্নাতে। সেখানে অন্ধকারের নামগন্ধও ছিল না। সুতরাং তিনি জীবনেও কোনো অন্ধকার দেখেননি। ফলে তিনি অন্ধকারে ভয়ঙ্কর রকমের ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। আর এ অন্ধকারের মধ্যে ভয়ানক জীবজন্তুর ভীষণ তর্জন-গর্জন শুনতে পেলেন। ভয়াবহ অন্ধকারে সারা রাত কাটালেন। ভোরে সূর্যোদয় হলো। তা দেখে আদম আ'লাইহিমুস সালাম এর মনে আশার সঞ্চার হলো। হজরত জিবরাইল আ'লাইহিমুস সালাম এসে আদম আ'লাইহিমুস সালামকে জাগ্রত করে সুবহে সাদিকের সুসংবাদ দিলেন। বললেন হে আদম! উঠুন,আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। দেখুন অন্ধকার গত হয়ে সূর্য উদয় হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত হয়ে হজরত আদম আ'লাইহিমুস সালাম দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করলেন। এক রাকাত সেই ভীষণ অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার কারণে আর এক রাকাত দিনের আলো প্রকাশ হওয়ার কারণে। এটি মানবজাতির প্রথম নামাজ ছিল; যা আদম আ'লাইহিমুস সালাম একসঙ্গে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন। জনৈক আনসারি সাহাবি নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! ফজরের নামাজ সর্বপ্রথম কোন নবী পড়েছিলেন? প্রত্যুতরে তিনি বললেন, ফজরের নামাজ সর্বপ্রথম হজরত আদম (আ.) পড়েছিলেন।

হযরত ইবরাহিম আ'লাইহিমুস সালাম প্রিয় ছেলের কুরবানীর পরিবর্তে দুম্বা পেয়েছিলেন। ছেলের প্রাণ বেঁচে যাওয়ায় এবং কুরবানী আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় হওয়ায় ৪ রাকাআত শুকরানা নামায আদায় করেন। এটি হচ্ছে জোহরের নামায।

আসরের নামাজ সর্বপ্রথম হজরত ইয়াকুব (আ.) পড়েছিলেন। যখন জিবরাইল (আ.) তাঁকে স্বীয়পুত্র ইউসুফ (আ.)-এর সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় হযরত উযাইর আ'লাইহিমুস সালাম ১০০ বছর পর জীবিত হয়ে ৪ রাকাআত শুকরানা নামায পড়েন, এটি হচ্ছে আসরের নামায।

হযরত দাউদ আ'লাইহিমুস সালাম-এর তওবা কবুল হওয়ায় শুকরানা হিসেবে সূর্যাস্ত যাওয়ার পরে ৪ রাকাআত নামাযের নিয়ত করেছেন। কিন্তু তিনি ৩ রাকআত আদায় করে থেমে গেছেন, এটি মাগরিবের নামায।

ইশার নামাজ সর্বপ্রথম হজরত ইউনুস (আ.) পড়েছিলেন যখন তিনি মাছের পেট থেকে মুক্তিলাভ করেন।

(সূত্রঃ আত-তাহাওয়ী, শরহু মা আনিয়াল আসার, খ.১.পৃ: ৭৫, হাদীস:১০৪৬ .নং হাদীস। মাহবুবে সুবহানী শায়খ, সাইয়্যেদ মীর মুহাম্মাদ আবদুল ক্বাদির জিলানী রহিমাহুল্লাহ কৃত গুনিয়াতুত তালেবিন ।সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা ও দীনিয়াত মূল: শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার রহিমাহুল্লাহ, সম্পাদনায়: আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল হাই )।

## নামাযের প্রকারভেদ:

১.ফরয ২. ওয়াজিব ৩. সুন্নাত ৪. নফল।

## ফরজ নামাজ সমূহ

ফরজ নামাজ  হলো সে সকল নামাজ যা মুসলিমদের জন্য আদায় করা বাধ্যতামূলক। ইসলামে বিশুদ্ধ ঈমানের পর সবচেয়ে বড় ফরজ ইবাদত হলো ফরজ নামাজ। এগুলো হলো ৫ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ যথাক্রমে ফজরের নামাজ ২ রাকাত, যোহরের নামাজ ৪ রাকাত, আসরের নামাজ ৪ রাকাত, মাগরিবের নামাজ ৩ রাকাত, এশার নামাজ ৪ রাকাত। ৫ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পুরুষদের জন্য জামাত পড়া ফরজ এবং মুসলিম নারীদের জন্য ঘরে পড়া ফরজ। এছাড়াও জানাজার নামাজ জামাতে পড়া ফরজে কিফায়া।

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا
নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে
[সূরা আন নিসা ১০৩]

## ফজরের সালাত

صلاة الفجر (সালাতুল ফজ্‌র) মুসলিমদের অবশ্য পালনীয় দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত্ নামাযের অন্যতম।

অন্যান্য সালাত অপেক্ষা ফজর সালাতের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বেশি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
"এশা ও ফজর সালাতে কী ফযীলত রয়েছে মানুষ যদি তা জানত তবে উক্ত সালাতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হত।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "যে ব্যক্তি এশার সালাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন রাত্রির অর্ধাংশ ইবাদতে লিপ্ত থাকল এবং যে ফজর সালাত জামা'আতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করল।" (সহীহ মুসলিম) এবং

তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মার অন্তর্ভুক্ত হল।” (সহীহ মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, “ফজরের (সুন্নাত) দু’রাকাত সালাত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম।” (সহীহ মুসলিম)

এই ফযীলত তো শুধু ফজরের দু’রাকাত সুন্নাতে তাহলে ফজরের ফরয সালাতের ফযীলত কী হতে পারে? নিশ্চয় সুন্নাতের চেয়ে ফরজের সাওয়াব অনেক বেশি ও উত্তম। এ সমস্ত হাদীস ফজর সালাতের বিরাট প্রতিদান ও গুরুত্বের দলীল।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,
وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡهِبۡنَ السَّیِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكۡرٰی لِلذّٰكِرِیۡنَ,
আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত ঠিক রাখবে রাতের প্রান্ত ভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহাস্মারক। [সূরা হুদ ১১৪]

## ফজরের সালাতের সময়:

ওয়াক্তের শুরু- সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত ফজরের সালাতের সময় থাকে।

ওয়াক্তের শেষ- সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

(ফজরের এই সময়টুকু দুই ভাগে ভাগ করা যায় শরীয়তের পরিভাষায় প্রথম ভাগকে গালাস এবং দ্বিতীয় ভাগকে ইসফার বলে। ফিকহবিদগণ বলেন, প্রথমবার তথা গালাসের সময় মহিলাদের জন্য এবং দ্বিতীয় ভাগ তথা ইসফার এর সময় পুরুষদের ফজর সালাদ আদায় করা উত্তম।)

•ফজরের সালাত ফর্সা করে পড়া মুস্তাহাব

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ " . أَوْ " أَعْظَمُ لِلأَجْرِ

রাফি ইবনে খাদিজ (রাঃ)থেকে বর্ণিত, রাসূল (স:) বলেছেন, ভোরের আলো প্রকাশিত হলে ফাজ্‌র সলাত আদায় করবে। কারণ এতে তোমাদের জন্য অত্যাধিক সওয়াব বা অতি উত্তম বিনিময় রয়েছে ।

[আবু দাউদ ৪২৪]

## জোহরের সালাত

জোহরের নামায পাঁচটি দৈনিক বাধ্যতামূলক ইসলামিক নামাজের একটি । এটি ফজরের পরে এবং আসরের নামাজের আগে, মধ্যাহ্ন এবং সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে পালন করা হয় ।

কুরআনে এসেছে, حٰفِظُوۡا عَلَی الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوۃِ الۡوُسۡطٰی * وَ قُوۡمُوۡا لِلّٰہِ قٰنِتِیۡنَ

পাঁচটি ফরয নামায-বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায-এর প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ভক্তিতে দাঁড়ান।

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَرْوَانَ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

উম্মে হাবীবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত সালাত আদায় করবে, আগুন তাকে স্পর্শ করবে না।

[সুনান আন-নাসায়ী 1817]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ " إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي أَيُّوبَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ لاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ .

আবদুল্লাহ ইবন আস-সাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্যের জাওয়ালের পর যোহরের পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন। তিনি বললেনঃ এটা এমন এক ঘণ্টা যেখানে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। আমি পছন্দ করি যে এতে আমার জন্য একটি সৎ কাজ উত্থাপিত হোক।'
[ জামে আত-তিরমিযী ৪৭৮]

## জোহরের সালাতের সময়:

ওয়াক্তের শুরু: ঠিক দ্বিপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর জোহরের সালাতের সময় শুরু হয়।

ওয়াক্তের শেষ: যোহরের ওয়াক্তের সমাপ্তি এবং আসরের শুরুর সময় নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য আছে।
আবু হানিফা (রাহি:) এর মতে, মধ্যাহ্নে কোন বস্তুর যে ছায়া থাকে (ছায়ায়ে আসলি) সেটিকে বাদ দিয়ে বস্তুটির ছায়া তার দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে এবং এরপর আসরের সালাতের সময় শুরু হয়।
উত্তম ও সতর্কতা অবলম্বনে এটাই উচিত যে, বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার আগেই যোহরের সালাত শেষ করা এবং দুই মিছিল হওয়ার পর আসরের সালাত পড়া শুরু করা যাতে ইমামদের ইফতিলাফ থেকে বাঁচা যায়।

## জুম’আর সালাত

صَلَاةُ ٱلْجُمُعَة ইসলামের অন্যতম একটি নামাজ। جُمُعَة (জুমুআহ) শব্দটি আরবী, এর অর্থ একত্রিত হওয়া, সম্মিলিত হওয়া, কাতারবদ্ধ হওয়া। যেহেতু, সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন শুক্রবারে প্রাপ্তবয়স্ক মুমিন-মুসলমান একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই স্থানে একত্রিত হয়ে জামায়াতের সাথে সে দিনের জোহরের নামাজের পরিবর্তে এই নামাজ ফরযরূপে আদায় করে, সে জন্য এই নামাজকে "জুমার নামাজ" বলা হয়। সময় একই হলেও যোহরের সাথে জুমার নামাজের নিয়মগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।

ইতিহাস:ইসলামের নবী মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে গেলেন, পৌঁছানোর দিনটি ছিল ইয়াওমুল আরুবা (শুক্রবার)। সেদিন তিনি বনি সালেম গোত্রের উপত্যকায় গেলে জোহর নামাজের সময় হয়। সেখানে তিনি জোহর নামাজের পরিবর্তে জুমার নামাজ আদায় করেন। এটাই ইতিহাসের প্রথম জুমার নামাজ। তবে আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় আরও পরে। মুহাম্মাদের (স:) মদিনায় যাওয়ার পর এবং জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার আগে একবার মদিনার আনসার সাহাবিরা আলোচনায় বসেন। তারা বললেন, ইহুদিদের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট রয়েছে, যেদিনে তারা সবাই একত্র হয়। নাসারারাও সপ্তাহে এক দিন একত্র হয়। সুতরাং আমাদের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যেদিনে আমরা সবাই সমবেত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করব, নামাজ আদায় করব। অতঃপর তারা আলোচনায় বললেন, শনিবার ইহুদিদের আর রবিবার নাসারাদের জন্য নির্ধারিত। অবশেষে তারা ইয়াওমুল আরুবা শুক্রবারকে গ্রহণ করলেন এবং তারাই এদিনকে জুমার দিন নামকরণ করলেন।
[সিরাতুল মুস্তাফা ও দারসে তিরমিজি]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমাদের শুক্রবারের নামাজের (জুমার নামাজ) জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো এবং ক্রয় বিক্রয় পরিত্যাগ করো; যদি তোমরা বুঝে থাকো, তবে এতেই তোমাদের পক্ষে কল্যাণ। যখন নামাজ সমাপ্ত হয়, তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর করুণার (জীবিকা) সন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো; সম্ভবত [এতেই] তোমাদের মুক্তি রয়েছে।
[সুরা জুমা ; আয়াত ৯]

বহু হাদীসে জুম'আর দিনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মসজিদে হাযির হওয়ার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

“যে জুম'আর দিনে জানাবত তথা অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার মত গোসল করবে, তারপর (প্রথম ঘণ্টায়) মসজিদে হাজির হবে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ঘণ্টায় গেল সে যেন গরু কুরবানী করল। যে তৃতীয় ঘন্টায় গেল সে যেন শিংওয়ালা ছাগল কুরবানী করল। যে চতুর্থ ঘন্টায় গেল সে যেন মুরগী উৎসর্গ করল। যে পঞ্চম ঘন্টায় গেল সে যেন ডিম উৎসর্গ করল। তারপর যখন ইমাম বের হয়ে যায় তখন ফেরেশতারা (লিখা বন্ধ করে) ইমামের কাছে হাযির হয়ে যিকর (খুতবা) শুনতে থাকে।” [বুখারী: ৮৮১]

তাছাড়া এটা অনেকের নিকট দোআ কবুল হওয়ার সময়। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ

“জুম'আর দিনে এমন একটি সময় আছে কোন মুসলিম যদি সে সময়ে আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ চায় তবে অবশ্যই তিনি তাকে সেটা দিবেন”।

[বুখারী: ৬৪০০]

জুমার নামাজে দুই রাকাত ফরজ রয়েছে। এছাড়া ফরজ নামাজের পূর্বে চার রাকাত কাবলাল জুমা এবং পরে চার রাকাত বাদাল জুমা (সুন্নত নামাজ) আদায় করতে হয়। জোহরের নামাজের মতো ব্যক্তি চাইলে এসময় অতিরিক্ত নফল নামাজ আদায় করতে পারে।

জুমার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা আবশ্যিক এবং তা একাকী আদায় করার নিয়ম নেই। কুরআনে জুমার নামাজের সময় হলে কাজ বন্ধ করে নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়ার প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে তবে কোনো ব্যক্তি যদি যুক্তিসঙ্গত কারণবশত (যেমন খুব অসুস্থ ব্যক্তি) জুমা আদায় করতে না পারে তবে তার ক্ষেত্রে জোহরের নামাজ আদায় করা নিয়ম। তাছাড়া কিছু ক্ষেত্রে সুস্থ ব্যক্তির উপর, যেমন ভ্রমণকারী (মুসাফির) অবস্থায় জুমার আবশ্যকতা থাকে না এবং সেক্ষেত্রে জোহরের নামাজ আদায় করলে তা গ্রহণীয় হয়। তবে ভ্রমণকারী চাইলে জুমা আদায় করতে পারে।

জুমার খুতবা: জুমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো খুতবা। এতে ইমাম সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও কুরআন এবং হাদিসের আলোকে দিকনির্দেশনা দেন। যে ইমাম খুতবা দেন তাকে বলা হয় খতিব। এসময় দুইটি খুতবা দেয়া হয়। দুই খুতবার

মাঝখানে অল্প কিছু সময়ের বিরতি নেয়া হয়। মসজিদের প্রতিদিনের ইমাম খুতবা দিতে পারেন বা জুমার দিন বিশেষ কেউ খুতবা দিতে পারেন। খুতবা সাধারণত আরবি ভাষায় দেয়া হয়।

## শানে ইয়াউমুল জুমু'আ (জুমার দিবসের মর্যাদা)

▶ প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাসহ আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পর্বত ও সমুদ্র এই (জুম'আর) দিনটিকে ভয় করে।

▶ জুম'আর দিন হল সাপ্তাহিক ঈদের দিন।

▶ এ দিনটি আল্লাহর কাছে অতি মর্যাদা সম্পন্ন।

▶ জুম'আর দিনে এমন একটি সময় আছে, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায়, তা-ই তাকে দেওয়া হয়

রাসুল (সা.) থেকে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, জুমার দিনে ১২ ঘণ্টা রয়েছে। তাতে এমন একটা সময়ে রয়েছে, যাতে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায় আল্লাহ তাই দেন। অতএব তোমরা আছরের শেষ সময়ে তা তালাস করো। [আবু দাউদ, হাদিস নং : ১০৪৮]

▶ জুম'আর রাতে বা দিনে যে ব্যক্তি মারা যায় আল্লাহ তায়ালা তাকে কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন। [তিরমিযীঃ১০৭৮]

▶জান্নাতে প্রতি জুম'আর দিনে জান্নাতীদের হাট বসবে। জান্নাতী লোকেরা সেখানে প্রতি সপ্তাহে একত্রিত হবেন। তখন সেখানে এমন মনমুগ্ধকর হাওয়া বইবে, যে হাওয়ায় জান্নাতীদের সৌন্দর্য অনেক গুণে বেড়ে যাবে এবং তাদের স্ত্রীরা তা দেখে অভিভূত হবে। অনুরূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি স্ত্রীদের বেলায়ও হবে। [মুসলিমঃ২৮৩৩, ৭১/৭৫৩]

উল্লেখ্য, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য জুম'আবার একটি মহান দিন। জুম'আর এই পবিত্র দিনটিকে সম্মান করার জন্য ইহুদী-নাসারাদের উপর ফরজ করা হয়েছিল; কিন্তু তারা

মতবিরোধ করে এই দিনটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতঃপর ইহুদীরা শনিবার-কে আর খ্রিষ্টানরা রবিবার-কে তাদের ইবাদতের দিন বানিয়েছিল।

## আসরের সালাত

صلاة العصر মুসলিমদের অবশ্য পালনীয় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের একটি। দৈনিক নামাজগুলোর মধ্যে এটি তৃতীয়। এটি বিকেলের সময় আদায় করা হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, حٰفِظُوۡا عَلَی الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوۃِ الۡوُسۡطٰی * وَ قُوۡمُوۡا لِلّٰہِ قٰنِتِیۡنَ

তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের। (সূরা বাকারা ২৩৮)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " أُتِرَ " . وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وُتِرَ "

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি "আসরের সলাত ছুটে গেল (আদায় করল না) তার যেন পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়ে গেলো এবং তার ধনসম্পদ লুট হয়ে গেল (নিঃসম্বল হয়ে গেল)।

[সুনানে আবু দাউদ : ৪১৪]

## আসরের সালাতের সময়:

ওয়াক্তের শুরু: জোহরের সালাতে সময় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসরের সালাতের সময় শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের মূল ছায়া বাদ দিয়ে যখন ছায়া দ্বিগুণ হয় তখনই আসরের সালাতের সময় শুরু হয়।

ওয়াক্তের শেষ: অতঃপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সালাতের সময় থাকে। তবে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আসরের সালাত আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী।

ইবনে আব্দুর রহমান রাযি: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সা: কে আমি বলতে শুনেছি, এটা মুনাফিকদের সালাত! এটা মুনাফিকদের সালাত! এটা মুনাফিকদের সালাত! এদের কেউ বসে থাকে আর যখন সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং তা শয়তানের দুই সিংয়ের

বদ্ধ খানে বা উপরে অবস্থান করে তখন সে দাঁড়িয়ে ঠোকর মানে তাদের খুব সামান্য আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে। (সহীহ মুসলিম আবু দাউদ ৪১৩)

## মাগরিবের সালাত

صلاة المغرب মুসলিমদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অন্যতম। দৈনিক নামাজগুলোর মধ্যে এটি চতুর্থ।

## মাগরিবের সালাতের সময়:

ওয়াক্তের শুরু: সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয়।

ওয়াক্তের শেষ: পশ্চিম আকাশে লাল রং দৃষ্টিগোচর হওয়া পর্যন্ত সময় বাকি থাকে।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا

সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাগরিবের সলাত সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পরপরই আদায় করতেন। [সুনানে আবু দাউদ : ৪১৭]

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ يَا عُقْبَةُ فَقَالَ شُغِلْنَا . قَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ

মারসাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, যখন আবূ আইউব (রাঃ) জিহাদ হতে ফিরে আমাদের নিকট আসলেন, সে সময় উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মাগরিবের সলাত আদায়ে বিলম্ব করলে আবূ আইউব (রাঃ) উক্ববাহ্ (রাঃ)-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে উক্ববাহ্! এটা আবার কেমন সলাত? উক্ববাহ্ (রাঃ) বললেন, আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বললেন, আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে

শুনেননিঃ আমার উম্মাত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা মূল অবস্থায় থাকবে যতদিন তারা মাগরিবের সলাত আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। [সুনানে আবু দাউদ : ৪১৮]

(মাগরিবের সালাত বিলম্ব করা মাকরূহ। মাগরিবের সালাতের আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করে নেওয়া উত্তম সাধারণভাবে দুই রাকাত সালাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে বিনা ওজরে এর থেকে বেশি সময় ব্যয় করা মাকরুহ।)

## এশার সালাত

صلاة العشاء সকল মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের একটি।যেহেতু একটি ইসলামি দিন সূর্যাস্তের সময় শুরু হয়,ফলে ইশার নামাজ প্রযুক্তিগতভাবে দিনের দ্বিতীয় নামাজ।যদি মধ্যরাত থেকে দিন গণনা করা হয়,তাহলে দৈনিক নামাযগুলোর মধ্যে এটি পঞ্চম। ইশার ফরয নামাজ চার রাক্বাত।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوۡكِ الشَّمۡسِ اِلٰی غَسَقِ الَّیۡلِ وَ قُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ ؕ اِنَّ قُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ کَانَ مَشۡهُوۡدًا
সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠা কর, আর ফাজরের সলাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন কর), নিশ্চয়ই ফাজরের সলাতের কুরআন পাঠ (ফেরেশতাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়।
[বনী ইসরাইল ৭৮]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ حِیۡنَ تُمۡسُوۡنَ وَ حِیۡنَ تُصۡبِحُوۡنَ وَ لَهُ الۡحَمۡدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ عَشِیًّا وَّ حِیۡنَ تُظۡهِرُوۡنَ
অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও আর সকালে এবং অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আসমানসমূহে ও যমীনে প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই।
[সূরা রুম 17,18]

## এশার সালাতের সময়:

ওয়াক্তের শুরু: মাগরিবের সালাতের সময় শেষ হওয়ার পরই এষার সালাতের সময় শুরু হয়।

ওয়াক্তের শেষ: সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এসার সালাতের সময় বাকি থাকে। তবে রাতের এক-তৃতীয়াংশ দেরি করে এসে সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। আরবি নজরে অর্ধ রাতের পর এশার সালাত আদায় করা মাকরুহ।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ " خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ " . فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ " إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ وَلَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাথে ‘ইশার সলাত আদায় করলাম। সেদিন তিনি প্রায় অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর সলাতের জন্য বের হয়ে আসেন এবং বলেনঃ তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর। সুতরাং আমরা নিজেদের জায়গায় অবস্থান করলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ ইতোমধ্যে অনেকেই ইশার সলাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সলাতের জন্য অপেক্ষামাণ থাকলে, ততক্ষন তোমাদেরকে সলাত আদায়কারী হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। দুর্বলের দুর্বলতা এবং রোগীর রুগ্নতার আশংকা না থাকলে আমি অবশ্যই এ সলাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করতাম।

তবে অর্ধ রাতের পর এশার সালাত আদায় করা মাকরুহ।

## জানাযার নামাজ

صلاه الجنازه হলো একটি বিশেষ নামাজ যা কোনো মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়ার পূর্বে সংগঠিত হয়। সচরাচর এটি জানাযার নামাজ নামে অভিহিত হয়, যার শাব্দিক অর্থ মৃতদেহের নামাজ। মুসলমানদের জন্য এটি ফরযে কেফায়া বা সমাজের জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব অর্থাৎ কোনো মুসলমানের মৃত্যু হলে মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে অবশ্যই

জানাযার নামাজ পাঠ করতে হবে। তবে কোনো এলাকা বা গোত্রের পক্ষ থেকে একজন আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়

জানাযার নামাজ ইমামের নেতৃত্বে জামাতের সাথে বা দলবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়।এটি ৪ তকবিরের নামাজ। দাঁড়িয়ে এ নামাজ আদায় করতে হয় এবং সালাম ফেরানোর মধ্য দিয়ে এ নামায শেষ হয়। সাধারণত জানাযার নামাযের শেষে মুনাজাত বা দোয়া করতে হয়।যদি কারো নামাজে আসতে দেরি হয়ে যায়, তবে ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করতে হবে। সম্ভব হলে চার তাকবীর আদায় করে নিতে হবে, তা যদি সম্ভব না হয়, তবে ইমাম সাহবকে অনুসরণ করে সালাম ফিরিয়ে নিয়ে জানাজা নামাজ সম্পন্ন করবেন। জানাজা নামাজ জামাতে আদায় করতে হয়,তাই এটি কাজা পড়ার সুযোগ নেই।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানাযার সলাতে এ দু'আ পড়তেন : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ
"হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়, পুরুষ-নারী, এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে আপনি যাকে জীবিত রাখবেন তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখেন এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দিবেন তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিন। হে আল্লাহ! এর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং এরপর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْوِيهِ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ
আবূ হুরাইরাহ(রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি লাশের অনুগমন করে এবং তাঁর জানাযা আদায় করে তার জন্য এক ক্বীরাত সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি লাশের অনুগমন করে এবং দাফন শেষ করা পর্যন্ত শরীক থাকে তার জন্য রয়েছে দুই ক্বীরাত সওয়াব। এ দুই ক্বীরাতের ছোট ক্বীরাতটি উহুদ পাহাড়ের সমান অথবা উভয়ের একটি উহুদ পাহাড়ের সমান। [সুনানে আবু দাউদ : ৩১৬৮]

# বিতিরের সালাত (ওয়াজিব নামাজ)

বিতর শব্দের অর্থ- বিজোড়। ইশার নামাজের পর ৩ রাকাত বিজোড় সংখ্যক  বিতর নামাজ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে কুরআনের ধারকগণ! তোমরা বিতর সলাত আদায় করো। কেননা আল্লাহ বেজোড়, তাই তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন। [সুনানে আবু দাউদ : ১৪১৬]

সাহাবী জাবির বলেন,রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক আশঙ্কা করে যে, শেষ রাতে উঠতে পারবে না সে যেন প্রথম রাতেই বিতরের সলাত আদায় করে নেয়। আর যে লোক শেষ রাত্রে উঠতে পারবে বলে মনে করে, সে যেন শেষ রাতেই বিতরের সলাত আদায় করে। এজন্য যে, শেষ রাতের সলাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। আর এটা অনেক ভাল। (সহীহ মুসলিম)
عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا } وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ
উবাই ইবনু কা’ব (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতর সলাতে সূরাহ ‘সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ’লা’, ‘ক্বুল ইয়া-আইয়্যুহাল কাফিরূন’ এবং ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সমাদ’ তিলাওয়াত করতেন।

‘মুহাম্মাদ ইবনে আলী তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে রাতে শয্যা থেকে উঠলেন, এরপর মিসওয়াক করেন, এরপর দুই রাকাত পড়েন, এরপর শুয়ে গেলেন। তারপর আবার শয্যা ত্যাগ করেন, মিসওয়াক করেন, অজু করেন এবং দুই রাকাত পড়েন; এভাবে ছয় রাকাত পূর্ণ করেন। এরপর তিন রাকাত বিতর পড়েন। এরপর দুই রাকাত পড়েন। [সুনানে নাসায়ি ১৭০৪]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا "
ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বিতরকে তোমাদের রাতের শেষ সলাতে পরিণত করবে।

[সুনানে আবু দাউদ : ১৪৩৮]
সুতরাং যার শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে, সে তাহাজ্জুদের পরে বিতর পড়বে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিতর সলাত আদায় না করেই ঘুমায় অথবা আদায় করতে ভুলে যায়, পরে স্মরণ হওয়া মাত্রই সে যেন তা আদায় করে নেয়।
[সুনানে আবু দাউদ : ১৪৩১]

## বিতিরের সময়:

ওয়াক্তের শুরু:বিতরের সময় শুরু হয় এশার নামাজের পর।

ওয়াক্তের শেষ: শেষ সময় হলো যতক্ষণ না ফজর উদিতে হয়।

মাসরূক রহ: থেকে বর্ণিত, قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَتَى كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ وَلَكِنِ انْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ

তিনি বলেন, এ কথা আমি আইশা (রাযি:) কে জিজ্ঞেস করি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধির কোন সময় আদায় করতেন? তিনি বলেন, রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে-এগুলোর প্রত্যেক সময়েই বিতর আদায় করেছেন। তবে তিনি ইন্তিকালের পূর্বে বিতর সলাত সাহারীর শেষ সময়ে আদায় করেছেন।
[সুনানে আবু দাউদ : ১৪৩৫]

## সুন্নত নামাজ সমূহ

صلاة السنة হলো সেই নামাজগুলো যা ফরজ নামাজের পাশাপাশি নবীজী পড়তেন।
"সুন্নাহ" শব্দটি সাধারণত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদাহরণ বা আমলের কথা বোঝায়। যখন আমরা সুন্নাহ নামাজের কথা বলি, তখন আমরা সেই নামাজগুলো বোঝাই যা ফরজ নামাজের (অবশ্যই পড়া লাগে এমন নামাজ) পাশাপাশি নবীজী পড়তেন। এই নামাজগুলো বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু এগুলো পড়া খুবই সুপারিশকৃত। নবীজীর

উদাহরণ অনুসরণ করা নিজের জন্য একটি বড় সওয়াবের কাজ, এবং কেয়ামতের দিনে যদি কারও ফরজ নামাজ বাদ পড়ে যায়, তাহলে এই সুন্নাহ নামাজগুলোর মাধ্যমে সেই ফরজ নামাজ পূরণ হবে।

সুন্নাহ মু'আক্কাদাহ হল সেসব ঐচ্ছিক নামাজ, যা নবীজী নিয়মিত পড়তেন। এছাড়াও কিছু ঐচ্ছিক নামাজ আছে যা তিনি কম পড়তেন, যেমন আসরের আগের সুন্নাহ, এই কারণে নির্দিষ্ট নামাজের আগে রাকাতের ভিন্নতা দেখা যায়।

সুন্নত নামাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে: কোনোটি দৈনিক পাঁচটি বাধ্যতামূলক নামাজের মতো একই সময়ে করা হয়, কোনোটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ে করা হয় (যেমন গভীর রাতে), অথবা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য (যেমন খরার সময়); কারো কারো নিজস্ব নাম রয়েছে (যেমন তাহাজ্জুদ ) এবং কিছুকে চিহ্নিত করা হয় কীভাবে তারা আদায় করা হয় ।

হযরত মুহাম্মদ (স:) আল্লাহর কাছ থেকে আরও সওয়াব ও নেকি পাওয়ার জন্য "প্রত্যেক ফরজ নামাজের আগে এবং/অথবা পরে" সুন্নত নামাজ আদায় করেছিলেন । প্রত্যেক ফরজ নামাজের সাথের সুন্নাত নামায সমূহ:

- ফজরের আগে ২ রাকাত

عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাজরের পূর্বে দু রাক'আত সলাতের চেয়ে অধিক দৃঢ় প্রত্যয় অন্য কোন নাফ্ল সলাতে রাখেননি।

[আবু দাউদ : ১২৫৪]

• জোহরের আগে ৪ রাকাত এবং পরে ২ রাকাত

قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী উম্মু হাবিবাহ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে যুহরের পূর্বে চার রাক’আত এবং পরে চার রাক’আত সালাত আদায় করবে, তার জন্য জাহান্নাম হারাম করা হবে।

[আবু দাউদ : ১২৬৯]

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ যুহরের পূর্বে এক সালামে চার রাক’আত সালাত রয়েছে, এগুলোর জন্য আকাশের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়।

[আবু দাউদ : ১২৭০]

•আসরের আগে ৪ রাকাত

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا"

ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন, যে ‘আসরের পূর্বে চার রাক’আত সালাত আদায় করে।

[আবু দাউদ : ১২৭১]

•মাগরিবের পর ২ রাকাত

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ " . ثُمَّ قَالَ " صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ " . خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

আব্দুল্লাহ আল-মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু’ রাক’আত সলাত আদায় করো। তিনি দু’ বার এরূপ বললেন। অতঃপর বললেন, যার ইচ্ছা হয়। এ আশংকায় যে লোকেরা হয়ত এটাকে সুন্নাত (বা স্থায়ী নিয়ম) বানিয়ে নিবে।

[আবু দাউদ : ১২৮১]

একদা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনী 'আবদুল আশহালের মাসজিদে এসে সেখানে মাগরিবের সলাত আদায়ের পর দেখলেন, সলাত শেষে লোকেরা সেখানেই (সুন্নাত) সলাত আদায় করছেন। তখন তিনি বললেনঃ এটাতো ঘরের সলাত।

[সুনানে আবু দাউদ : ১৩০০]

## •ইশার আগে ৪ রাকাত এবং পরে ২ রাকাত

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

আবদুল্লাহ্ ইবনু শাকীক (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামায প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ) যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পর দুই রাক'আত, 'ইশার পর দুই রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন।

[তিরমিজি : ৪৩৬]

## সুন্নাতে যায়েদাহ বা নফল

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ "

উম্মু হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দৈনিক বারো রাক'আত নাফ্ল সলাত আদায় করবে এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর নির্মান করা হবে।

[আবু দাউদ : ১২৫০]

## নির্দিষ্ট মাসের সালাত:

## তারাবীহ

صلاة التراويح হলো রমজান মাসে এশার সালাতের পর আদায়কৃত রাতের সালাত,যা সুন্নতে মুয়াক্কাদা ।এটি এমন একটি সালাত যা শুধুমাত্র  রমজান মাসে আদায় হয়ে থাকে । একা একা , জামাতে, বাড়িতে, বা মসজিদে যেকোনোভাবে এটি আদায় করা যায়। সাধারণত, মুসল্লিরা একত্রিত হয়ে পুরো কোরআন খতমের উদ্দেশ্যে খতম তারাবিহ আদায় করে থাকেন। তারাবীহ সালাতের রাকাত সংখ্যা বিশ।

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِرَمَضَانَ "
مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে রমযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীর সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।
[সহিহ বুখারী : ২০০৮]

## নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য নামাজ:

## সালাত উল ইস্তাসকা

صلاة الإستسقاء হল আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা। এটি দুই রাকাত । ইবনে কুদামাহ বলেছেন: "বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা একটি নিশ্চিত সুন্নত, যা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর উত্তরসূরিদের অনুশীলন দ্বারা প্রমাণিত।"

ইমামের সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করা হয়। প্রথম রাকাতে, ইমাম সূরা আল-ফাতিহার পরে সূরা আল-আলা পাঠ করেন । এবং দ্বিতীয় রাকাতে, তিনি আল-ফাতিহার পরে সূরা আল-গাশিয়াহ পড়েন এবং সালাতের আগে বা পরে একটি খুতবা দেন। তিনি

খুতবা শেষ করার সাথে সাথে মুসল্লিরা কেবলার দিকে মুখ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بِالنَّاسِ لِيَسْتَسْقِيَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে লোকদের নিয়ে বের হলেন এবং তাদেরকে নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করেন। উভয় রাক‘আতে স্বরবে ক্বিরআত পাঠ করেন, অতঃপর স্বীয় চাদর উল্টিয়ে নিয়ে দু’হাত উঠিয়ে বৃষ্টির জন্য দু‘আ করেন।

[সুনানে আবু দাউদ : **১১৬১**]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَوَاكِي فَقَالَ " اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعاً نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ " . قَالَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ .

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কতিপয় লোক (বৃষ্টি না হওয়ায়) ক্রন্দনরত অবস্থায় এলে তিনি দু’আ করলেনঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিলম্বে নয় বরং তাড়াতাড়ি ক্ষতিমুক্ত-কল্যাণময়, তৃপ্তিদায়ক, সজীবতা দানকারী, মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় (এবং বৃষ্টি হয়)।

[সুনানে আবু দাউদ : **১১৬৯**]

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টির জন্য দু’আ করার সময় বলতেনঃ " اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ "হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাদের ও প্রাণীদেরকে পানি দান করুন, আপনার রহমাত বিস্তৃত করুন এবং আপনার মৃত শহরকে (শুস্ক ভূমিকে) জীবিত করুন।

[সুনানে আবু দাউদ : **১১৭৬**]

## কুসুফ ও খুসুফ (সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ) এর সালাত

কুসুফ বা সূর্যগ্রহণ হলো সূর্যের আলো সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে বাধা প্রাপ্ত হওয়া। صَلَاةُ الْكُسُوف সূর্যগ্রহণের সময় পড়া হয়।

খুসুফ বা চন্দ্রগ্রহণ হলো চাঁদের আলো সম্পূর্ণরূপে আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। صَلَاةُ الْخُسُوف চন্দ্রগ্রহণের সময় পড়া হয়।

এই সালাত দু রাকাত বা চার রাকাত হতে পারে। এই সালাতের আজান বা একামত নেই। যদি সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহলে আসসালাতু জামিয়া অর্থাৎ একত্রে সালাত আদায় হবে বলে সালাতের জন্য ডাক দিতে হবে। মানুষ যখন জমায়েত হবে তখন ইমাম তাদের নিয়ে দীর্ঘ কিরাআতে সালাত আদায় করবে।।

কুসুফ ও খুসুফ এই দুইটি আল্লাহ তায়ালা নিদর্শন, যার দ্বারা তিনি তার বান্দাদেরকে ভয় দেখান। যাতে তারা পুনরায় তার কাছে ফিরে যায়।

হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ

নিশ্চয়ই সূর্য চাঁদ কারণ মৃত্যু অথবা জীবিত থাকার কারণে আলোহীন হয় না। এ দুটো বরং আল্লাহ তাআলা নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। যার দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভয় দেখান। অতঃপর যখন এই দুটোই গ্রহণ লাগে তোমরা তখন সালাতের দিকে দ্রুত আগাও। [আবু দাউদ ১১৭৮]

## কুসুফ ও খুসুফ সালাতের সময়:

কুসুফ ও খুসুফ শুরু হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত। মুসল্লি তার সালাত পূর্ণ করে নিবে যদিও কুসুফ ও খুসুফ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আর যদি সালাত পড়ে শেষ করা হয়, কিন্তু কুসুফ ও খুসুফ বিদ্যমান থাকে তাহলে আবার সালাত আদায়ের প্রয়োজন নেই। বরং দুয়াও ইস্তেগফারে লিপ্ত থাকলেই চলবে।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً فَنَادَى أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ হলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ করেন যে, সলাতের জামা’আত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে (কাজেই তোমরা একত্রিত হও)।

[সুনানে আবু দাউদ : ১১৯০]

## নির্দিষ্ট কাজের পর সালাত:

### তাহিয়্যাতুল মসজিদ

এটি দুই রাকাত বিশিষ্ট একটি সালাত। এটি মসজিদে প্রবেশকারীরা মসজিদে প্রবেশের পর মসজিদের সম্মানার্থে দুই রাকাত আদায় করে থাকেন।

হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ "
তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকাত সালাত পড়ে নেয়।
[সহিহ বুখারী : ৪৪৪]

### তাহিয়্যাতুল অজু

এই সালাত ওযু করার পর পরই আদায় করা হয়। এটি দুই রাকাত বিশিষ্ট একটি সালাত।

রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
যে মুসলিম সুন্দরভাবে ওযু করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রেখে দু রাক'আত সলাত আদায় করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।
[সহিহ মুসলিম : ৪৪১]
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ " يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِي الْجَنَّةِ ". قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ
নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক সন্তুষ্টিব্যঞ্জক যে 'আমল তুমি

করেছ, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত কর। কেননা, জান্নাতে (মি'রাজের রাতে ) আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (রাঃ) বললেন, আমার নিকট এর চেয়ে অধিক সন্তুষ্টিব্যঞ্জক হয় এমন কিছুতো আমি করিনি। দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি তাহারাত ও পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে তাহারাত দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাক্‌দীরে লেখা ছিল।
[সহিহ বুখারী : ১১৪৯]

## নির্দিষ্ট সময়ের সালাত:

### ইশরাকের সালাত

ফজরের সালাত পড়ার পর সেই স্থানে বসে জিকির আজকার, কোরআন তেলোয়াত, ইস্তিগফার করা এবং দুনিয়াবী কোন কথা না বলা। এরপর সূর্য উদিত হলে তার ১০-১২ মিনিট পর যে ২-৪ রাকাত সালাত পড়া হয় সেই সালাতকে ইশরাকের সালাত বলা হয়। ফজরের সালাত পড়ে দুনিয়াবী কাজে মগ্ন হয়ে গেলে সূর্য উদিতে হবার পর যদি ইশরাক পড়া হয় তবুও শুদ্ধ হবে। তবে সাওয়াব কিছুটা কম হবে।
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ " . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي ظِلاَلٍ فَقَالَ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَاسْمُهُ هِلاَلٌ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাক'আত নামায আদায় করে- তার জন্য একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হাজ্জ ও উমরার সাওয়াব)।
[জামে' আত-তিরমিজি : ৫৮৬]

হযরত হাসান বিন আলী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে, তারপর আল্লাহর জিকির

করতে থাকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। তারপর দুই রাক‘আত বা চার রাক‘আত নামায আদায় করে, তাহলে জাহান্নামের আগুণ তার চামড়া স্পর্শ করবে না। [শুয়াবুল ঈমান লিলবায়হাকী ৩৬৭১]

হযরত মু‘আয ইবনে আনাস জুহানী রাযি. হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ শেষ করে উক্ত জায়গায় বসে থাকে, ভালো কথা ছাড়া কোন কথা না বলে। অতঃপর দুই রাকা‘আত ইশরাকের নামায পড়ে, তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা হতে অধিক হয়। [আবু দাউদ]

## সালাতুদ্দুহা বা চাশতের সালাত

সূর্য এক বর্ষা পরিমান ঊর্ধ্বে ওঠার পর যে সালাত আদায় করা হয় তাকেই চাশতের সালাত বলে। এ সালাতের সময় শুরু হয় সূর্যোদয়ের পর সূর্য এক বর্ষ পরিমাণ ঊর্ধ্বে উঠে গেলে। পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার সামান্য সময় পূর্ব পর্যন্ত এ সালাতের সময় থাকে। চাশতের সালাত দু’রাকাত, চার রাকাত,  ছয় রাকাত, আট রাকাত ও আদায় করা যায়। তবে ৮ রাকাত আদায় করা উত্তম।

عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ قَالَ " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَلَهُ بِكُلِّ صَلاَةٍ صَدَقَةٌ وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ وَحَجٍّ صَدَقَةٌ وَتَسْبِيحٍ صَدَقَةٌ وَتَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ وَتَحْمِيدٍ صَدَقَةٌ " . فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ثُمَّ قَالَ " يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى "

আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, একদা আমরা আবু যার (রাঃ) এর নিকট অবস্থানকালে তিনি বলেছেন, প্রতিদিন তোমাদের প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি অস্থি একটি সদাক্বাহ ওয়াজিব করে। প্রত্যেক সলাত, প্রত্যেক সওম, প্রত্যেক হাজ্জ, প্রত্যেক তাসবীহ, প্রত্যেক তাকবীর এবং প্রত্যেক তাহমীদ তার জন্য সদাক্বাহ স্বরূপ। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ উত্তম কাজগুলোকে গণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেনঃ চাশতের দু’ রাক’আত সলাত আদায় করলে তা ঐগুলোর পরিপূরক হবে (অনুরূপ সওয়াব পাবে)।

[আবু দাউদ : ১২৮৬]

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ "

নু'আইম ইবনু হাম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন,আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছি : মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমরা দিনের পূর্বাহ্নের মধ্যে চার রাক'আত সলাত হতে আমাকে ত্যাগ করো না, তাহলে আমি আখিরাতে তোমার জন্য যথেষ্ট হবো।

[আবু দাউদ : ১২৮৯]

## আওয়াবীন এর সালাত

মাগরিবের ফরজ ও সুন্নত পড়ার পর থেকে এশার সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত যে নফল সালাত পড়া হয় সেটাকে আওয়াবিন সালাত বলা হয়। এ সালাত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তবে আকার সংখ্যা নির্ধারিত নয়। ছয় রাকাতের ফজিলত হাদীসে এসেছে। আবার এর চেয়ে কম বেশিও করা যাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا يَتَكَلَّمُ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً»

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছয় রাক'আত নামায মাগরিবের পর পড়বে, যার মাঝে আল্লাহর যিকির ছাড়া কোন কথা বলে না, তাহলে সে বার বছর ইবাদতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।

[সহীহ ইবনে খুজাইমা ১১৯৫]

عَنْ حُذَيْفَةَ: «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءُ

হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মাগরিব নামায আদায় করলেন। ফরজ শেষে তিনি নফল পড়তে লাগলেন ইশা পর্যন্ত।

[সহীহ ইবনে খুজাইমা ১১৯৪]

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাক'আত নামায পড়ে, যার মাঝে কোন মন্দ কথা বলে না, তাহলে সে বার বছরের ইবাদতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।
[সুনানে ইবনে মাজাহ ১৩৭৪]

## তাহাজ্জুদ:

صلاة التهجد রাতের বেলায় পড়া হয়, এবং এটি প্রথমে রাতের কিছু অংশ ঘুমাতে যাওয়ার পরে আদায় করা উচিত। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন সালাতকে তাহাজ্জুদ বলা হয়।তাহাজ্জুদ নামাযের সময়টি এশার নামায এবং ফজরের নামাযের মধ্যে পড়ে। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা পছন্দনীয়।

তাহাজ্জুদের মর্যাদা অপরিসীম। ফরজ সালাতের পরে উত্তম সালাত হলো তাহাজ্জুদের সালাত। আল্লাহ তাআলা বলেন اَمَّنۡ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّیۡلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا یَّحۡذَرُ الۡاٰخِرَۃَ وَ یَرۡجُوۡا رَحۡمَۃَ رَبِّهٖ ؕ قُلۡ هَلۡ یَسۡتَوِی الَّذِیۡنَ یَعۡلَمُوۡنَ وَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ؕ اِنَّمَا یَتَذَکَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ
যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না) বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।
[সূরা জুমার ৯]

জান্নাতি মুমিন বান্দাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা রাত্রি শেষ অংশে জাগ্রত থেকে সালাত পড়ে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা তাদের বর্ণনা দিয়েছেন যে, کَانُوۡا قَلِیۡلًا مِّنَ الَّیۡلِ مَا یَهۡجَعُوۡنَ وَ بِالۡاَسۡحَارِ هُمۡ یَسۡتَغۡفِرُوۡنَ
রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাতো। আর তারা রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত।
[সূরা আয জারিয়াত ১৭-১৮]

قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا

আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, তুমি রাতের ক্বিয়াম ছেড়ে দিবে না। কারণ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো একে পরিত্যাগ করতেন না। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থ হলে কিংবা অলসতা বোধ করলে বসে সলাত আদায় করতেন। [আবু দাউদ : ১৩০৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তাহাজ্জুদের নামাযকে আকড়ে ধর, কেননা, তা তোমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের স্বভাব, তোমাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের মাধ্যম, পাপসমূহ মোচনকারী এবং গুনাহ থেকে বাঁধা দানকারী। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৬১৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ "

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রামাযান মাসের রোযার পর সর্বোৎকৃষ্ট রোযা হল আল্লাহ তা’আলার মাস মুহাররামের রোযা। ফরয নামাযের পর সর্বোৎকৃষ্ট নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।

[জামে' আত-তিরমিজি : ৪৩৮]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ তা’আলা রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর প্রতি রাতে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ আমিই রাজাধিরাজ। আমার নিকট প্রার্থনাকারী কে আছে, আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। আমার নিকট আবেদনকারী কে আছে, আমি তার আবেদন পূর্ণ করব। কবুল করব। আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী কে আছে, আমি তাকে ক্ষমা করব। সকাল আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা’আলা তার বান্দাদের এভাবে আহবান করতে থাকেন।

[তিরমিজি : ৪৪৬]

তাহাজ্জুদের সালাতের রাকাত সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই । তবে দুই দুই রাকাত করে চার রাকাত থেকে শুরু করে যত রাকাত ইচ্ছা আদায় করা যায়। উলামাদের পরামর্শ হলো অন্তত চার রাকাত আদায় করা। যত রাকাতই পড়া হোক তা নিয়মিত আদায়ের অভ্যাস করা। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাত চার রাকাত পড়তেন কখনো ছয় রাকাত পড়তেন আবার কখন আট রাকাত পড়তেন। কখনো আবার দশ রাকাতও পড়তেন। এর চেয়ে বেশি পড়া যাবে না এমন নয়। যেহেতু এটি নফল সালাত তাই যত বেশি পড়া যায় ততই সওয়াব।

## নির্দিষ্ট কাজের জন্য সালাত:

### ইস্তেখারার সালাত

ইস্তিখারার অর্থ কারো কাছে সঠিক বিষয় বেছে দেওয়ার প্রার্থনা করা। যে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা একাধিক বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বেছে নেওয়ার অবকাশ আছে সেখানে আল্লাহর সাথে পরামর্শ না করে কোনো কিছু বেছে নেওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুমিনের উচিত নয়। ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করা, অর্থাৎ তাঁর মহান দরবারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক চাওয়া মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব।
ইস্তেখারার সালাত দু রাকাত, যা কোন কাজ শুরু করার পূর্বে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়লে আদায় করা হয়। ইস্তেখারা বারবার করা যায়। যে বিষয়কে কেন্দ্র করে ইস্তেখারা করা হয় সে বিষয়ে কোনো স্বপ্ন দেখতে হবে তেমন কোন কথা নেই। বরং ইস্তেখারা কারীর উচিত হবে, যে বিষয়ে ইস্তেখারা করেছে এবং আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করেছে সে বিষয়ে করতে শুরু করা যদি না তা গুনাহর কাজ হয়। যদি কাজ সম্পন্ন হয় তবে এটাই তার জন্য খায়ের আর যদি বাধাগ্রস্ত হয় তবে এতেই তার কল্যাণ নিহিত।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সকল বিষয়ে 'ইস্তিখারা' করতে শিক্ষা দিতেন, যেমন গুরুত্বের সাথে তিনি আমাদেরকে কুরআন কারীমের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ব্যাপারে মনের মধ্যে চিন্তা করবে তখন (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে) ফরয নয় এরূপ, অর্থাৎ নফল দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে অতঃপর বলবেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (يسمي حاجته) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بهِ

## সালাতুত তাসবিহ

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আব্বাস ইবনু ‘আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে বললেনঃ হে ‘আব্বাস! হে আমার চাচা ! আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে উপহার দিবো না? আমি কি আপনার দশটি মহৎ কাজ করে দিবো না? আপনি যখন সে কাজগুলো বাস্তবায়ন করবেন, তখন আল্লাহ আপনার প্রথম ও শেষ, অতীত ও বর্তমান, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড় এবং প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। ঐ দশটি মহৎ কাজ হচ্ছেঃ আপনি চার রাক’আতের ক্বিরাআত হতে অবসর হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন, “সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার” পনের বার, অতঃপর রুকূ’ করুন এবং রুকূ’ অবস্থায় তা পাঠ করুন দশবার, আবার রুকূ’ হতে মাথা উঠিয়ে তা পাঠ করুন দশবার, অতঃপর সাজদাহ্য় যান এবং সাজদাহ্ অবস্থায় তা পাঠ করুন দশবার, অতঃপর সাজদাহ্ হতে মাথা উঠিয়ে তা পাঠ করুন দশবার। আবার সাজদাহ্ করুন, সেখানে তা পাঠ করুন দশবার। অতঃপর সাজদাহ্ হতে মাথা তুলে তা পাঠ করুন দশবার, এ নিয়মে প্রত্যেক রাক’আতে তাসবীহর সংখ্যা হবে পঁচাত্তুর বার এবং তা করতে থাকুন পূর্ণ চার রাক’আতে। (এতে পুরো সলাতে তাসবীহর সংখ্যা হবে তিন শত বার)। আপনার পক্ষে সম্ভব হলে উক্ত সলাত দৈনিক একবার আদায় করুন। অন্যথায় সপ্তাহে একবার, তাও সম্ভব না হলে মাসে একবার, এটাও সম্ভব না হলে বছরে একবার, যদি তাও না হয় তবে সারা জীবনে অন্তত একবার আদায় করুন।
[আবু দাউদ ১২৯৭]

## সালাতুল হাজত

যখন কোন মানুষের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তার জন্য সালাতুল হাজত পড়া মুস্তাহাব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাযি:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির আল্লাহর নিকট কোন কিছুর প্রয়োজন হবে বা কোন মানুষ সম্পর্কিত কোন প্রয়োজন দেখা দিবে, সে যেন উত্তর রূপে ওযু করে অতঃপর দু'রাকাত সালাত পড়ে। সালাতের পর আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা এবং নবী (স:) এর উপর দরুদ পাঠ পূর্বক নিম্নোক্ত দু'আকে যেন সে পড়ে নেয়।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

[তিরমিজি ৪৭৯]

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক সেভাবে প্রতিটি কাজে আমাদেরকে ইস্তিখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরয ছাড়া দুই রাক'আত নামায আদায় করে নেয়, অতঃপর বলেঃ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) অথবা রাবী বলেন, (এ কাজটির স্থলে) প্রার্থনাকারী যেন নিজের উদ্দিস্ট কাজের নাম করে।

[তিরমিজি : ৪৮০]

## আজানের ফজিলত:

আরবী أَذِنَ (ডাকা, আহবান) শব্দ থেকে আরবী أَذَان (আযান) শব্দের বুৎপত্তি যার অর্থ: ঘোষণা, ধ্বনি (Announcement) । এই শব্দের আরেকটি বুৎপত্তিগত অর্থ হল 'আজুন।(أُذُن), যার অর্থ হল "শোনা"। কুরআনে মোট পাঁচ স্থানে আজুন শব্দটি এসেছে। ইসলামী পারিভাষিক অর্থে: শরী'আত নির্ধারিত আরবী বাক্য সমূহের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে (সময়ে) মুয়াজ্জিন সাহেব কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে আশপাশের মুসল্লিদেরকে ফরয সালাত বা নামায জামায়াতের সাথে আদায়ে মসজিদে আসার জন্য আহবান করা-কে 'আযান' বলা হয়।

## আযানে রয়েছে বিস্ময়কর গণিত!

১.আযান এর প্রথম শব্দ আল্লাহ এবং শেষও আল্লাহ শব্দ দিয়ে। সুতরাং আল্লাহ ই শুরু,এবং আল্লাহ ই শেষ।

২.আযান এ সর্বমোট শব্দ ৫০ টি
এবং মিরাজ এর দিনে,আল্লাহ হজরত মুহাম্মদ (সা)-কে ৫০ ওয়াক্ত ফরজ সালাত দিয়েছিলেন।
৩.আযান শব্দটি পবিত্র কুরআন এ বলা আছে ৫ বার এবং আমরা দৈনিক ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি।

৪.আযান এ মোট ১২টি লাইন আছে।
এবং আমাদের উপর ১২ মাস নামায আদায় করা ফরজ।

৫.আযান এর মধ্যে সর্বমোট ১৭টি ভিন্ন অক্ষর রয়েছে।
আর আমাদের প্রতিদিন এর ফরজ সালাত হলো ১৭ রাকাত।

৬.আযান এর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাবহৃত শব্দ হচ্ছে আল্লাহ।
আল্লাহ্ শব্দের আলিফ অক্ষরটি সম্পূর্ণ আযান এ রয়েছে ৪৭ বার, লাম অক্ষরটি ৪৫, হা অক্ষরটি ২০ বার।

সুতরাং, ৪৭+৪৫+২০=১১২
আর,পবিত্র কুরআন এর ১১২ নং সূরা তে আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়েছেন।
( সূত্রঃ Internet: QORA )

## আজানের গুণাবলী

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ أُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَأَبُو الْيَقْظَانِ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ قَيْسٍ وَيُقَالُ ابْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ أَشْهَرُ .

নবী (ﷺ) বলেছেন:
তিন ধরনের মানুষ কিয়ামতের দিন সাদা কস্তুরীর পাহাড়ের ওপরে থাকবে। তাদের কোনো হিসাব নেওয়া হবে না এবং তাদের কোনো ভয় থাকবে না। তারা হলো:
১. যে ক্রীতদাস আল্লাহ্ তা'আলার হাকও আদায় করে এবং মনিবের হাকও আদায় করে,
২. যে ইমামের উপর তার মুসল্লিগণ সন্তুষ্ট এবং তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা করেন।
৩. যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে পাঁচবার নামাযের জন্য আহ্বান জানায়।
[জামে' আত-তিরমিজি : ১৯৮৬]
নবী (ﷺ) আরও বলেছেন:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا نُودِيَ بالصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ للصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا واذكر كَذَا - لِمَا لَمْ يَذْكُر مِنْ قَبْلُ - حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.«

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণিত, "যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পিঠ দেখিয়ে পালায় আর তার পশ্চাদ-বায়ূ সশব্দে নির্গত হতে থাকে; যাতে আযান শুনতে না পায়। আযান শেষ হয়ে গেলে সে আবার ফিরে আসে। অতঃপর সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া হলে সে পিঠ দেখিয়ে পালায়। ইকামত শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। এমন কি সে সালাতরত ব্যক্তির মনে ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টি করে

এবং বলতে থাকে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো, যা তার স্মরণে ছিলো না। এক সময় সে এমন হয় যে, কত রাকাত সালাত আদায় করেছে স্মরণ করতে পারে না।
[সহীহ] - [মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]
আরও উল্লেখ রয়েছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দু'আ বলবে, হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের তুমিই রব! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তুমি উসীলা তথা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদা দান করো এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো। তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।
[সহীহ বুখারী ৬১৪]

## ফরজ নামাজের ফজিলত

কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে:

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا

নির্দিষ্ট সময়ে নামায কায়িম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা নিসা, ৪:১০৩)। এখানে নির্ধারিত সময় বলে, সালাতের জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যেক সালাতের জন্য নির্ধারিত ওয়াক্তসমূহকে বোঝানো হয়েছে। এখানে সে ওয়াক্তসমূহ বলে দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে অন্য আয়াতে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের সালাত নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়।" [সূরা আল-ইসরা: ৭৮] পাশাপাশি হাদীসে সালাতের ওয়াক্তের বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সালাতের প্রথম ও শেষ সময় রয়েছে। যোহরের সালাতের প্রথম সময় হচ্ছে যখন সূর্য হেলে যাবে। আর শেষ সময় হচ্ছে, আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করা পর্যন্ত। অনুরূপভাবে আসরের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন এর ওয়াক্ত হবে। আর তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত। তদ্রুপ মাগরিবের প্রথম সময় হচ্ছে যখন সূর্য ডুবে যায়। তার শেষ সময় হচ্ছে, যখন দিগন্ত রেখা চলে যায়। আর এশার প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন দিগন্ত রেখা চলে যায়। আর

শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে, মধ্য রাত পর্যন্ত। ফজরের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন সুবহে সাদিক উদিত হয়। আর শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন সূর্য উদিত হয়। [তিরমিযী ১৫১] এখানে মুসলমানদের নামাজের প্রতি যত্নশীল হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে নিয়মিত ফরজ নামাজ আদায় একজন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের পথ দেখায়।

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هل يُبْقى مِنْ دَرَنِه شَىْءٌ قَالُوا لَا يُبْقى مِنْ دَرَنِه شَيْئٌ قَالَ فَذلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে ) বললেন, আচ্ছা বল তো, তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার কাছে যদি একটি নদী থাকে, যাতে সে নদীতে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, না কোন ময়লা থাকতে পারে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এ দৃষ্টান্ত হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারীর গুনাসমূহ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন ।

[মিশকাতুল মাসাবিহ : ৫৬৫]

নামাজ ঈমান ও কুফরের মধ্যে একটি পার্থক্যকারী বিষয়। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمِ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হলো সালাত। যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।“

[সুনানে আন-নাসায়ী : ৪৬৩]

তিনি বলেছেন: "নামাজ ঈমানের স্তম্ভ; যে এটি প্রতিষ্ঠা করবে, সে তার ঈমানকে মজবুত করবে।"

[তিরমিযী ২৬১৬]

প্রখ্যাত তাবেঈ শাকীক ইবন আব্দুল্লাহ আল-উকাইলী বলেন, “সাহাবায়ে কিরাম সালাত ব্যতীত অন্য কোনো আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী মনে করতেন না।”

[সুনান তিরমিযী]

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, 'এক সাহাবি মসজিদে এসে নামাজ আদায় করলেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মসজিদের এক কোনায় অবস্থান করছিলেন। সাহাবি এসে তাঁকে সালাম দিলেন। নবীজি (স.) তাকে বললেন, যাও তুমি আবার নামাজ আদায় করো। কেননা তুমি (যথাযথভাবে) নামাজ আদায় করোনি। সাহাবি ফিরে গেলেন এবং নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর নবীজি (স.)-কে সালাম করলেন। তিনি বললেন, তোমার প্রতিও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং নামাজ আদায় করো। কেননা তুমি (যথাযথভাবে) নামাজ আদায় করোনি। তৃতীয়বার সাহাবি বললেন, আমাকে অবগত করুন। তখন নবীজি (স.) বললেন, যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তার আগে ভালোভাবে অজু করবে। অতঃপর কেবলার দিকে ফিরবে এবং তাকবির দেবে। কোরআনের যতটুকু তোমার কাছে সহজ মনে হয় তা পাঠ করবে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে এবং রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে সেজদা করবে এবং সেজদা থেকে ধীরস্থিরভাবে সোজা হয়ে বসবে। আবার ধীরস্থিরভাবে সেজদা করবে এবং সেজদা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর পুরো নামাজ এভাবে আদায় করবে।'

[বুখারি: ৬৬৬৭]

নামাজ কীভাবে সুন্দর হয়, তারই এক চমৎকার উপস্থাপনা করা হয়েছে এই হাদিসে। অনেক মুসল্লি রুকু-সেজদায় ধীরস্থিরতার ব্যাপারে অবহেলা করে থাকেন। ফলে নবীজির নির্দেশনা অনুযায়ী তার নামাজ হয় না। যারা রুকু-সেজদা যথাযথভাবে আদায় করে না, তাদের চোর আখ্যা দিয়েছেন নবীজি (স.)। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চোর ওই ব্যক্তি যে তার নামাজ চুরি করে। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সে কীভাবে নামাজ চুরি করে? তিনি বলেন, সে নামাজে রুকু ও সিজদা পূর্ণ করে না।'

[মুসনাদে আহমদ: ২২৬৯৫]

নামাজের ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কেননা নবীজি (স.) একদিকে নামাজের বিধানগুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন, অন্যদিকে ধীরস্থিরতা অবলম্বন না করলে নামাজ শুদ্ধ হবে না বলে জানিয়েছেন। নবীজির ইরশাদ- 'কোনো ব্যক্তি যে পর্যন্ত না রুকু-সেজদায় তার পৃষ্ঠদেশ সোজা করবে, সে পর্যন্ত তার সালাত যথার্থ হবে না।'

[আবু দাউদ: ৮৫৫]

## জামাতের ফজিলত:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ"জামাতে নামাজ পড়া একা নামাজ পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি ফজিলতপূর্ণ।"

[সহিহ বুখারী : ৬৪৫]

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, অতঃপর সালাত কায়েমের আদেশ দেই, অতঃপর সালাতের আযান দেয়া হোক, অতঃপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামত করার নির্দেশ দেই। অতঃপর আমি লোকদের নিকট যাই এবং তাদের (যারা সালাতে শামিল হয়নি) ঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি গোশ্‌তহীন মোটা হাড় বা ছাগলের ভালো দু’টি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে ‘ইশা সালাতের জামা’আতেও হাযির হতো।

[সহিহ বুখারী : ৬৪৪]

হযরত উসমান (রা) বলেছেন: "যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত জেগে নামাজ পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে পড়ল, সে যেন পুরো রাত জেগে নামাজ পড়ল।“

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِد فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَان فَإِن الله تَعَالَى يَقُولُ (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر وَأَقَام الصَّلَاة وَآتى الزَّكَاة(

আবূ সা’ঈদ আল্‌ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কাউকে তোমরা যখন নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করতে দেখবে তখন তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দিবে। কারণ আল্লাহ তা’আলা বলেছেনঃ ’’আল্লাহর ঘর মাসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর ওপর ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছে । (সূরাঃ তাওবা - ১৮)

[জামে' আত-তিরমিজি : ২৬১৭]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা'আতে নামায আদায় করতে পারলে তাকে দুটি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়ঃ জাহান্নাম হতে নাজাত এবং মুনাফিকী হতে মুক্তি।

[সুনানে তিরমিজি :২৪১]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উদূ করার পর কেবল সালাত পড়ার উদ্দেশেই মসজিদে আসে, আল্লাহ তার প্রতি কদমের বিনিময়ে তার একটি ধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেন যাবত না সে মসজিদে প্রবেশ করে। মসজিদে প্রবেশ করার পর সে যতক্ষণ সালাতের জন্য সেখানে অবস্থান করে, ততক্ষণ সালাতরত হিসাবেই গণ্য হয়।

[সুনানে ইবনে মাজাহ : ৭৭৪]

আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ যে ব্যক্তি আগামীতে (কিয়ামাতে) মুসলিম হিসেবে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হয়, যেখানে তার জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা এটাই হল হেদায়াতের উত্তম পন্থা। আর আল্লাহ তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য হেদায়াতের পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমার জীবনের শপথ! তোমাদের সকলে যদি নিজ নিজ বাড়িতে সালাত পড়ো, তবে তোমরা অবশ্যই তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে। আর তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে। অবশ্যই আমরা প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যাতীত অপর কাউকে সালাতের জামাআত ত্যাগ করতে দেখতাম না। আমি এমন ব্যাক্তিকেও দেখেছি, যিনি দু'ব্যাক্তির কাঁধে ভর করে জামাআতের কাতারে শারীক হতেন। যে ব্যাক্তি উত্তমরূপে ওযু করে মসজিদে উপস্থিত হয়ে সালাত পড়ে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তার এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেন।

[সুনানে ইবনে মাজাহ : ৭৭৭]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামাআতে সালাত তার ঘরে বা বাজারে পড়া সালাত অপেক্ষা বিশ গুণের অধিক মর্যাদাপূর্ণ।
তিনি আরো বলেন, জামাআতের ফজিলত তোমাদের কারো একাকী সালাত পড়ার তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি।
[সুনানে ইবনে মাজাহ : ৭৮৬,৭৮৭]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ
ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনল এবং তার কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামাআতে উপস্থিত হলো না, তার সালাত নাই।
[সুনানে ইবনে মাজাহ : ৭৯৩]
নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তাঁর কাঠের মিম্বারের উপর থেকে বলেছেনঃ লোকেরা অবশ্যই যেন জামাআত ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে সীলমোহর মেরে দিবেন, অতঃপর তারা বিস্মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।
[সুনানে ইবনে মাজাহ : ৭৯৪]
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ " . قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ " لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ مَغْرَاءٍ أَبُو إِسْحَاقَ
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনা সত্ত্বেও কোনরূপ ওজর ছাড়া (বিনা কারণে) জামা’আতে সলাত আদায়ে বিরত থাকে তার অন্যত্র (একাকী) সলাত ক্ববুল হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ওজর কী? নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ভয়-ভীতি অথবা অসুস্থতা।
[আবু দাউদ : ৫৫১]

# কিয়ামের ফজিলত

কিয়াম অর্থ দাঁড়ানো, যা সালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সালাতে কিয়াম অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা হয় এবং এটি সালাতের ফরজ অংশ।কিয়াম অবস্থায় মুমিন আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশ করে। এটি আল্লাহর কাছে দাসত্ব ও ইবাদতের প্রতীক।কিয়াম সালাতের ফরজ অংশগুলোর একটি। কোনো বৈধ অজুহাত ছাড়া কিয়াম বাদ দেওয়া হলে সালাত সহীহ হয় না।কিয়ামের মাধ্যমে মুসলিম তার মন ও দেহকে আল্লাহর স্মরণে সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন করতে পারে, যা প্রশান্তি এনে দেয়।

তাই, কিয়াম শুধু সালাতের অংশ নয়, বরং এটি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করার একটি মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা বলেন: تَتَجَافٰى جُنُوۡبُهُمۡ عَنِ الۡمَضَاجِعِ يَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ خَوۡفًا وَّ طَمَعًا

“তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রবকে ডাকে আশায় ও আশংকায়”

[সূরা আস-সাজদা ১৬]

এ আয়াতে মুমিনদের কিয়ামের প্রশংসা করা হয়েছে। এটি তাদের তাকওয়া এবং আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: اِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ اَنَّكَ تَقُوۡمُ اَدۡنٰى مِنۡ ثُلُثَيِ الَّيۡلِ وَ نِصۡفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيۡنَ مَعَكَ ؕ وَ اللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيۡلَ وَ النَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنۡ سَيَكُوۡنُ مِنۡكُمۡ مَّرۡضٰى ۙ وَ اٰخَرُوۡنَ يَضۡرِبُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ يَبۡتَغُوۡنَ مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ ۙ وَ اٰخَرُوۡنَ يُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۖۚ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُ ۙ وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقۡرِضُوا اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِكُمۡ مِّنۡ خَيۡرٍ تَجِدُوۡهُ عِنۡدَ اللّٰهِ هُوَ خَيۡرًا وَّ اَعۡظَمَ اَجۡرًا ؕ وَ اسۡتَغۡفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, অথবা অর্ধরাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একটি দলও। আর আল্লাহ রাত ও দিন নিরূপণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে

প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[সূরা মুজাম্মিল ২০]

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِرَمَضَانَ " مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে রমযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীর সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

[সহিহ বুখারী : ২০০৮]

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

হে লোক সকল! সালামের প্রচার কর, খাবার দাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমায় তখন সালাত (কিয়াম) আদায় করো। এতে তুমি শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[সহীহ ইবন মাজাহ]

কিয়াম বা নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার আরো কিছু ফজিলত:

১. বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাথার ওপর সওয়াবের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে।

২. যখন বান্দা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন আসমানের সব দরজা তার জন্য খুলে দেওয়া হয়। তার এবং আল্লাহর মাঝে যত রূহানী পর্দা আছে সব সরিয়ে ফেলা হয়।

৩. নামাযের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালে মৃত্যু যন্ত্রণা এবং কঠোরতা দূরিভূত হয়ে যায়।

৪. নামাযের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সহজে পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার বড় একটা উপায়।

## কিরাআতের ফজিলত:

কিরাআত অর্থ হলো কুরআন তিলাওয়াত করা। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া নামাজ আদায় সম্ভব নয়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ" لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ " কুরআন পাঠ ছাড়া সলাত ই হয় না।

[মুসলিম : ৭৬৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ " . قُلْنَا نَعَمْ . قَالَ " فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ "

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কেউ কি চাও যে, যখন বাড়ী ফিরবে তখন বাড়িতে গিয়ে তিনটি বড় বড় মোটাতাজা গর্ভবতী উটনী দেখতে পাবে? আমরা বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তোমরা কেউ সলাতে তিনটি আয়াত পড়লে তা তার জন্য তিনটি মোটাতাজা গর্ভবতী উটনীর চেয়ে উত্তম।

[সহিহ মুসলিম : ১৭৫৭]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ "

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলার কিতাবের একটি হরফ যে ব্যক্তি পাঠ করবে তার জন্য এর সাওয়াব আছে। আর সাওয়াব হয় তার দশ গুণ হিসেবে। আমি বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।

[তিরমিজি : ২৯১০]

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আত্মা প্রশান্ত হয় এবং আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন: اِنَّ الَّذِیۡنَ یَتۡلُوۡنَ کِتٰبَ اللّٰہِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَ اَنۡفَقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰہُمۡ سِرًّا وَّ عَلَانِیَۃً یَّرۡجُوۡنَ تِجَارَۃً لَّنۡ تَبُوۡرَ

"নিশ্চয়ই যারা কুরআন পাঠ করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর পথে দান করে, তারা এমন একটি ব্যবসা আশা করে যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

(সূরা ফাতির: ২৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"কুরআন তিলাওয়াত করো। কারণ, তা তোমার জন্য আলোক হিসেবে কাজ করবে এবং গুনাহ মোচন করবে।"
(সহিহ বুখারি)
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন:
"আল্লাহ এই কুরআনের মাধ্যমে অনেক জাতিকে মর্যাদা দান করেন এবং অনেককে অবনমিত করেন।"[মুসলিম]

হযরত আলী রা. বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের যে কোন একটি হরফ পড়ে বা শ্রবণ করে, সে দশটি সওয়াব পায়। তার দশটি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। জান্নাতে তার মর্যাদা দশ ধাপ এগিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি নামাযে বসাবস্থায় কুরআন পড়ে, প্রতিটি হরফের বদলে সে ৫০টি করে সওয়াব, ৫০টি করে গুনাহ মাফ এবং জান্নাতে ৫০ ধাপ করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন পড়ে, সে প্রতি হরফের পরিবর্তে একশ একশ করে সওয়াব লাভ করে, একশটি করে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এবং জান্নাতে তার মর্যাদা একশ ধাপ করে এগিয়ে যায়।

যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সূরা ফাতিহা শ্রবণ করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে শুরু থেকে জিহাদে শরীক হয়ে একেবারে শত্রু দেশ জয় করে এসেছে। তথা সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জিহাদ করার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহার শেষের দিকে এসে শরীক হয়। সে ঐ ব্যক্তির মত যে জিহাদের অংশ গ্রহণ করেনি কিন্তু বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের সময়ে এসে উপস্থিত হল। পার্থক্যটা নিচের ঘটনা থেকে স্পষ্ট আকারে ফুটে উঠবে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কে একটি বাহিনীর সাথে জিহাদে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাহিনীর সবাই জিহাদে চলে গেলেন, কিন্তু তিনি এই ভয়ে জিহাদে যাননি, যে হয়তো আমি শহীদ হয়ে যাব আর কখনো রাসূলের পিছনে জুমা পড়ার সুযোগ পাব না। অর্থাৎ শুধু রাসূলের পিছনে জুমার নামায পড়ার আশায় জিহাদে যাননি। জুমার পর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন জিহাদে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন- তিনি ধারণাটাকে দ্বিতীয়ববার ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, আমি এখনই যাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আব্দুল্লাহ! বাহিনীর অন্যান্য সদস্য এবং তোমার মাঝে পাঁচ শত বছরের পার্থক্য

হয়ে গেল। অর্থাৎ কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তোমার এবং তাদের মাঝে এত বড় পার্থক্য সৃষ্টি হল। (মিশকাত)

নামাজে যখন আমরা কেরাত করি, তখন তা আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সালাতে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করার সময় আত্মা প্রশান্তি পায়।

আল্লাহ বলেছেন:ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ
"নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণে (কেরাত ও জিকিরে) হৃদয় প্রশান্ত হয়।"
(সূরা রাদ: ২৮)
সালাতের সময় কেরাত সেই আত্মিক প্রশান্তি এনে দেয়।
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি সুন্দর ও সঠিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে, সে সম্মানিত ফিরিশতাদের সাথে থাকবে।"
(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)
সালাতে কেরাত যত খুশু ও খুজুর সাথে করা হবে, তত বেশি সওয়াব বৃদ্ধি পাবে।
নামাজে কেরাত পড়া কিয়ামতের দিনে সওয়াবের ভাণ্ডার হবে। কুরআন তিলাওয়াতকারীরা কুরআনের আলো দ্বারা পথপ্রদর্শন পাবেন। নামাজে কেরাত সঠিক উচ্চারণ (তাজবিদ) ও অর্থের প্রতি মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত। এতে সালাতের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। সালাতে সুরা ফাতিহা পড়া ফরজ এবং অন্যান্য সুরা বা আয়াত পড়া ওয়াজিব।
সালাতে কেরাত কেবল একটি কাজ নয়, বরং আল্লাহর সাথে সংলাপ এবং আত্মার উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রতিদিন সালাতে খুশু ও খুজুর সাথে কেরাত পড়া অভ্যাসে পরিণত করা উচিত।

## রুকুর ফজিলত

রুকু‘ নামাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি আল্লাহর প্রতি বিনম্রতা ও আত্মসমর্পণের প্রতীক। সালাত পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করতে রুকুর ফজিলত অনেক ।হাদিসে এসেছে,

একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে প্রবেশ করলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলো এবং এসে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সালাম করলো। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ তুমি ফিরে যাও এবং আবার সালাত আদায় করো, তুমি সালাত আদায় করোনি। লোকটি ফিরে গিয়ে আগের মতো সালাত আদায় করে এসে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পুনরায় সালাম দিলো। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সালামের জবাব দিয়ে বলেনঃ তুমি গিয়ে আবার সালাত আদায় করো, কারণ তুমি তো সালাত আদায় করোনি। এভাবে লোকটি তিনবার সালাত আদায় করলো। অতঃপর লোকটি বলল, ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চাইতে উত্তমরূপে সালাত আদায় করতে পারি না। কাজেই আমাকে সালাতের পদ্ধতি শিখিয়ে দিন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি সালাত দাঁড়ানোর সময় সর্বপ্রথম তাকবীরে তাহরীমা বলবে। তারপর তোমার সুবিধানুয়ায়ী কুরআনের আয়াত পাঠ করবে, অতঃপর শান্তি ও স্থিরতার সাথে রুকূ’ করবে, অতঃপর রুকূ’ হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে সাজদাহ্ করবে। এরপর প্রশান্তির সাথে বসবে। এভাবেই তোমার পুরো সালাত আদায় করবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষে তাকে বললেনঃ তুমি এভাবে সালাত আদায় করলে তোমার সালাত পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে।

[আবু দাউদ : ৮৫৬]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الأَمَانَةَ "

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে পাঁচটি কাজ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (১) যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু ও রুকু’ সাজদাহ্ সহকারে নির্ধারিত সময়ে সলাত আদায় করবে, (২) রমাযান মাসের সিয়াম পালন করবে,

(৩) পথ খরচের সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ করবে, (৪) সন্তুষ্ট চিত্তে যাকাত আদায় করবে, এবং (৫) আমানত আদায় করবে।

[আবু দাউদ]

রুকু‘ এমন একটি কাজ যা ফেরেশতাদের নিরন্তর ইবাদতের মতো। এটি আল্লাহর মহত্ত্বকে স্বীকার এবং নিজের বিনম্রতা প্রকাশ করে। জাহিলিয়ার যুগে তাওহিদের অনুসারীরা (আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী) রুকু‘র মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ও ইবাদত প্রকাশ করতেন। এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসাবে চালু থাকে। নামাজের প্রতিটি রাকাতে রুকু‘ অপরিহার্য। এটি ছাড়া বা সঠিকভাবে না করলে সালাতের বৈধতা নষ্ট হয়। রুকু‘তে সাধারণত "সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম" (মহান আমার প্রতিপালক) পড়া হয়, যা আল্লাহর প্রতি প্রশংসা ও আত্মসমর্পণের প্রকাশ।রুকু‘তে মানুষের মাথা ও পিঠ একই স্তরে থাকে, যা বিনম্রতার একটি প্রতীক।  যদি কেউ রুকু‘ বা অন্যান্য অংশ যথাযথভাবে না করে, সেই সালাত অন্ধকারময় অবস্থায় আকাশে ওঠে এবং ফেরেশতারা তা গ্রহণ করেন না। এটি অবহেলার কারণে আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়।

কুরআনে রুকু‘র আদেশে বলা হয়েছে: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا ارۡكَعُوۡا وَ اسۡجُدُوۡا وَ اعۡبُدُوۡا رَبَّكُمۡ
“তোমরা রুকু কর এবং সিজদাহ কর ও তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর।” (সূরা হজ্ব: ৭৭)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ» ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: " «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» " أَوْ قَالَ: «لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর সেই ব্যক্তি যে সালাতে চুরি করে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে কীভাবে সালাতে চুরি করে? তিনি বললেন, সে রুকু-সাজদাহ পরিপূর্ণভাবে করে না’। [মুসনাদে আহমদ ৮৮৫]

রুকুর আরো কিছু  ফজিলত:

১. বান্দা যখন রুকু করে, তখন নিজের শরীরের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ সদকাহ করার সওয়াব পায়।

২. বান্দা যখন রুকুর তাসবীহ বলে, তখন সমস্ত আসমানী কিতাব তেলাওয়াত করার সওয়াব পায়।

৩. বান্দা যখন রুকু থেকে উঠে, তখন তাকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। (শরহে আরবায়িনা নববিয়্যাহ)

৪. যে ব্যক্তি রুকু‘ ও সিজদাহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি নির্ধারিত হয়।

## সেজদার ফজিলত:

সেজদা আল্লাহর অত্যন্ত পছন্দের ইবাদত। কারণ এর মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে। এ কারণেই নামাজের প্রতি রাকাতের চূড়ান্ত ধাপে সিজদার বিধান রাখা হয়েছে। সেজদা নামাজে যেমন আছে, তেমনি নামাজের বাইরেও সেজদা একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। সেজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেন। মহানবী (সা.) বলেন, ‘বান্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন সে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তখন বেশি বেশি দোয়া করতে থাকো।’ (মুসলিম: ৪৮২)
শুধু মানুষই নয়, সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টিই সেজদা দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَ لِلّٰهِ يَسۡجُدُ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ طَوۡعًا وَّ كَرۡهًا وَّ ظِلٰلُهُمۡ بِالۡغُدُوِّ وَ الۡاٰصَالِ
‘আর যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে, তা আল্লাহকে সেজদা করে এবং তাদের ছায়াসমূহও (সেজদা করে) ; সকালে ও সন্ধ্যায়—ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়।’
[সুরা রাদ: ১৫]
সেজদাকারীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে সবার চেয়ে বেশি।
তিনি বলেন, اَمَّنۡ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّیۡلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا یَّحۡذَرُ الۡاٰخِرَۃَ وَ یَرۡجُوۡا رَحۡمَۃَ رَبِّهٖ ؕ قُلۡ هَلۡ یَسۡتَوِی الَّذِیۡنَ یَعۡلَمُوۡنَ وَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ؕ اِنَّمَا یَتَذَكَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ
‘যে ব্যক্তি রাতে সেজদায় কিংবা দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে ও তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) ’

[সুরা যুমার: ৯]
আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘কেবল তারাই আমার নিদর্শনগুলো বিশ্বাস করে, যাদের তা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা কীর্তন করে এবং অহংকার করে না।’ (সুরা সাজদা: ১৫)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, “প্রত্যেক বান্দাই, যখন সে আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করে তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য একটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন, তার একটি গুনাহ

ক্ষালন করে দেন এবং তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন। অতএব তোমরা বেশী বেশী করে সিজদা কর।” (ইবনে মাজাহ্, সহীহ তারগীব ৩৭৯নং)

উম্মতে মুহাম্মাদীর মুখমণ্ডল সিজদাহ ও ওযুর ফলে কিয়ামতের দিন জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল হবে।আল্লাহ তাআলা যখন জাহান্নামবাসীদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা দয়া প্রদর্শনের ইচ্ছা করবেন, তখন ফিরিশ্তাদেরকে আদেশ করবেন যে, ‘যারা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করত তাদেরকে দোযখ থেকে বের কর।’ ফিরিশ্তাবর্গ সেই ইবাদতকারী ব্যক্তিবর্গকে বের করবেন। তাঁরা তাদের কপালে সিজদার চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন। কারণ, আল্লাহ দোযখের জন্য সিজদার চিহ্ন জ্বালানোকে হারাম করে দিয়েছেন। ফলে ঐ সকল লোককে দোযখ থেকে বের করা (ও নিষ্কৃতি দেওয়া) হবে। সুতরাং আদম-সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ দোযখ জ্বালিয়ে ফেলবে, কিন্তু সিজদার চিহ্নিত অঙ্গ খাবে না। (বুখারী ৮০৬, মুসলিম, সহীহ ১৮২নং)
আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন: "তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার চিহ্ন থাকবে" (সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯)। কেউ কেউ বলেন, এটা মাটির সংস্পর্শ থেকে সৃষ্টি হয় এবং এটি সবচেয়ে সঠিক। যখন আদম সন্তান সেজদার আয়াত পড়ে সেজদা করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে চলে যায়।

كَلَّا ۚ لَا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ এই আয়াতের অর্থ: "সেজদা করো এবং নিকটে হও" (সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১৯) সুতরাং, আল্লাহর কাছাকাছি আসার শ্রেষ্ঠ উপায় হল সেজদা। আল্লাহর কাছে বান্দার সবচেয়ে নিকট সময় হল, যখন সে সিজদা করে। সিজদা হলো দোয়া করার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। কারণ, সিজদায় থাকা অবস্থায় আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হওয়া যায়। এই একটি সময়ে পৃথিবীতে ফিসফিস করে যা বলা হয়, তা ঊর্ধ্বাকাশে পরিষ্কারভাবে শোনা যায়। কারণ, সিজদা করতে ঝুঁকে যাওয়ার সময় মানুষের রুহ রবের সান্নিধ্যে থাকে। জান্নাতেও রাসুল (সা.)-এর সান্নিধ্যে থাকার উত্তম উপায় হলো সিজদা। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "একজন বান্দা যখন সিজদা করে, তখন আল্লাহর কাছে তার সবচেয়ে নিকট হয়, তাই সিজদার সময় বেশি বেশি দোয়া করতে থাকো।“
সিজদা হলো মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সবচেয়ে উত্তম পন্থা। শেখ আবদুল হামিদ কিসক (রহ.) বলতেন, ‘হে আল্লাহ, দুনিয়ায় আমাকে ইমাম হিসেবে রেখো, ইমানের সঙ্গেই চলার

তৌফিক দাও এবং শেষ বিচারের দিনে আমাকে সিজদারত অবস্থায় উত্তোলিত করো। কারণ, রাসুল বলেছেন, তোমরা মৃত্যুর আগে শেষ যে কাজ করবে, সেই অবস্থাতেই তোমাদের উত্তোলিত করা হবে।‘

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন, ‘আগে যত জাতি এসেছিল এবং তার মধ্যে যাদের ইবাদত হিসেবে নামাজ দেওয়া হয়েছিল, তাদের সবার জন্যই সিজদা দেওয়ার বিধান ছিল।’ অর্থাৎ তাদের সঙ্গে আমাদের নামাজ পড়ার ধরনে ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু সিজদা দেওয়ার নিয়ম সব যুগের নামাজেই ছিল। কিয়ামতের দিন যখন সবাইকে উত্তোলিত করা হবে, তখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে সিজদা করতে বলা হবে। সেদিন কারা সিজদা করতে পারবে আর কারা পারবে না, তার মাধ্যমেই ইমানদার আর গাফেল প্রমাণিত হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ( ٤٢
)

خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ (٤٣(

‘সেই ভীষণ সংকটের দিন যেদিন ওদের সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, (সেদিন) কিন্তু ওরা তা করতে পারবে না, অপমানে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকবে, অথচ ওরা যখন নিরাপদ ছিল তখন তো ওদেরকে সিজদা করতে ডাকা হয়েছিল।’

(সুরা কালাম: ৪২-৪৩)

সিজদার আরো কিছু ফযীলত:

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তোমরা জান্নাতে আমার সাথে থাকতে চাও, তাহলে বেশি পরিমাণে সিজদা কর। (মুসলিম)

২. আল্লাহর কাছে বান্দার সবচেয়ে প্রিয় অবস্থা হলো, সে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে এবং তার চেহারা আল্লাহর সামনে মাটিতে পড়ে থাকবে।

৩. মানুষ যখন সিজদা করে, তখন শয়তান কেঁদে কেঁদে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং বলে আফসোস! মানুষের ওপর সিজদা করার হুকুম হল আর অমনি তারা সিজদা করে জান্নাত কিনে নিল। অথচ আমার ওপর যখন সিজদা করার হুকুম হয়েছিল, আমি তা অমান্য করে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেলাম।

৪. যখন নামাযী সিজদা করে, তখন সে সমস্ত জ্বীনজাতি এবং মানবজাতির সংখ্যার সমপরিমাণ সওয়াব পায়, আর যখন সিজদার তাসবীহ বলে, তখন একটা দাস মুক্ত করার সওয়াব পায়। (শরহে আরবায়িনা নববিয়্যাহ)

৫. মাদান বিন তালহা রা. বলেন, আমার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোলাম হযরত চাওবান রা. এর সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে এমন একটা আমলের কথা বলুন যেটা করলে আমি কোন কষ্ট ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেও কোন উত্তর দিলেন না। আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, এ সম্পর্কে আমি রাসূল সা. কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বেশি পরিমাণ সিজদা করতে থাক। কেননা প্রত্যেক সিজদার বিনিময়ে আল্লাহ একটি করে মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটি করে গুনাহ মাফ করে দেন। (মুসলিম শরীফ)

## খুশু'এর ফজিলত:

খুশুখুজু বা বিনয়-একাগ্রতা হচ্ছে নামাজের প্রাণ। নামাজের যাবতীয় ফজিলত, প্রভাব ও উপকারিতা এই খুশুখুজুর সঙ্গেই সম্পৃক্ত। খুশুখুজুর সঙ্গে নামাজ আদায় করলে নামাজ প্রাণবন্ত হয়। আর খুশুখুজুহীন নামাজ প্রাণহীন লাশের মতো। তাই নামাজে খুশুখুজু অবলম্বন করা একজন মুমিন বান্দার জন্য আবশ্যক।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ
" প্রকৃতই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, কাজেই আমার ইবাদাত কর, আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে নামায কায়িম কর।" [সূরা তা-হা: ১৪]
এবং আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَ اذۡکُرۡ رَّبَّکَ فِیۡ نَفۡسِکَ تَضَرُّعًا وَّ خِیۡفَۃً وَّ دُوۡنَ الۡجَہۡرِ مِنَ الۡقَوۡلِ بِالۡغُدُوِّ وَ الۡاٰصَالِ وَ لَا تَکُنۡ مِّنَ الۡغٰفِلِیۡنَ
“আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয় বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।“
[সূরা আল-আরাফ: ২০৫]

তিনি আরও বলেন: يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

"হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও।"

[সূরা আন-নিসা: ৪৩]

কেউ কেউ বলেছেন, "নেশাগ্রস্ত" অর্থাৎ দুনিয়ার অধিক চিন্তা, আবার কেউ বলেছেন, "নেশাগ্রস্ত" মানে দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা। হাবিব ইবনে ওয়াহ্হাব বলেন, "এটি প্রকাশ্য অর্থে উল্লেখিত হয়েছে, যাতে পৃথিবীর মত্ততা বুঝানো হয়, যেখানে আল্লাহ বলেছেন: 'তুমি জানো কী বলছো?'"

অনেক মানুষ নামাজ পড়ে, কিন্তু তিনি জানেন না তিনি কী বলছেন। নবী ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি দুই রাকআত নামাজ পড়ে এবং তার মধ্যে পৃথিবী নিয়ে চিন্তা করেনা, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী পাপগুলো মাফ করে দেন।"

নবী ﷺ বলেছেন: "যখন তুমি নামাজ পড়ো, মনে করো, এটি তোমার বিদায়ের মতো, যেন তুমি আল্লাহর প্রতি গমন করছো।"

আল্লাহ তায়ালা বলেন: يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ

" হে মানুষ! তোমাকে তোমার রব পর্যন্ত পৌঁছতে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে।"

[সূরা ইনশিকাক: ৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ

"আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জানো যে তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছো।"

[সূরা আল-বাকারা: ২২৩]

এবং বলেন: اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ

তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।

[সূরা আনকাবুত- ৪৫]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥

অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ,যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন

[সূরা মাউন ৪-৫]

নামাজ একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ, তাই এটি কীভাবে হতে পারে যখন মানুষের মনগড়া গাফিলতি থাকে? তুমি যদি চাও, তাহলে তোমার প্রভুর কাছে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করতে পারো এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারো।যদি বলা হয় কিভাবে? তবে তোমার অজু সম্পন্ন করো এবং মসজিদে প্রবেশ করো, তখন তুমি প্রভুর কাছে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করবে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলবে। যার নামাজ যত সুন্দর হবে, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তার তত মজবুত হবে।

ইব্রাহিম খালিল যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তাঁর হৃদয়ের আওয়াজ দুই মাইল দূর থেকেও শোনা যেত। সাঈদ তানুখী যখন নামাজ পড়তেন, তাঁর গালের অশ্রু তাঁর দাড়িতে পড়ত। আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নামাজের সময় আসত, তখন তাঁর দেহ দোলাতে থাকত এবং তাঁর মুখমণ্ডলে পরিবর্তন আসত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "হে আমীরুল মু'মিনীন, তোমার কী অবস্থা?" তিনি বললেন: "এটি হল সেই অঙ্গীকার, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার সামনে রেখে দিয়েছেন।"

একজন মানুষ যখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একাগ্রতা ধারণ করে অথচ তার অন্তর একাগ্রতা থেকে খালি থাকে, তখন সে নেফাকি খুশুর শিকারে পরিণত হয় অর্থাৎ অন্তরের একাগ্রতায় কপটতা চলে আসে। যা খুবই নিন্দনীয়। অন্তরের একাগ্রতায় যেন কপটতা চলে না আসে সে জন্য সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের উত্তরসূরিরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকতেন। হজরত হুজায়ফা (রা.) বলতেন, 'তোমরা নেফাকি খুশু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।' তার কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, নেফাকি খুশু কী? উত্তরে তিনি বললেন, 'এটি হচ্ছে নামাজে বাহির থেকে দেখতে তোমাকে খুব বিনয়ী ও মনোযোগী মনে হবে; কিন্তু তোমার অন্তরের অবস্থা থাকবে সম্পূর্ণ উল্টো।

হজরত আবু দারদা (রা.) থেকেও এমন একটি হাদিস বর্ণিত আছে, খুশুখুজুর ক্ষেত্রে নেফাক হলো এই যে, 'বাহ্যিকভাবে দেহ শান্ত ও নম্র থাকে এবং বোঝা যায় খুশুখুজু আছে। কিন্তু বাস্তবে তার অন্তরে খুশুখুজু নেই।' হজরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, 'অন্তরের খুশুখুজু

হলো আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করা এবং নামাজের সময় দৃষ্টিকে অবনত রাখা।' (দুররুল মানসুর ৬/৮৪)

প্রকৃত খুশু এবং নেফাকি খুশুর মধ্যে কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

## নেফাকি খুশু :

1. হৃদয় কামনা-বাসনা দ্বারা ভরপুর থাকে।
2. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয়ী হলেও হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা থাকে না মোটেও।
3. এ ধরনের খুশু রিয়া বা লোক দেখানো আমলের পর্যায়ভুক্ত। কারণ এই খুশু লোক দেখানোর জন্য, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়।

## প্রকৃত খুশু :

1. হৃদয়ে কোনো কামনা-বাসনা থাকে না।
2. আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে নিজের ভুল-ভ্রান্তির কারণে হৃদয় লজ্জিত হয়। সম্পূর্ণ সত্তা আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়।
3. লজ্জা ও ভালোবাসায় হৃদয় আল্লাহতে লীন হয়ে যায়। ফলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও অন্তরের খুশুর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, **দুটি জিনিস নামাজে খুশু সৃষ্টিতে সহায়তা করে।** এক. ফরজ পালনের প্রবল আগ্রহ। দুই. মনোযোগ নষ্টকারী বিষয়গুলো পরিহার করা।

ফরজ পালনের প্রবল আগ্রহ : এর উদ্দেশ্য হলো, নামাজি ব্যক্তি নামাজে যা বলছে এবং করছে তাতে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করা। নামাজে কোরআন তেলাওয়াত, জিকির ও দোয়া করার সময় এর অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। আর নামাজরত অবস্থায় আমি আল্লাহর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছি যেন আমি আল্লাহকে দেখছি, এ কথা মনে রাখা।

জিবরাইল (আ.) হজরত রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ইহসান কাকে বলে? তিনি বলেছিলেন, 'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তবে (বিশ্বাস রাখবে) তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

[সহিহ বুখারি]

একজন বান্দা যত বেশি নামাজের মধুময় স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে, সে নামাজে ততই আসক্ত হবে। আর এটি ইমানের মজবুতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

মনোযোগ নষ্টকারী বিষয় পরিহার করা : এর মানে হলো, যা কিছু আমাদের মনোযোগ নষ্ট করে তা দূরে সরিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। আর নামাজে খুশু তথা একাগ্রতা বিনষ্টকারী বিষয় ও চিন্তাসমূহকে মন থেকে মুছে ফেলা। এ ব্যাপারে নামাজিদের মধ্যে ভিন্নতা আছে। কারণ একজন ব্যক্তির সন্দেহ, বাসনা, হৃদয়ের অবস্থা এবং অন্তর যা পছন্দ করে তার ওপর নির্ভরশীলতা, আর অন্তর যা অপছন্দ করে তা এড়ানোর প্রচেষ্টা, এসবের মাত্রা তার ভেতরে শয়তানের ওয়াসওয়াসার সঙ্গে সম্পর্কিত।

নামাজে খুশু এবং মনোযোগের গুরুত্ব:

খুশু (নম্রতা): প্রার্থনায় খুশু থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আল্লাহর সামনে সঠিকভাবে বিনীত এবং নম্র অবস্থানে থাকার একটি শর্ত।

মনোযোগ : নামাজের সময় মনোযোগী হওয়া এবং আল্লাহর সাথে একাগ্রতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআন থেকে আয়াত: اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ

"আর আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম করো" (طه: ১৪), যা প্রমাণ করে যে প্রার্থনা শুধু শারীরিক কসরত নয়, বরং একটি মানসিক এবং আত্মিক ব্যাপারও।

ঘাফলত (অবহেলা): যখন কেউ প্রার্থনার সময় মনোযোগ হারিয়ে ফেলে, এটি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে এবং প্রার্থনাকে অসুন্দর করে তোলে।

নামাজে খুশুখুজু অর্জনের উপায় :

1. উত্তমরূপে অজু সম্পন্ন করা।
2. আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে মানসিকভাবে অন্তরকে নামাজের দিকে মনোযোগী করা।
3. সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন,یٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ خُذُوۡا زِیۡنَتَکُمۡ عِنۡدَ کُلِّ مَسۡجِدٍ

'হে আদম সন্তান, প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করো।' (সুরা আরাফ ৩১)

4. নিরিবিলি পরিবেশে ইখলাস ও ইহসানের সঙ্গে নামাজ আদায় করা।

5. নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি পন্থা পরিহার করা।

6. সব নামাজ এমনভাবে মনোযোগের সঙ্গে পড়া উচিত, যেন এ নামাজই জীবনের শেষ নামাজ।

7. নামাজে এমনভাবে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে, যেন সামান্য মুহূর্তের জন্যও আল্লাহতায়ালার সত্তা হতে মন ছুটে, অন্যদিকে চলে না যায়।

8. নামাজির মনে বিনয় ও আল্লাহভীতি জাগ্রত রাখা।

9. তেলাওয়াতের দিকে গভীর মনোযোগী হওয়া।

10. নামাজে পঠিত কোরআনের আয়াত, তাসবিহ, দোয়া ও জিকিরসমূহের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করা।

11. স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কোরআন তেলাওয়াত করা। রাসুল (সা.) প্রতিটি সুরা ধীরস্থিরভাবে পড়তেন।

12. রুকু ও সেজদার তসবিহগুলো ধীরস্থিরভাবে পড়া।

13. নামাজের রুকনগুলো (রুকু, সিজদা, কিয়াম) শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে আদায় করা। নামাজে রাসুল (সা.) অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে রুকনগুলো আদায় করতেন, যাতে প্রত্যেকটি অঙ্গ তার যথাযথ স্থানে অবস্থান করে।

14. নামাজ আদায়ের সময়ে একেবারে প্রয়োজন ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া না করা।

15. নামাজের মধ্যে ডানে-বামে বা এদিক-ওদিক না তাকানো।

16. নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

17. নামাজিকে তার সামনে দিয়ে গমনকারীদের অসুবিধা থেকে বাঁচার জন্য সামনে কোনো বস্তু রাখা। এই বস্তুকে 'সুতরা' বলা হয়।

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন খালি স্থানে নামাজ পড়তে দাঁড়াবে, তখন সামনে সুতরা নিয়ে নেবে এবং সেটার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবে।' (আবু দাউদ)

18. ভাবতে হবে আল্লাহতায়ালা নামাজে আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

19. নামাজে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা।

রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘তুমি নামাজে মৃত্যুর কথা স্মরণ করো। কারণ মানুষ যখন তার নামাজে মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, তখন তার নামাজ অবশ্যই সুন্দর হবে। আর তুমি সেই ব্যক্তির মতো নামাজ পড়, যে মনে করে, এটাই তার জীবনের শেষ নামাজ।’

20. সকল গুনাহ থেকে তওবা করা এবং গুনাহ পরিহার করা।

21. হারাম খাদ্য এবং হারাম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহার করা।

22. আল্লাহর কাছে খুশুখুজুর জন্য সাহায্য চাওয়া।

আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি যখন ওযু করতেন তখন তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। তার পরিবার তাকে জিজ্ঞেস করত: "তোমার এ কী অবস্থা?" তিনি বলতেন: "তোমরা জানো না যে আমি কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি?"

হাতেম আল-আসম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাকে তার নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন: "যখন নামাজের সময় হয়, আমি পুরোপুরি ওযু করি এবং যে স্থানে নামাজ পড়তে চাই সেখানে যাই। তারপর স্থিরভাবে বসি যতক্ষণ না আমার শরীর প্রশান্ত হয়। তারপর কাবাকে আমার কপালের সামনে রেখে নামাজে দাঁড়াই, পুলসিরাত পায়ের নিচে, জান্নাতকে ডান পাশে, জাহান্নামকে বাম পাশে এবং মালাকুল মউত আমার পিছে কল্পনা করি এবং মনে করি এটি আমার শেষ নামাজ। তারপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাকবির বলি, সুন্দরভাবে কিরাত করি, বিনম্রভাবে রুকু করি এবং সম্পূর্ণ ভক্তির সঙ্গে সিজদা করি। তারপর ডান পা আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে রেখে বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে বসি। আমি তাৎপর্যের সঙ্গে নামাজ শেষ করি, কিন্তু জানি না আমার নামাজ গ্রহণ হয়েছে কি না।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন: "বিনম্র ভাব নিয়ে দুটি রাকাত নামাজ এক রাতের দীর্ঘ নামাজের চেয়ে উত্তম।"

# মসজিদের ফজিলত

আল্লাহ বলেছেন: اِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتَی الزَّکٰوۃَ وَ لَمۡ يَخۡشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤی اُولٰٓئِکَ اَنۡ يَّکُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُهۡتَدِيۡنَ

"আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা। আশা করা যায় যে, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।"(সূরা তওবা, আয়াত ১৮)

এবং হাদিসে বলা হয়েছে: سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا ـ قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ ـ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ "

"উবাইদুল্লাহ খাওলানী (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি 'উসমান ইব্‌নু 'আফফান (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মসজিদে নাবাবী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেনঃ তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করছ অথচ আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ "যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।"

[সহিহ বুখারী : ৪৫০]

نِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا "

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মসজিদ থেকে যার (বাসস্থান) যত বেশী দূরে, সে তত বেশী সাওয়াবের অধিকারী।

[আবু দাউদ : ৫৫৬]

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে দিন আল্লাহ্‌র (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তার মধ্যে একজন সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে, সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

[সহিহ বুখারী : ৬৬০]

নবী (সাঃ) আরও বলেছেন: "তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে বসার আগে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে।"

[সহিহ বুখারী : ৪৪৪]
আরও বলা হয়েছে: "মসজিদের প্রতিবেশী যদি মসজিদে এসে নামাজ না পড়ে তবে তার নামাজ নেই।" [হাকিম]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ "

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার সালাতের স্থানে থাকে তার উযূ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য মালাকগণ (ফেরেশতাগণ) এ বলে দু‘আ করেন যে, হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! আপনি তার উপর রহম করুন। আর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির সালাতই তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া হতে বিরত রাখে, সে সালাতে রত আছে বলে পরিগণিত হবে।
[ সহিহ বুখারী : ৬৫৯]

মসজিদে যখন একজন ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন তার উচিত পবিত্রতা রক্ষা করা, ওযু করা এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। তারপর, নামাজের স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে যাবে এবং কিবলার দিকে মুখ করবে। তারপর নামাজ শুরু করবে, আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাইবে।
শেষ সময়ে কিছু লোক মসজিদে আসবে এবং এমন সব কাজ করবে যা শুধুমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে। নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ»
“যতদিন লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব না করবে ততদিন কিয়ামত হবে না”
[আবু দাউদ : ৪৪৯]
যখনই এমন সময় আসবে যখন মসজিদে লোকেরা বসবে, আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদের প্রতি মনোযোগ দেবেন না।

নবী (সা.) আরও বলেছেন, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَىْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ"
কে কোন উদ্দেশ্যে মসজিদে এলে, সে ঐ উদ্দেশ্য অনুপাতেই (প্রতিদান) পাবে।

[সুনানে আবু দাউদ : ৪৭২]
যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করে, তার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং সে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে যায়। মুসলিমদের উচিত মসজিদে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা, পবিত্রতা রক্ষা করা এবং আল্লাহর জন্য খাঁটি মনোভাব নিয়ে নামাজে দাঁড়ানো।

## নামাজ অর্থ বুঝে পড়ার ফজিলত

নামাজ অর্থ বুঝে পড়া একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু আল্লাহর সামনে ইবাদত নয়, বরং আত্মার প্রশান্তি ও হৃদয়ের প্রশুদ্ধির মাধ্যম।

1. খুশু-খুজুর সঙ্গে নামাজ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

َدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَـٰشِعُونَ ٢

"নিশ্চয়ই মুমিনরা সফলকাম, যারা তাদের সালাতে বিনম্র।"
[সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ১-২]
নামাজে খুশু তখনই আসে, যখন আমরা নামাজের আয়াত ও দোয়ার অর্থ বুঝি।

2. আত্মার প্রশান্তি

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"অবশ্যই আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"
[সূরা রাদ, আয়াত: ২৮]
নামাজে কুরআনের আয়াতের অর্থ বোঝা হলে, তা হৃদয়ে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে এবং আল্লাহর স্মরণে শান্তি আসে।

3. কুরআনের নির্দেশ পালন

আল্লাহ বলেন: اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ
"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না?"
(সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪)

নামাজের সময় কুরআনের আয়াতের অর্থ বুঝে পড়লে আমরা আল্লাহর নির্দেশের গভীর অর্থ উপলব্ধি করতে পারি।

4. আলেমদের মতো ইবাদত

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
نَوْمٌ عَلَى عِلْمٍ خَيْر مِن صَلاة عَلَى جَهْل

"ইলম-সহ নিদ্রা যাওয়া মুর্খতা-সহ সালাত আদায় করা থেকে উত্তম।"
[হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪/৩৮৫]
যারা নামাজ অর্থসহ বোঝেন, তারা আল্লাহর ইবাদত গভীর চিন্তা ও বোঝার মাধ্যমে করেন।

5. গুনাহ থেকে বাঁচা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ
"তুমি যখন সালাতে দাঁড়াও, তখন এমন অবস্থায় দাঁড়াও যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো।"
[সহীহ বুখারি, হাদিস: ৫০]
নামাজে অর্থ বুঝে পড়লে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হয়, যা গুনাহ থেকে বিরত রাখে।

6. আল্লাহর নৈকট্য লাভ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:
وأقرب موضع حين يكون العبد ساجداً
"সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান হয়, যখন বান্দা সিজদায় থাকে।"
[সহীহ মুসলিম]
সিজদার দোয়াগুলোর অর্থ বোঝার মাধ্যমে আল্লাহর কাছাকাছি হওয়া আরও সহজ হয়।

7. আত্মার শুদ্ধি: অর্থ বোঝার মাধ্যমে নামাজে মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।
8. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি: আল্লাহর বাণীর অর্থ বুঝে তা পালন করার ইচ্ছা জাগে।

৭. জীবনে পরিবর্তন: নামাজে শোনা কুরআনের শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করা সহজ হয়।

নামাজ শুধু শারীরিক ইবাদত নয়, বরং এটি আত্মিক উন্নতি এবং আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। অর্থ বুঝে নামাজ পড়া একটি মুমিনের ইবাদতকে প্রাণবন্ত করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উত্তম পথ।

## নামাজের অর্থ

নামাজে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকবিরে তাহরিমার সময় দৃষ্টি সেজদার জায়গায় রাখতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায়ও দৃষ্টি সেজদার জায়গায় রাখতে হবে।এরপর রুকু অবস্থায় দৃষ্টি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে; পুনরায় দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সিজদার জায়গায়; সিজদা অবস্থায় দৃষ্টি নাকের আগায়; বসা অবস্থায় দৃষ্টি নাভিতে রাখতে হবে। সালাম দেওয়ার সময় দৃষ্টি কাঁধে নিবদ্ধ থাকবে। এভাবে নামাজ আদায় করলে মনোনিয়ন্ত্রণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। নামাজের প্রকৃত উদ্দেশ্যও সফল হবে।

الله أكبر অর্থ

নামাজে দাঁড়িয়েই প্রথমে আমরা বলি 'আল্লাহু আকবার'—অর্থ আল্লাহ মহান!

তাকবীরে তাহরীমার ফযীলত:

১. নামাযে আল্লাহু আকবার বলা পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল বস্তু থেকে উত্তম।

২. প্রত্যেক জিনিসের একটা মূল মর্ম থাকে, ঈমানের মূলমর্ম হচ্ছে নামায আর নামাযের মূলমর্ম হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা।

৩. যখন নামাযী আল্লাহু আকবার বলে, তখন আসমান-যমীনের সব কিছুই তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

৪. হাদীস শরীফে আছে, তাকবীরে তাহরীমা বা ইমামের সাথে সাথে তাকবীর বলা হাজারো উট সদকা করার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ তার সওয়াব এক হাজার উট আল্লাহর রাস্তায় সদকা করার চেয়ে বেশি হয়।

তারপর সানা পড়ি: سبحانك اللهمّ وبحمدك، وتبارك إسمك وتعالى

ولا إله غيرك ،جدك অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি পাক-পবিত্র, তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তোমার নাম বরকতময়, তোমার গৌরব অতি উচ্চ, তুমি ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নাই।'

তারপর আমরা শয়তানের প্রতারণা থেকে আশ্রয় চাই এবং বলি, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
অর্থ: বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আল্লাহর পবিত্র নাম দিয়ে তাঁর দয়া-করুণার গুণ দিয়ে নামাজ এগিয়ে নিয়ে যাই। বলি, بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ।
অর্থ: 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।'

এরপর আমরা **সুরা ফাতিহা** দিয়ে নামাজ শুরু করি।
সুরা ফাতিহায় আমরা যখন বলি, 'ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ (সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহর জন্যই)।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, حَمِدَنِي عَبْدِي (আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল)।
' অতঃপর আমরা যখন বলি– ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (তিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু)' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'أَثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي (আমার বান্দা আমার বিশেষ প্রশংসা করল)।'
এরপর যখন আমরা বলি, مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ (তিনি বিচারদিনের মালিক)।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'مَجَّدَنِي عَبْدِي (আমার বান্দা আমাকে সম্মানিত করল)।
এরপর আমরা যখন বলি, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (শুধু আপনারই ইবাদত করি আর শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই)।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي (এই ফয়সালাই হলো আমার ও আমার বান্দার মধ্যে—বান্দা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করবে, আমি তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করব)।'
আমরা যখন বলি, ,
ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ (আমাদের সঠিক পথ দেখান, তাদের পথ যাদের আপনি নিয়ামতদিয়েছেন; তাদের পথ নয় যারা পথভ্রষ্ট; আর না যারা অভিশপ্ত)।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ' فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (এর সবই আমার বান্দাহ'র জন্য আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চেয়েছে, তাকে তাই দেয়া হবে)।
[মুসলিম : ৭৬৪]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ "
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে লোক উম্মুল কুরআন (সূরাহ্ ফা-তিহাহ্) পাঠ করেনা তার সলাত ই হয় না।
[সহিহ মুসলিম : ৭৬১]

এরপর আমরা অন্য একটি সুরা মেলাই।

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ "
আবূ হুরাইরাহ্(রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কুরআন পাঠ ছাড়া সলাত ই হয় না।
[সহিহ মুসলিম : ৭৬৮]

সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম অর্থ

আমরা রুকুতে আল্লাহর প্রশংসা করি এবং ক্ষমা চাই। বলি: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ অর্থ: ‘আমার মহান রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি।’

সামি আল্লাহ হুলিমান হামিদা অর্থ

রুকু থেকে উঠে বলি, ‘سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ’
অর্থ: আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শোনেন, যে তঁার প্রশংসা করে।

আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ অর্থ

তারপরই আমরা আবার আল্লাহর প্রশংসা করে বলি, ‘رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
অর্থ: হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা কেবল তোমারই।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেনঃ ইমাম যখন “সামি‘আল্লা-হু লিমান হামিদাহ” বলে তোমরা তখন “আল্লা-হুম্মা রব্বানা-লাকাল হামদ” বল। কেননা যার এ কথা মালায়িকাদের (ফেরেশতাদের) কথার সাথে মিলে যাবে তার আগের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

[সহিহ মুসলিম : ৭৯৯]

সুবহানা রাব্বিয়াল আলা অর্থ

তারপর আমরা সিজদায় গিয়ে বলি: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

অর্থ: 'আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এভাবে নামাজ শেষে, মধ্য (দুই রাকাত, চার রাকাত ভিত্তিতে)

বৈঠক আর শেষ বৈঠকে তাশাহুদে, আল্লাহর প্রশংসা করি।'

তাশাহুদে যা পড়ি:

التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

তার অর্থ:'সকল তাজিম ও সম্মান আল্লাহর জন্য, সকল সালাত আল্লাহর জন্য এবং সকল ভালো কথা ও কর্মও আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের ওপরে এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল।'

তাশাহুদের গরুত্ব ও ফযীলত:

যখন নামাযী তাশাহুদ পড়ার জন্য বসে, তখন সে ধৈর্যধারণকারীদের সওয়াব পায়।

وَ اللهُ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهٖ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ اللهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِیۡمِ

তিনি যাকে যতটুকু চান সওয়াব দিতে পারেন। (সূরা বাকারা: ১০৫)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ " إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ "

'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন , আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে সলাত আদায় করার সময় (বৈঠকে) বলতাম, 'আল্লাহর উপর সালাম হোক, অমুকের উপর শান্তি

বর্ষিত হোক,একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বললেনঃ বস্তুত আল্লাহ নিজেই সালাম (শান্তিদাতা)। অতএব তোমাদের কেউ যখন সলাতে বসে সে যেন বলে, “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লা-হি ওয়াস্ সলাওয়া-তু ওয়াত্ তইয়্যিবা-তু আসসালা-মু ‘আলাইকা আইয়ুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়াবারাকাতুহু আসসালা-মু ‘আলাইনা – ওয়া’আলা-ইবা-দিল্লা-হিস স-লিহীন’ অর্থাৎ “ যাবতীয় মান-মর্যাদা , প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমাত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি নেমে আসুক।” যখন সে এ কথা গুলো বলে, তখন তা আল্লাহর প্রতিটি নেক বান্দাদের নিকট পৌঁছে যায়, সে আসমানে বা জমিনেই থাক। (অতঃপর বলবে) “আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহু ওয়ারসুলুহু” অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল।” অতঃপর সলাত আদায়কারী তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দু’আ পড়তে পারে।

[সহিহ মুসলিম : ৭৮৩]

দরুদে যা পড়ি

للّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

তার অর্থ:

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করুন, যেভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করুন, যেভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত।

قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

ইবনু আবূ লাইলা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, কা’ব ইবনু ‘উজরাহ (রাঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমি কি তোমাকে কিছু উপহার দিব না? রসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে আসলেন, আমরা বললাম আমরা আপনাকে কিভাবে সালাম করবো তা জানতে পেরেছি কিন্তু আপনার উপর কিভাবে দূরুদ পাঠ করব? তিনি বললেনঃ তোমরা বল, “ আল্ল-হুম্মা সল্লি ‘আলা-মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন কামা-সল্লাইতা ‘আলা- আ-লি ইবর-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ, আল্ল-হুম্মা বা-রিক ‘আলা-মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- বা-রকতা ‘আলা আ-লি ইবর-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।” অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর বংশধরদের উপর ঐরূপ রহমাত নাযিল কর যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (‘আঃ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর বংশধরদের উপর ঐরূপ বারাকাত নাযিল কর যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (‘আঃ) এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।”

[সহিহ মুসলিম : ৭৯৪]

দুরূদ শরীফের গরুত্ব ও ফযীলত:

দরূদ শরীফ মানে হচ্ছে আল্লাহর দরবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য এমন রহমতের দোয়া করা যা উভয় জাহানোর জন্য কল্যাণকর হয়।

১. উলামায়ে কেরাম লিখেন, জীবনে একবার দরূদ শরীফ পড়া ফরয। যে রকমভাবে পুরো জীবনে একবার নবুয়তের সাক্ষ্য প্রদান করা ফরয।

২. কাজী আবু বকর বলেন, আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দার ওপর রাসূলের ওপর দুরূদ পড়াকে ফরয করেছেন। তবে তার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করেননি।

পবিত্র কুরআনে বাণী- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর ওপর দরূদ এবং সালাম প্রেরণ কর।

(সূরা আহযাব:৫৬)

৩. ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, নামাযের শেষ বৈঠকে দুরুদ শরীফ পড়া ফরয।

৪. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, শেষ বৈঠকে দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নত। কোন মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম কয়েকবার উচ্চারিত হলে একবার দুরূদ পড়া ওয়াজিব। না পড়লে গুনাহগার হবে। তবে প্রতিবার দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব এবং অনেকে সওয়াব অর্জিত হয়।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দশবার রহম করবেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং দশধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। (নাসায়ী)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার ওপর সর্বাধিক দরূদ প্রেরণ করবে বা আমার প্রতি সর্বাধিক দুরূদ প্রেরণকারী ব্যক্তিই কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করবে। (তিরমিযী)

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ এমন কতিপয় ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যাদের কাজ হল তারা পৃথিবীতে বিচরণ করবে এবং আমার প্রতি উম্মতের পক্ষ থেকে দুরূদ-সালাম পাঠিয়ে দিবে। (নাসায়ী)

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, তার জন্য আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে পড়ে। (মুসনাদে আহমদ)

৯. হযরত উমর রা. বলেন, দোয়া আসমান এবং জমীনের মাঝখানে থেমে থাকে, একদম ওপরে ওঠে না। যতক্ষণ না তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দরূদ পাঠ কর। (তিরমিযী)

১০.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরুদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমাত নাযিল করেন।

[মুসলিম : ৭৯৮]

দোয়া মাসুরায় যা পড়ি

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

তার অর্থ

‘হে আল্লাহ! আমি আমার ওপর অত্যধিক জুলুম করেছি, গুনাহ করেছি এবং তুমি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা একমাত্র তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আমার প্রতি রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়ালু।’

দুই কাঁধে সালাম দিয়ে আমরা নামাজ শেষ করি।
সালাম ফিরানোর সময় প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলা হয়:
"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"।
তারপর বাম দিকে একইভাবে বলা হয়:
"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"।
সালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামাজ শেষ হয় এবং এর বিশেষ কিছু ফজিলত ও তাৎপর্য রয়েছে।

১. ফেরেশতাদের সালাম জানানোর সুযোগ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
"তোমাদের ডান ও বাম পাশে ফেরেশতারা থাকে, যারা তোমাদের জন্য দোয়া করে। সালাম ফিরানোর সময় তারা তোমাদের সালামের উত্তর দেন।"
সালাম ফিরিয়ে ডান ও বাম পাশে থাকা ফেরেশতাদের প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ করা হয়।

২. নামাজের পর দোয়া ও জিকিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়
সালাম ফিরানোর পর দোয়া কবুলের বিশেষ সময়। হাদিসে বলা হয়েছে:
"নামাজ শেষ করার পর বান্দার দোয়া আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়।"
সালাম ফিরিয়ে মুমিন আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য বিভিন্ন দোয়া ও জিকির করতে পারে।

নামাজের সালাম ফিরানো শুধু নামাজ শেষ করার একটি আনুষ্ঠানিক কাজ নয়; বরং এটি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চূড়ান্ত মুহূর্ত এবং মুমিনদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য প্রকাশ করার একটি মাধ্যম। সালাম ফিরানোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আত্মার প্রশান্তি লাভ হয়

## নামাজের উপকারিতা

### আত্মিক উপকারিতা:

1. আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ:

নামাজের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর আদেশ পালন করে, যা তাঁকে খুশি করার প্রধান মাধ্যম।

2. আত্মার প্রশান্তি ও মানসিক শান্তি লাভ:

নামাজ দুশ্চিন্তা ও মানসিক অশান্তি দূর করে মনকে স্থির রাখে।

3. পাপমুক্তির উপায়:

নিয়মিত নামাজ আদায় পাপের বোঝা হালকা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ থেকে বাঁচায়।

4. আল্লাহর নৈকট্য লাভ:

নামাজ মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যায় এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা বাড়ায়।

5. ইমান মজবুত হয়:

নিয়মিত নামাজ আদায় বিশ্বাসকে দৃঢ় করে এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা বাড়ায়।

6. অন্তরে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি:

নামাজ মানুষকে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা থেকে দূরে রাখে।

7. আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভ:

নিয়মিত ইবাদত আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং জীবনে বরকত নিয়ে আসে।

8. কিয়ামতের দিন হিসাব সহজ হয়:

নিয়মিত নামাজ আদায়কারীদের জন্য আখিরাতে সহজ হিসাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

9. জান্নাতের সুসংবাদ:

নামাজ জান্নাতের পথকে সহজ করে এবং আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

10. দুঃখ-কষ্ট দূর হয়:

নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার ফলে জীবনের বিপদ কাটে।

## শারীরিক উপকারিতা:

1. দেহের ব্যায়াম হয়:

নামাজের বিভিন্ন অবস্থান যেমন রুকু, সিজদা, কিয়াম, মেরুদণ্ড এবং পেশির জন্য ব্যায়ামের মতো কাজ করে।

2. শারীরিক গঠন উন্নত হয়:

নামাজের নিয়মিত অনুশীলন দেহকে মজবুত ও ফিট রাখে।

3. রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়:

সিজদার সময় মাথা নিচু করলে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বাড়ে।

4. মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়:

রুকু ও সিজদার মাধ্যমে মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বাড়ে।

5. হজমশক্তি উন্নত হয়:

নামাজের চলাফেরা পেটের পেশিকে উদ্দীপ্ত করে হজমে সহায়তা করে।

6. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয় থাকে:

নামাজের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি শরীরকে সক্রিয় রাখে।

7. মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ে:

নামাজের সময় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার ফলে ব্রেন সক্রিয় থাকে।

8. স্নায়ুতন্ত্রের উপর ইতিবাচক প্রভাব:

নামাজ মানসিক চাপ কমিয়ে স্নায়ুতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।

9. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে:

নিয়মিত নামাজের ফলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে, যা রোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

10. দেহে ক্লান্তি দূর হয়:

নামাজের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক ভারমুক্তি ঘটে।

## সামাজিক উপকারিতা:

1. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বৃদ্ধি পায়:

জামাতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হয়।

2. ভালোবাসা ও সহানুভূতি জন্মায়:

নামাজ মানুষকে নম্র হতে শেখায়, যা অন্যের প্রতি ভালোবাসা বাড়ায়।

3. সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়:

নামাজ নিয়মিত আদায়কারীরা নিজেদের ও সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজ করেন।

4. পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি:

একসঙ্গে জামাতে নামাজ পড়া পারস্পরিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে।

5. সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়:

নামাজের নির্দিষ্ট সময় মানুষের সময়জ্ঞান তৈরি করে।

6. অন্যায় ও পাপ থেকে দূরে রাখে:

নামাজ মানুষকে আল্লাহভীতি শেখায়, যা অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

7. দানশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতা বাড়ে:

নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির অন্তরে উদারতা এবং সঠিক কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

8. দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি:

নামাজ মানুষকে সময়মতো দায়িত্ব পালন করতে শেখায়।

9. পারিবারিক জীবনে সুখ:

নামাজ পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে।

10. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ:

নিয়মিত নামাজ আল্লাহর প্রিয় বান্দার মধ্যে স্থান দেয়।

নামাজ শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত নয়; এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নতি এবং সাফল্যের কারণ।

## সালাত (নামায):আল্লাহর পথে শ্রেষ্ঠ দাওয়া

দীন আল ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি ৫টি- যার শুরু ঈমান দিয়ে আর আমল শুরু সালাত বা নামায দিয়ে। হাশরের মাঠে সর্বপ্রথম যে আমলটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সেটি হচ্ছে সালাত বা নামায। দুনিয়াবী জীবন-জিন্দেগীতে যার নামায়ে আমলে নামায থাকবে, আখেরাতে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে অর্থাৎ তার কপালে জান্নাত জুটবে, যার অর্থ হচ্ছে পুলসিরাত বিজলীর মত পার হয়ে ৮ জান্নাতের যেকোন একটিতে দাখিল হওয়া আর জান্নাত মানেই "সালামান সালামা" অর্থাৎ "শান্তি আর শান্তি"।

সুতরাং, সর্বোত্তম দীনী দাওয়াত হচ্ছে ঈমানী দাওয়াত, যে ঈমান একজন কাট্টা অবিশ্বাসীকেও বিশ্বাসী করে নামাযী হওয়ার অধিকারী করে থাকে। প্রকৃত ঈমানদার প্রকৃতপক্ষে যদিও বেনামাযী হতে পারে না, তবুও বাস্তব সত্য যে, ঈমানদারদের মধ্যেই নামাযের গুরুত্ব না বুঝার কারণে হোক কিংবা গুরুত্ব বুঝার পরও "মন চায় না তাই নামায পড়া যায় না"-এ বলে অনেকে নামাযে আগ্রহী হন না অর্থাৎ নামায আদায় করা যে মুসলমান হিসাবে ফরযে আ'ঈন (অবশ্যই পালনীয়)-এই গুরুত্ব জানলেও নামায আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতির গুরুত্ব না বুঝার কারণে অনেকে নামাযের প্রতি যত্নবান হন না। তাই দাওয়াতুল ইসলামের মাধ্যমে নামায না পড়ায় আখেরাতে কি সমস্যা হতে পারে তা তুলে ধরা উত্তম দাওয়াত হতে পারে।

## নামাজ না পড়ার শাস্তি

নামাজ প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ (বাধ্যতামূলক)। নামাজ ছাড়া ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি অসম্ভব। নামাজ পাপাচার থেকে মুক্ত রাখে। স্বচ্ছ, সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন লাভ হয়।

আল্লাহ বলেন, إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ

'নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।'

(সুরা আনকাবুত ৪৫)

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে সময় মতো নামাজ আদায় করতেও বলেছেন।

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

'নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথেই ফরজ করা হয়েছে'।
(সুরা : আন-নিসা, আয়াত: ১০৩)

যারা নামাজের বিষয়ে উদাসীন তাদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
দুর্ভোগ ওই সমস্ত নামাজিদের জন্য, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন।
(সুরা মাউন ৪-৫)

নামাজ না পড়লে শুধু পরকালেই নয়, দুনিয়ার জীবনেও নেমে আসে অশান্তি, হতাশা, অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট। দুনিয়ার জীবনে বেনামাজির জন্য ৫টি শাস্তির কথা জানা যায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে।

১. আল্লাহতায়ালা নামাজ ত্যাগকারীকে দুনিয়ার জীবনে সব কাজের বরকত থেকে মাহরূম/বঞ্চিত করেন।
'রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন", الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
যে ব্যক্তির আসরের সালাত কাজা হয় তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল। (মুসলিম: ১৩০৪)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য হাদিসে বলেন, 'নামাজ হলো ঈমানদার ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। আবার যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিল তবে সে কুফরি করল'।
(তিরমিজি : ২৬২০)
২. নামাজ ত্যাগকারী ব্যক্তির চেহারায় কোনো নূর বা উজ্জ্বলতা থাকে না।

৩. যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করে, ওই ব্যক্তি দুনিয়ার অন্যান্য ভালো কাজের কোনো পুরস্কারও পাবে না।

৪. নামাজ ত্যাগকারী ব্যক্তির জন্য কোনো লোক দোয়া করলে, তা কাজে আসবে না।

৫. নামাজ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপেই আল্লাহতায়ালা সব সৃষ্টিজীবের কাছে ঘৃণিত। কোনো সৃষ্টিজীবই তাকে পছন্দ করবে না।

৬. ইসলামের শান্তি ও প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হবে।

হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যত্নের সঙ্গে আদায় করবেন, কেয়ামতের দিন এ নামাজ তার জন্য আলো হবে। তার ঈমান ও ইসলামের দলিল হবে এবং তার নাজাতের ওসিলা হবে। আর যে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত নামাজ আদায় করবে না, কেয়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে নামাজ তার জন্য আলো হবে না। দলিলও হবে না এবং সে আজাব থেকে রেহাইও পাবে না। (মুসনাদে আহমদ : ৬৫৭৬)

এত এত ভয়াবহতার পরও যদি আমরা নামাজ আদায় না করি, আমাদের মতো হতভাগা আর কেউ নয়। যে আল্লাহ আমাকে এত কিছু দিয়েছেন, তার জন্য আমরা দিনের ২৪ ঘণ্টা থেকে ৫ ওয়াক্ত নামাজের জন্য এক ঘণ্টা দিতে পারবো না? আল্লাহ আমাদেরকে যে পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়েছেন, শুধু এগুলোর শুকরিয়া আদায়ে সারা জীবন ইবাদত করলেও তো শুকরিয়া আদায় করা হবে না।

নামাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আরো কিছু ব্যক্তি:

## নিজের খেয়াল খুশিমতো নামায আদায়কারী

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অত:পর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।
[সূরা মারিয়াম ৫৯]
আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ সম্পূর্ণরূপে সালাত (নামায) পরিত্যাগ করা নয়, বরং তার অর্থ: একেবারে শেষ ওয়াক্তে সালাত (নামায) আদায় করা

ভাবনার বিষয় এই যে, যারা সালাত বা নামায নিয়মিত আদায় করে থাকেন কিন্তু ১. জামায়াতের সাথে নয় ২. ওয়াক্তের শুরুতে নয়, বরং ওয়াক্ত যায় যায় অবস্থায় অথবা দুই ওয়াক্তের নামাজ বিনা ওজরে একসাথে আদায় করে থাকেন-এরূপ নামাজ আদায়কারীদের ব্যাপারে যে কঠোর সতর্কবাণী পবিত্র কোরআন-হাদীসে রয়েছে আর যারা একেবারেই পড়ে না তাদের ব্যাপারে আরও কত ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে তা ভাবতেই গা শিহরে উঠে।

## গুরুতর ওজর ব্যতিত জামায়াতে শরীক না হওয়া

গুরুতর ওজর ব্যতিত জুমার নামায ও জামায়াতে শরীক না হওয়া মুনাফিকের আলামত ।

ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, জনৈক ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখে ও সারা রাত নফল নামায পড়ে। অথচ জুমা ও জামায়াতের সাথে নামাযে শরীক হয় না। তার বিষয় কী বলেন? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।
(জামে তিরমিযী)

নামায রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের জোর তাগিদ দিয়েছেন ।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, তার কোনো দ্বীন নেই।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামায সম্পর্কে আলোচনাকালে বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের হিফাজত করবে, তার জন্য কিয়ামতে আলো, প্রমাণ এবং মুক্তির উপায় স্বরূপ হবে। আর যে তার হিফাজত করবে না, তার জন্য আলো, প্রমাণ এবং মুক্তির স্বরূপ হবে না। বরং রোজ কিয়ামতে সে কারুন, ফেরআউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে (আহামাদ, দারেমী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯)।

## বিনা ওজরে মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায আদায়কারী

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, অতঃপর সালাত কায়েমের আদেশ দেই, অতঃপর সালাতের আযান দেয়া হোক, অতঃপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামত করার নির্দেশ দেই। অতঃপর আমি লোকদের নিকট যাই এবং তাদের (যারা সালাতে শামিল হয়নি) ঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি গোশ্‌তহীন মোটা হাড় বা ছাগলের ভালো দু'টি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে 'ইশা সালাতের জামা'আতেও হাযির হতো।

[সহিহ বুখারী : ৬৪৪]

ভাবনার বিষয় এই যে, যিনি সারা বিশ্বের রহমাতুল্লিল আলামীন  অর্থাৎ বিশ্ব জগতজুড়েই তিনি মহান আল্লাহর অশেষ রহমত (দয়ার সাগর)- যাঁর আচরণে কাট্টা কাফের পর্যন্ত শান্তি-স্বস্তি এবং নিরাপত্তা পেতেন। উম্মতের সামান্য দুঃখ-কষ্টও যাঁর ছিল অসহনীয়- কাল কেয়ামতের পর কঠিন হিসাব নিকাশ তথা হাশর দিবসে সকলে যখন ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি বলে হয়রান-পেরেশান হয়ে যাবেন, সেই মহাবিপদকালেও রউফুর রহিম-দয়াল নবী স্বীয় উম্মতের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে কেবল একটা দোয়াই করতে থাকবেন: (রব্বি হাবলি উম'আয় )আমার প্রতিপালক  আমার উম্মতকে রক্ষা করুন'- এমন দয়াল নবী রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত: যারা বিনা কারণে কেবলমাত্র মসজিদে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ে গাফেলতি (অলসতা) করে, তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এতে সুস্পষ্টভাবে নামাযের জামায়াতের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

## নামাজের দার্শনিক তত্ত্ব

এমন একটি কাজ যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল পর্যায়ে শুধু নিচুতা, হীনতা, তুচ্ছতা, হেয়তা, বিনতা, অসহায়ত্বতা, শক্তিহীনতা, চূড়ান্ত অমর্যাদা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না তার নামই হলো নামাজ।

## নামাজে ইবাদতের দিকসমূহ:

নামাজের মধ্যে দুটি দুনিয়াবী বস্তু রয়েছে একটি জবানের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি হলো হাইয়াত বা বাহ্যিক অবস্থা যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। জবানের মধ্যে সানা থেকে শুরু করে সুরা ফাতেহা পর্যন্ত অতঃপর অন্যান্য তাজবিহাতসহ আত্তাহিয়াতু ও তাশাহুদ পর্যন্ত, নিজ দাসত্ব গোলামী ও আত্মসর্গতা এবং আল্লাহ তাআলার বড়াই সমুন্নতি এবং তার সীমাহীন মাহাত্ম্য ছাড়া অন্য কিছুই বর্ণনা করা যায় না। বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে হাত বেঁধে দাঁড়ানোর রুকুতে ঝুঁকে পড়া অতঃপর নিজের সবচেয়ে সম্মানিত নাক ও কপালকে স্বীয় মাবুদের সামনে মাটিতে লুটিয়ে দেওয়া এবং তার নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন মর্যাদার সামনে কার্যকরী ভাবে নিজের চরম বিনতা স্বীকার করা গোলামী আর বান্দাগি নয়তো কি? নামাজের মধ্যে মানুষ প্রকাশ্যভাবে তার অত্যন্ত দামী এবং অতিশয় সম্মানিত অঙ্গসমূহকে চরমহীনতার সাথে মাটিতে রং রাতে থাকে এবং মনোমুখ দ্বারা নিজের দৃঢ়তা শ্রীকার করে নিজের দৃঢ় তাকে প্রকাশ করার জন্য এর চেয়ে কার্যকরী কোন মাধ্যম আর নেই। দীনতা প্রকাশের নাম ইবাদাত আর তা কেবল নামাজেই বিদ্যমান। সুতরাং প্রকৃত অর্থে কোন কিছুকে ইবাদত বলতে হলে নামাজকে বলতে হয় কেননা এর মধ্যে এমন একটি বস্তুও নাই যা সম্মান মর্যাদা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ অথবা কোন উপায়ে তাকে আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণরূপে আখ্যায়িত করা যায় । কেননা কারো সামনে নত হওয়া, আল্লাহর সনে পরিবর্তন, সর্বদিক দিয়েন নামাজের সকল ক্রিয়া কর্ম মুখাপেক্ষী তার পরিচয় । পক্ষান্তরে আল্লাহর সত্তায় নিরঙ্কুশ অমুখাপেক্ষিতা ছাড়া দীনতার লেশমাত্র নেই। মোটকথা নামাজই একমাত্র ইবাদত যার মধ্যে শুধু আল্লাহর প্রতি দীনতার প্রকাশ, আত্মবিলীনতা ও দাসত্বের ঘোষণা ছাড়া আল্লাহর গুণাবলীর সাথে কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সঠিক অর্থে একমাত্র নামাজই ইবাদত রূপে আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত তদুপরি নামাজের প্রতি রয়েছে আল্লাহর নির্দেশ সে প্রেক্ষিতে আল্লাহর নির্দেশ কার্যকারী করার

সম্পর্কও তাতে বিদ্যবান। অতএব বাহ্যিক ও মৌলিক আপেক্ষিক ও সম্পর্ক গত কারণে কোন কিছুকে যদি এবাদত বলে আখ্যায়িত করতে হয় তবে সেটি হলো একমাত্র নামাজ।

## নামাজ সকল সৃষ্ট জগতের উপর অবধারিত:

প্রত্যেক বস্তুর নামাজ শারীরিক কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেকের স্বাভাবিকভাবে তার নামাজ আদায় করতে পারে।

উদাহরণত গাছপালার কথা বলা যায় গাছপালা হাঁটাচলা করতে সক্ষম নয় এবং নত হতে পারে না। তাই গাছপালার নামাজ হলো দাঁড়িয়ে থাকা অর্থাৎ গাছপালা যেন নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী দাঁড়িয়ে থেকে নামাজ আদায় করছে।

অনুরূপ চতুষ্পদ জন্তুর নামাজ হলো রুকু তাদের সৃষ্টি গত অবস্থা এরূপ যে তারা যেন সদা আল্লাহর সামনে রুকু অবস্থায় নত হয়ে আছে এবং এ অবস্থার পরিবর্তন আদৌ সম্ভব নয়।

তাছাড়া সরীসৃপ প্রাণীকুলে নামাজ হলো সিজদার আকারে।

আবার পাহাড়-পর্বতের নামাজ হলো কু'উদ বা তাশাহুদ। পাহাড় যেন সদা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এবং তাশাহুদ পড়ছে ।

পাখির নামাজ হলো অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ পাখি একবার উপরে উঠে আবার নিচে নামে যেমন মানুষ কিয়াম থেকে কু'উদে এবং কু'উদ থেকে পুনরায় কিয়ামে ফিরে আসে।

গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষরাজীর নামাজ হলো পরিক্রমণ করা এগুলো নিজ কক্ষপথে পরিক্রমণ করে পুনরায় পূর্বাবস্থানে ফিরে আসে এবং সেখান থেকে পুনরায় তাদের পরিক্রমণ শুরু হয়।

অনুরূপ মাটির নামাজ হলো স্থির অবিচার অবস্থা, নামাজের পারম্ভিক অবস্থা কেননা নামাজ সংক্রান্ত সকল কাজকর্মে সূচনা হয় এই স্থির অবস্থার মধ্য দিয়ে। মানুষ প্রথমে নিজের মধ্যে একটি স্থিত অবস্থায় সূচনা করে অতঃপর তার মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু করে । এমনই ভাবে জমিন শান্ত ও নিশ্চুপ হয়ে নিজের মধ্যে জমে রয়েছে আর এই শান্ত স্থিত অবস্থায় হল তার প্রকৃতগত নামাজ ।

আবার জান্নাত ও জাহান্নামের নামাজ হলো প্রার্থনা ও দোয়া।

ফিরিশতাদের নামাজ হল কাতার বন্দি হওয়া। জন্মের শুরু থেকে এক জামাত শুধু দন্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন এবং এটাই হলো তাদের নামাজ একদল রুকু অবস্থায়, এই

অবস্থা তাদের নামাজ রূপে গণ্য। একদল আছে সিজদা অবস্থায় আর এই সিজদা রূপী নামাজ অবধারিত হয়েছে তাদের জন্য। মোটকথা এই সারিবদ্ধতার মাঝে ফেরেশতাগণ বিভিন্নভাবে তাদের এবাদত পালন করে যাচ্ছেন।

অতঃপর এই সকল অবস্থা যার জড় উদ্ভিদ প্রাণী এবং ফেরেশতাদের নামাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে বনি আদম এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতির নামাজের অবস্থাও সেই রূপ তাই কোন কোন জাতির নামাজ হলো কিয়াম কারো নামাজ হলো অর্ধ কিআম, কারো নামাজ রুকু, কারো নামাজ সেজদা আর কারো নামাজ কু'উদ। যাহোক প্রত্যেকের নামাজের অবস্থা অনুযায়ী তাদের নামাজের তাসবিহ ও জিকির নির্ধারিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبۡعُ وَ الۡاَرۡضُ وَ مَنۡ فِیۡهِنَّ ؕ وَ اِنۡ مِّنۡ شَیۡءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمۡدِهٖ وَ لٰكِنۡ لَّا تَفۡقَهُوۡنَ تَسۡبِیۡحَهُمۡ

সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রসংশায় তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না।

[সূরা বনী ইসরাইল ৪৪]

মোট কথা নামাজের একটি দর্শনীয় দিক আছে আরেকটি অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক। বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মগুলো দর্শনীয় দিকের অন্তর্ভুক্ত আর তাসবিহাত সমূহ তাই হাকিকত বা আত্মা হিসেবে বিবেচিত। এই উভয় দিককে পৃথিবীর অস্তিত্বশীল সকল বস্তু এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আল কুরআনের এরশাদ হয়েছে كُلٌّ قَدۡ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ تَسۡبِیۡحَهٗ(প্রত্যেকে নিজ নিজ সালাত ও তাসবিহ সম্পর্কে জানে) [সূরা নূর ৪১] অর্থাৎ নামাজের বাদ্যরূপ এবং তার আত্মিক বিষয় দিকের ইত্যাদি সকল মাখলুকের উপর বাধ্য করে দেওয়া হয়েছে। মাখলুক হিসেবে সকলের জন্য নামাজ বাধ্যতামূলক হওয়ার পর মানুষের জন্য তা হবে না এ কথা কি করে সম্ভব বরং মানুষ আল্লাহর পরিপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে তার নামাজও পরিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল যাতে তার নামাজের সকল নমুনাগুলো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যে নমুনাগুলো অন্যান্যদের মাঝে বিক্ষিপ্তাকারে ছিল।

## নামাজ ও চারিত্রিক শিষ্টতা:

নামাজ আত্ম সংশোধনের একটি কার্যকরী মাধ্যম। এর দ্বারা মানব চরিত্র উন্নতি লাভ করে এবং চারিত্রিক দূষণতা দূর হয়। আমিত্ব ও অহংকার বোধ হল চারিত্রিক দূষণতার মূল ভিত্তি। নামাজ অহংকারকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়, সূর্য যেমন শিশিরকে এবং আলো অন্ধকার কে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ক্ষমতার লিপ্সা ও প্রাচুর্যের মোহ, সঞ্জাত পাপ রাশি, জাগতিক বিশৃঙ্খলা হত্যাযজ্ঞম, অশ্লীলতা ও অনাচার ইত্যাদি অহংকারের দুষ্ট ক্ষত গুলো পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করে। তাই কোরআন কারীমে অশ্লীলতা অনাচারের মুলোৎপাটনকে নামাজের বৈশিষ্ট্য রূপে অভিহিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

“নামাজ অশ্লীলতা অনাচার কে শেষ করে দেয়”

[সূরা আনকাবুত ৪৫]

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে সমস্ত দুনিয়া যদি নামাজী হয়ে যায় তাহলে সর্বপ্রকার অশ্লীলতা অনাচার ক্ষমতার লিপ্সা ও অর্থমোহের মাতলামি রচনা ও কর্মগত পাপ এবং অন্তর চারিত্রিক ত্রুটিসমূহ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে বাধ্য হবে। তখন পৃথিবীতে হবে অরাজকতা ও অশৃঙ্খলা অপসৃত সুখের এক লীলা ক্ষেত্র।

## ইসলামের প্রথম যুগে নামাজের গুরুত্ব:

ইসলামের ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামগণের যুগ হল সর্বোত্তম যুগ। তাদের জীবন ছিল শ্রেষ্ঠতম এবং তারা ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম মহান জনমণ্ডলী বিশেষ। তাদের মাঝে অর্থ ও ক্ষমতার লোভ জনিত পাপের অস্তিত্ব ছিলনা। শুভতা ও দ্বীনি চেতনার দ্বারা এ দুটি উপসর্গকে তারা জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই সেকালের পৃথিবী যতখানি নিরাপত্তা ভোগ করেছিল তা আর কোনদিন তার ভাগ্যে জোটেনি। নামাজের মাধ্যমেই তাদের জাতীয় সেই উন্নতি সাধন হয়েছিল আর এই নামাজই ছিল তাদের জীবনের মূল মাকসাদ ও পরম কাম্য। নামাজে ছিল ইবাদতের মাপকাঠি এবং খিলাফতের মানদণ্ড। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত ও খিলাফত এই উভয় ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের জন্য এই বলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে মনোনীত করেছিলেন যে নবীগণের পরে তিনিই সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। অতঃপর তাকে নিজের সামনে নামাজের ইমাম

নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে এই ঘটনাটি তার খলিফা হওয়ার দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাতে বায়াত নেওয়ার সময় বলেছিলেন: যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমাম নিযুক্ত করে আমাদের দিনকে তার নিকট সঁপে দিয়েছিলেন এবং আমরা সে ব্যাপারে রাজিও ছিলাম সেহেতু তার হাতে আমাদের জাগতিক ব্যাপার সমূহ সঁপে দিতে আবার কোন আপত্তি নাই। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মনে করতেন দ্বীনের হেফাজত নামাজের হিফাজতের উপর নির্ভরশীল এবং নামাজের বরবাদীর মধ্যেই দ্বীনের ধ্বংস নিহিত। তিনি রাষ্ট্রীয় ফরমানের সহিত এই ঘোষণা প্রদান করেছিলেন যে,

ان اهم اموريكم عندي الصلاه فمن ضيعها فهو لما سواها اضيع

আমার মতে তোমাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামাজ যে নামাজ বিনষ্ট করে সে এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আরো উদাসীন।

নামাজের প্রতি যত্নশীল থাকার মাধ্যমে সাহাবাগণ দ্বীনের ক্ষেত্রে এতখানি উন্নতি সাধন করেছিলেন যে ইসলামের প্রথম যুগে তারা রাতের অধিকাংশ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামাজে অতিবাহিত করতেন। অনেক সময় তাদের পদযুগল রস ভারাকান্ত হয়ে উঠতো এবং পা ফেটে রক্ত নির্গত হত।

কুরআনে কারীমে বিষয়টি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে: اِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ اَنَّكَ تَقُوۡمُ اَدۡنٰى مِنۡ ثُلُثَىِ الَّيۡلِ وَ نِصۡفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيۡنَ مَعَكَ ؕ

আপনার প্রতিপালক জানেন আপনি এবং যারা আপনার সাথে রয়েছে সকলে রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু অথবা অর্ধ রাত্রি অথবা রাতের তিনভাগের এক ভাগ পর্যন্ত নামাজের রত থাকেন। [সূরা মুজ্জামিল ২০]

মোটকথা দ্বীনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম যে উন্নতি বিধান করেছেন তার চালিকাশক্তি ছিল নামাজ। অর্থের মোহ এবং ক্ষমতার লোভজনিত সকল গুনাহ থেকে কেবল নামাজী রক্ষা করতে পারে। তাই উপসংহারে বলা যায়, যে জাতি নামাজের পাবন্দী নয় সে জাতি যতই উন্নতি সাধন করুক না কেন সে উন্নতি হবে জাগতিক উন্নতি। চরিত্রহীনতাই এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য আর ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা সহকারে হয়ে থাকলে তা অশ্লীলতা ও অনাচার যুক্ত হবে না। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, প্রাচুর্যে লিপ্সা, অনাচার, অরাজকতা, আত্মকলহ, অশ্লীলতা ও বিশৃঙ্খলাই হবে এর শেষ পরিণাম।

## নামাজ ও নফসের অবস্থা সমূহ:

নামাজের মাধ্যমে আত্মার পরিশোধন সম্পন্ন হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে নফসের অবস্থা পবিত্র উন্নতি লাভ করে। এই উন্নতির মাধ্যম হলো নামাজ। তবে সরাসরি নামাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক স্তর সমূহ বিদ্যমান রয়েছে। নামাজি ব্যক্তি এসব তরে উন্নীত হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নামাজ সমস্ত কায়িনাতের ইবাদতের সমন্বয় সাধক, সমস্ত মানবীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ইবাদত তার মধ্যে শামিল এবং মানব মন্ডলীর সকল সুন্দর গুণাবলী এবং সচ্চা চারিত্রিক ইবাদত গুলো তার অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে মানবাত্মার একটি সমন্বয় ও ঐক্য স্থাপিত হয় অর্থাৎ মানবতা শয়ং তার নিজের উপরও প্রভাবশীল হয় তেমনি অন্যর উপরও হয় তার ইবাদত হয় পুর্নপরিণত এবং তার দাসত্ব গুন্ পূর্ণতা লাভ করে মোট কথা মানুষের উপর ব্যাপক অর্থবোধক ইবাদত নামাজ এই জন্য আরোপ করা হয়েছে যে তার মাঝে প্রকৃতি দত্ত সকল গুণ বিদ্যমান এবং সে সৃষ্টিগত সকল নমুনা কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ সৃষ্টিত গুণ পূর্ণতা লাভ করেছিল। ভূমন্ডলীয় সৌরমন্ডলীয় ইবাদতের সকল নমুনায় নামাজের অন্তর্ভুক্ত তার সৃষ্টিগত দায়িত্ব পালন আদৌ সম্ভব নয়।

## নামাজ ও সামাজিক জীবন:

নামাজের এই সুসমন্বিত অবস্থা এবং দৈনিক পাঁচবার দলগত সংহতি প্রকাশের মাধ্যমে নামাজী ব্যক্তিদের মাঝে ঐক্য সৌভ্রাতৃত্ব মৈত্রী ও সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে। অতি স্বাভাবিকভাবে তারা সমাজবদ্ধ জীবনের দিকে এগিয়ে যায় ইবাদত এমন এক জিনিস জানিয়ে যেন তাও একাকিত্বের দাবিদার কিন্তু ইসলাম এই নির্জনতার পরিবর্তে তাকে দলবদ্ধতা ওর জন্য সমারোহে পরিণত করেছে ফলে নামাজ ইবাদতের সাথে সাথে খিলাফতের হক আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং জন মুখরিত ঐক্যবদ্ধতা ও সংহতি মূলক সামাজিক জীবনের দিকে ধাবিত একজন নামাজী ব্যক্তির পক্ষে একাকীত্বকে মেনে নেওয়া আদৌ সম্ভব নয় তাই নামাজের মূল কথা হচ্ছে এই যে, নামাজ মসজিদে সামাজিকতার প্রাথমিক পাঠদানের মাধ্যমে উম্মতের জন্য মসজিদরুপী এই নিখিল বিশ্বকে সাধারণ সামাজিকতার দিকে আকৃষ্ট করতে চায় এবং নামাজের এই ক্ষুদ্রতম খিলাফত থেকেই বৃহত্তর খিলাফতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। অতএব একজন পাক্কা

নামাজী ব্যক্তি যিনি জামাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিয়মিত মসজিদে হাজির হন এবং নামাজের সময় এবং নামাজের সমূহ শিক্ষাকে অন্তরে সদা জাগরুক রাখেন তিনি অবশ্যই সামাজিক জীবনের সেই স্তরে উপনীত হবেন, ইসলামে একজন মুমিনের জন্য ইসলামের যা অভিষ্ট লক্ষ্য। ইসলাম চাই যে একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক এবং তার ইবাদত ও অভ্যাস সকল কিছুতে একটি পরিশীল সামাজিকতা আনয়ন করতে।

## ঐক্য, ঐক্যের ভিত্তি ও ঐক্যের ধরন:

নামাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জামাতের অবস্থা এই যে, এই মসজিদের প্রবেশকারী যে কোন ব্যক্তি তাতে শরিক হওয়ার পূর্ণ হকদার। এখানে দেশ অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধর্তব্য বিষয় নয়। শর্ত হলো তাকে একজন মুসলিম হতে হবে। এ অবস্থায় নামাজ দ্বারা যেমন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি ঐক্যের ভিত্তি কি হবে তাও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর সেই ভিত্তি দেশ বর্ণ বংশ নয় বরং সেটি হলো ইসলাম। অনুরূপভাবে মুসলিম সমাজের ঐক্যের ধরন কি হবে নামাজের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলে তাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলাবাহুল্য, নামাজের সমাবেশ সাধারণ কোনো সমাবেশ নয় যে, তাতে কিছু লোক উদ্দেশ্যহীনভাবে একত্রিত হয়ে গেল। বরং সে সমাবেশ হলো বিশেষ শৃঙ্খলা পূর্ণ একটি সমাবেশ। নতুবা অনেক সময় মসজিদে এমনই অনেক লোক সমবেত হয়ে যায় এবং তাতে যথেষ্ট ভিড়ও জমে। কিন্তু তখন কেউ এ কথা বলে না যে জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে যতক্ষণ না তাতে একটি বিশেষ শৃঙ্খলা পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সেই শৃঙ্খলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সারিবদ্ধতা ও কাতার বন্দি হওয়া যেভাবে ফেরেশতাগণ করে থাকেন। এভাবেই শৃংখলাবদ্ধ জনমণ্ডলীর মাঝে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা পুরস্কৃত হয়ে থাকে। এই শৃঙ্খলা পূর্ণ অবস্থা ছাড়া জামাত অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

## নামাজ ও সময়ানুবর্তিতা:

আল কোরআনের নামাজ সম্পর্কে এরশাদ আছে: اِنَّ الصَّلٰوۃَ کَانَتۡ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ کِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا

“নামাজ মুমিনের একটি সুনির্ধারিত দায়িত্ব”

[সূরা নিসা ১০৪]

নামাজ একটি সাময়িক ইবাদত এর সময় সুনির্ধারিত এবং এর স্থান নির্ধারিত অর্থাৎ মসজিদ। যখন কোন ব্যক্তি দিন ও রাতের কাজের সময়গুলো যা মূলত নামাজের সময় নামাজে ব্যতীত হয় তখন সময়ের নিয়মানুবর্তিতার সাথে সাথে অতি স্বাভাবিক নিয়মে নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের কাজসমূহ নিয়মমাফিক ভাবে সম্পাদিত হতে থাকে। এই মধ্যবর্তী কাজগুলো অবশ্যই নেক কাজ হবে বদ কাজ নয়। কেননা দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য নামাজের অন্তর্কে এতোটুকু প্রভাবিত করে যে এর অভ্যন্তরীণ পথ নির্দেশনা তাকে কেবল সুপথে পরিচালিত করে। এর দ্বারা প্রতি প্রমাণ হয় যে, নামাজকে সবার সাথে সংযুক্ত করার ফলে শুধু নামাজের সময় নয় বরং নামাজের মধ্যবর্তী সময় ও নিয়মানুবর্তিতা অবধারিত হয়ে যায় আর এই সময়গুলো নেক দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে নামাজসমূহ ইবাদতের সূচক হিসেবে গণ্য হয়েছে। কেননা সে সময়ানুবর্তিতার কারণ।

মোটকথা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার যতগুলো দিক আছে নামাজের মাধ্যমে তার সবগুলো পরিপূর্ণ হয় এবং এই সহজ সংক্ষিপ্ত ইবাদতের মাধ্যমে অন্যান্য সকল প্রকার ইবাদত আদায় করার পর সুগম হয়। তাই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সকল দিক থেকে নামাজ একটি পরিপূর্ণ ইবাদত। প্রকৃত অর্থে, কেবল নামাজই একমাত্র ইবাদত।

## নামাজ ও মিরাজ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বান্দাদের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন কামিল বান্দা। আল্লাহ সামনের দ্বীনতা প্রকাশের মাধ্যমে বান্দার সব মানুষ সব উচ্চতা নিহিত তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার বান্দেগী অনুযায়ী মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল। অর্থাৎ তার বান্দেগী ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের তাই তাকে যে মর্যাদা প্রদান করা হয় সেটিও ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। এই মর্যাদার নাম মিরাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছান এবং সেই মিরাজে তাকে নামাজ নামের হাদিয়া পেশ করা হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে অগ্রগতি, সমৃদ্ধি এবং মানসম্মানের সাথে নামাজের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা সাধারণ আনুগত্য বিনয়ের ফল হয় সম্মান আর সম্মানও মর্যাদার মাত্রা নির্ধারিত হয় দ্বীনতা ও হীনতা অনুযায়ী। নামাজের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে জিল্লতির শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়। তাই এর দ্বারা যে মর্যাদা অর্জিত হবে তা চূড়ান্ত পর্যায়ের হতে হবে কেননা সাধারণ অনুগত অভিনয় দ্বারা যদি সাধারণ মর্যাদা লাভ হয় তাহলে নামাজের মত চরম আনুগত্য দ্বারা চরম মর্যাদা লাভ হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্রতম মহান সত্তা আল্লাহর জন্য দীনতা প্রকাশের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সীমায়ো উপনীত হয়েছিল সে কারণে তার মিরাজু সর্বোচ্চ পর্যায়ের এবং সেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকেই নামাজ প্রবর্তিত হয়। উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে আল্লাহর জন্য দ্বীনতা প্রকাশ  ত্বরান্বিত করা। আল্লাহ তায়ালার নিকট নামাজ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ থেকে তার আন্দাজ করা যায়। হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম পুরো ইসলামের জ্ঞানগত বার্তা নিয়েই দুনিয়াতে আসতেন। কিন্তু নামাজের ব্যাপারে তাকে আসতে হয়েছে আমল নির্দিষ্ট করার জন্য। এর জ্ঞান স্বয়ং আল্লাহ নিজে প্রদান করেছেন।মিরাজের সময় তাই এ জ্ঞান বার্তা নিয়ে আগমনের প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ নিজেই নামাজের তালিম দিলেন নবীর ঘরে নয় বরং নিজ আরশে। পক্ষান্তরে অন্যান্য আমলের তালিম হয়েছে হযরত জিবরাঈল এর মারফত। এ থেকে নামাজের গুরুত্বের কথা অনুমোদিত হয়। এযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কতখানি সুখের ছিল তা বলাই বাহুল্য। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম নামাজকে নিজ চোখের শীতলতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরশাদ হয়েছে:
وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ নামাজে আমার চোখের শীতলতা নিহিত আছে।
[আহমাদ ও নাসায়ী]

## নামাজ সম্পর্কে আলেমদের কিছু আলোচনা

### শায়েখ আহমাদুল্লাহ  এর বয়ান থেকে কিছু অংশ

**আমাদের নামাজ পড়াতে আল্লাহর কোন লাভ নেই। এটা তো আমাদের লাভ। নামাজ জান্নাতের চাবি। নামাজ ছাড়া জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। যে যত ধীরস্থিরভাবে নামাজ আদায় করবে সে তত upper class এর মুসল্লি ।**

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা কুরআনে কারীমে বারবার নির্দেশ করেছেন। একবার দুইবার নয়। পুরো কোরআন জুড়ে রয়েছে। একদম শুরুতেই রয়েছে اَلَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ وَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ প্রথম পৃষ্ঠা কোরআনের সেখানে আল্লাহ তায়ালা সালাতের কথা বলেছেন। সালাতের নির্দেশ করেছেন। কোরআনের একদম শেষের দিকে ও রয়েছে, সূরা মাউন এ فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِہِمۡ سَاهُوۡنَ ওই নামাজিদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য যারা নামাজ পড়ে কিন্তু ঠিকমতো পড়ে না। প্রথম পৃষ্ঠায়ও নামাজের কথা শেষের পৃষ্ঠায় ও নামাজের কথা। গোটা কোরআন জুড়ে আল্লাহ তায়ালা নামাজের কথা বলেছেন। তবে এখানেই শেষ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন তখন তিনি ওসিয়াত করে গিয়েছেন।তিনি আমাদেরকে সাবধান করেছেন, সতর্ক করেছেন। তিনি বলছিলেন " الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" তোমরা নামাজের ব্যাপারে সাবধান হবে, সতর্ক হবে, দায়িত্বশীল হবে। নামাজ ইসলামের এমন একটি কাজ যে ঈমানের পর নামাজের যে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ ইসলামে দ্বিতীয়টা আর নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শুরুর দিকেও নামাজ এবং একেবারে শেষ মুহূর্তের নির্দেশও ছিল নামাজ। আখেরাতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সময় যখন এই দুনিয়ার কোন কিছুই কাজে লাগবে না তখন এই সালাত আপনার জীবনে অনেক বড় ভূমিকা রাখবে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বারবার নামাজের কথা বলেছেন। রাসুল সালাম কে মেরাজে নিয়ে দেখিয়েছেন নামাজ না পড়ার শাস্তি এবং নামাজ আদায়ের পুরস্কার কি হয়। যে ব্যক্তি

নামাজের হিসাব ঠিক ঠাক মত দিতে পারবে সে ব্যক্তি সফল হবে। সামনের বাকি সব কাজ সহজ হয়ে যাবে। আজও একদিন নামাজের হিসাবে সমস্যা দেখা দিবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে আর সামনে এগোতে পারবে না। আমাদের নামাজ পড়াতে আল্লাহর কোন লাভ নেই। এটা তো আমাদের লাভ। নামাজ জান্নাতের চাবি। নামাজ ছাড়া জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অথচ অনেক মুসলমানের সন্তান বলে যে নামাজ না পড়লে কি হবে ঈমান তো আছে! কিন্তু কথা হল কেউ যদি ইচ্ছা করে নামাজ ছেড়ে দেয় তাহলে তার ঈমান থাকবে না। আর কেউ যদি নামাজ না পড়ে কিন্তু তার ভিতরে অনুতপ্ততা থাকে তাহলে তার ঈমান একটু হলেও থাকবে। এসব দাম্ভিকতাও ইমান বিনাসের কারণ হতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে ঠিকঠাক ভাবে আদায় করে, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তির দুই ওয়াক্ত নামাজের মধ্যকার সময়ে যত ছোটখাটো গুনাহ হয় সব মাফ করে দেন। ঈমানের পর ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান রোকন হলো নামাজ। এই নামাজ হলো একজন ঈমানদারের সাথে একজন বেইমানের পার্থক্য। একজন মুসলিমের সাথে একজন মুসলিমের পার্থক্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজ ছেড়ে দিল সে যেন কুফরি করল।

যার নামাজ যত সুন্দর সে তত উঁচু মাপের ঈমানদার। যার নামাজ যত খারাপ সে তত নিচের মাপের ঈমানদার। সুতরাং যার সালাত যত সুন্দর হবে সে তত ভালো মুত্তাকী, আল্লাহর প্রিয় মানুষ। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাঃ বলেছেন, যে নামাজ পড়ে না ইসলামে তার কোন হিস্যা নেই অর্থাৎ কোন অংশ নেই। যারা নামাজ পড়ার ব্যাপারে গাফিলতি করে, অলসতা করে তাদের জন্য যদি ধ্বংস অনিবার্য হয় আর যারা নামাজ পড়ে না তাদের জন্য ধ্বংস কত বড় হতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

ইসলামিক যত ইবাদত আছে, সমস্ত ইবাদতের মধ্যে বিকল্প আছে , ছাড় আছে। নামাজের কোন বিকল্প নেই। আপনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারছেন না, বসে পড়ুন। বসে পড়ার ক্ষমতা নেই শুয়ে পড়ুন। হুশ যতক্ষণ আছে মনে মনে হলেও নামাজ পড়তে হবে। আপনি সমুদ্রের ডুবমান, সেখানে নামাজ পড়তে হবে যদি তৌফিক এ থাকে। যতটুকু পারেন ততটুকু। আপনার অজু করার মত পানি নাই তাহলে তায়াম্মুম করেন তবুও নামাজ পড়তে হবে। কেবলা কোন দিকে সেটা চিনতে পারছেন না অনুমান করে

বের করেন তাও নামাজ পড়তে হবে। আপনি হাসপাতালে বেডে শুয়ে আছেন, সেখানেও নামাজ পড়তে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে জিহাদের ময়দানে পর্যন্ত নামাজ মাফ নাই। জীবন চলে যাবে ভয় আছে, রণাঙ্গনে আছেন সেখানে ও আপনাকে নামাজ পড়তে হবে। নামাজে কোন ছাড় দেওয়া হয়নি। নামাজ ছাড়লে একজন মুসলমান নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবী করার কোন নৈতিক অধিকার রাখে না।
নামাজের দুটি দিক আছে। একটা বাহিরের দিক একটা ভিতরের দিক। নামাজের বাহিরের দিক কে বলা হয় খুযু'অ এবং ভেতরের দিকে বলা হয় খুশু'অ। ভেতরের যে দিকটা আছে সেটা হলো finishing আর বাহিরে যে দিকটা আছে সেটা হলো structure। Structure আর finishing টা যদি ঠিকমতো হয়, তাহলে এই নামাজ আপনাকে জান্নাত পাইয়ে দিবে, ইনশাআল্লাহ।

নামাজী মোট পাঁচ প্রকার।

১. মুহাকাব- যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার পরও শাস্তি পেতে হবে। যে ব্যক্তি নামাজ ঠিকমতো পড়ে না।

২. মুহাসাব- যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে রোকন ও ঠিক থাকে কিন্তু মনোযোগ থাকে না নামাজে। মনোযোগ না থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে জবাবদিহির মুখোমুখি করবেন।

৩. মুকাফ্ফার আনহু- যার নামাজের ফরজটা আদায় হয়ে গিয়েছে। যে নামাজে খুশু-খুজু ধরে রাখার চেষ্টা করেছে যদিও সফল হয়নি।

৪.মুসাব- যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা শুধু দায়মুক্ত করবেন না বরং আল্লাহর কোরআন ভূষিত যত পুরস্কার আছে নামাজী ব্যক্তির জন্য সব আল্লাহ তায়ালা দিবেন তাকে। সে ওই মুসল্লী যে ফরজ গুলো ঠিকমতো করেছে, মনোযোগ ঠিকমতো দিয়েছে , খুশু-খুজুর সাথে নামাজ আদায় করেছে।

৫. মুকাররব- যে ব্যক্তি নামাজের মাধ্যমে শুধু সাওয়াব পাবে না আল্লাহর একেবারে কাছের মানুষ হবে, আল্লাহ একেবারে নিকটবর্তী হতে পারবে, আল্লাহর প্রিয় পাত্র হতে পারবে। সে ব্যক্তি হলো যা নামাজের ফরজ ঠিক আছে, মনোযোগ ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। সাথে আরো একটি বিষয় আছে যা হলো সে নামাজকে তৃপ্তির সাথে পড়ে,আলাদা স্বাদ পায়, ভালোবাসে।

একজন ভিক্ষুক যদি ভিক্ষা খুঁজতে গিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি দেন তাড়াতাড়ি দেন করে তাহলে তাকে কেউ ভিক্ষা দিবে না। তেমনি ভাবে একজন মুসল্লী যদি রুকু করতে না করতেই سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ করতে থাকে সিজদা দিতে না দিতেই سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى শুরু করে দেয় সে কিভাবে আশা করে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সেজদা কে কবুল করে নিবেন। যে যত ধীরস্থিরভাবে পড়বে, যত ধীরে ধীরে নামাজ আদায় করবে সে তত upper class এর মুসাল্ল। সে মুকাররব প্রকারের মুসাল্লিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

## MUFTI MENK এর বয়ান থেকে কিছু অংশ

**সফলতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল আল্লাহর আদেশ আত্মসমর্পণ করা। আর আত্মসমর্পণ করার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো নামাজ, দিনে পাঁচবার নামাজ আদায়। এটাই আপনাকে চূড়ান্ত সফলতা এনে দিতে পারে।**

আমরা যদি নামাজে লক্ষ্যপাত করি, আমাদের প্রথমে prayer দিয়ে শুরু করা উচিত,যেটি একটি ইংরেজী শব্দ যা صلاة এর পূর্ণ অনুবাদ নয়।কারন দুআকেও কিছু লোক prayer বলে থাকে।তাই صلاة হলো এক ধরনের দুআ যা মূলত মুসলিম সমাজ বুঝতে পারে। যদি আরবি ভাষায় দেখা হয়, তাদের صلاة শব্দের জন্য ভাষাগত অর্থের একটি হলো দুআ যার অর্থ হচ্ছে ডাকা।

তারপর রয়েছে صلاة এর গভীর অর্থ , কিছু কাজের সমন্বয় ও কিছু বক্তব্য একটি বিশেষ উপায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সম্পাদন করতে তাকবীর দিয়ে শুরু করে এবং তাসলিম অথবা সালাম দিয়ে শেষ করা হয় , এর মধ্যে যা কিছু সম্পাদন হয় তাকে صلاة বলে এবং এটি দিনে কয়েকবার সম্পাদিত হয়। আপনি যদি আল্লাহর এই নিয়ামতের দিকে

তাকান , যদি আপনি এটিকে পুরষ্কার হিসেবে দেখেন তাহলে আপনি এর মাহাত্ম্য বুঝতে পারবেন। দুঃখজনক ভাবে বলা যায় নামাজকে অনেকে বোঝা হিসেবে দেখেন। কিছু মানুষ ভাবেন এটি শুধুমাত্র আদায় করে শেষ করার কাজ। তাই মানুষ এটি আদায় করে রুটিন মাফিক কাজ হিসেবে , হৃদয়ে উপভোগ করে নয়।

যখন আমি الله أكبر বলি, তখন আমি আসলে আল্লাহ মহান বলে থাকি। আল্লাহ কে? আল্লাহ আমার বানানেওয়ালা, তিনিই মহান। আমি যার উপর নির্ভরশীল, তিনিই মহান। যিনি আমার অস্তিত্বের সবটুকুর মালিক, তিনিই মহান। আপনার সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের এর থেকে সুন্দর কোনো উপায় থাকতে পারে কি? না! এটিই সর্বোত্তম। কারণ এটি তার দ্বারা হুকুমকৃত। যখন আমরা একজন অমুসলিমকে দেখি, তারা জানে না নামাজ কি। তারা বলে তোমরা কি ফিসফিস করছো? কি উচ্চারণ করছ? আমাদের অনেকেই জানে না এটার মানে কি! যারা আরবি জানে তারা ভাগ্যবান কিন্তু যারা জানে না তারা শুধুমাত্র মনে করে এটির মানে আল্লাহ মহান। এটাই যথেষ্ট! কিন্তু আপনি কি ভেবে দেখেছেন এটির গভীর অর্থ? যখন আপনি দুই হাত তুলে তাকবীর পড়েন অথবা পুরো নামাজের মধ্যে বলেন, আল্লাহু আকবার - যার কাছে আমার পুরো অস্তিত্বের সবটুকুর নিয়ন্ত্রণ রয়েছেন তিনিই মহান। এই বাক্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমি যদি অন্য কোন ধর্মের বিশ্বাসী কে জিজ্ঞাসা করি, কেউ যদি তোমার পুরো অস্তিত্বের সবটুকু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সে কি সবচেয়ে মহান নয়? সে অবশ্যই হ্যাঁ বলবে। সুতরাং আমি যখন দিনে ৫ বার নামাজ পড়ি আমি নামাজ আদায় করি আমার সৃষ্টিকর্তার জন্য কোন কাঠি বা কোন পাথর বা কোন মানুষ বা কোন কবর অথবা কোন গাছের জন্য নয়। আমি নামাজ আদায় করি তার জন্য যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা আল্লাহর জন্য শুধু আল্লাহর জন্য মাটিতে মাথা ঠেকাই। কিভাবে আমরা আমাদের সম্পদে সমৃদ্ধি আনবো যখন আমরা দিনে ৫ বার সেই সম্পদের মালিক কে সম্পদ উপার্জন করতে অবহেলা করে থাকি? আমি কি শান্তি খুঁজে পাব যখন আমি শান্তি খুঁজতে গিয়ে সব শান্তির মালিকের বিরুদ্ধে যাই? রিজিকের বরকত শান্তি আশীর্বাদ এসবের জন্য আমাদেরকে সালাত আদায় করতে হবে। যখন আমরা তাড়াহুড়ার মধ্যে থাকি তখন আমাদের মনোযোগ নামাজ থেকে চলে যায়। আসলে নামাজটা কার জন্য প্রয়োজন? নামাজ কি আমাদের থেকে আল্লাহর প্রয়োজন নাকি আমাদের জন্যই আমাদের প্রয়োজন? অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন। এজন্যই কোরআনে অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে দেখানো হয় আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন কিন্তু আমরা মুখাপেক্ষী।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ

"হে মানুষ তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ তিনি তো আর অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত"

[সূরা ফাতির]

অনেকেই জানে না নামাজ সাফল্যের দিকে ডাকে। আমি সফল হতে চাই, তুমি সফল হতে চাও, আমরা সবাই সফল হতে চাই। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা মনে করি সাফল্য শুধু তখনই যখন তোমার কর্ম ক্ষেত্রে সব ঠিক থাকে, তোমার পরিবারে সব ঠিক থাকে, তোমার টাকা পয়সার অভাব থাকে না, তোমার স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, সবকিছু স্মার্ট এবং সুন্দর দেখায় তখন তুমি সফল। এটাই আমরা মনে করে থাকি। কিন্তু আল্লাহর কসম সফলতা এটাকে অতিক্রম করে।

"فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ "

"যে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে গেল এবং জান্নাতে প্রবেশের ফায়সালা পেল সেই সেই হচ্ছে সফল।"

[সূরা আল ইমরান]

সুতরাং এটিই হল সফলতা। চূড়ান্ত সফলতা টি হলো মৃত্যুর পরে সফলতা। কত মানুষ ছিল যাদের খুব ধনসম্পদ ছিল কিন্তু তারপরও তারা মৃত্যুবরণ করেছে। কত মানুষ ছিল যারা আমাদের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাবান কিন্তু তারপরও তারা মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং সফলতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল আল্লাহর আদেশ আত্মসমর্পণ করা। আর আত্মসমর্পণ করার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো নামাজ, দিনে পাঁচবার নামাজ আদায়। একজন মুসলমান কখনোই নামাজ বাদ দেয় না। সবকিছু ফেলে আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তাকে খুশি করুন। নিশ্চিত করুন যে আপনি সঠিকভাবে সালাত আদায় করছেন। আর এটাই আপনাকে চূড়ান্ত সফলতা এনে দিতে পারে।

নামাজ পড়তে হবে তাই পড়া আর আপনি নামাজ পড়তে চান সেজন্য পড়ার মধ্যেই অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। অনেকেই নামাজ পড়ে কারণ তাকে তা পড়তে হবে। কিন্তু আমাদের তাদের মত হতে হবে যারা নামাজ পড়তে চান তাই পড়েন। যখন নামাজ শুধুমাত্র আমি পড়তে চাই বলে পড়তে শুরু করব, তখনই আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হব।

حي على الصلاه অর্থাৎ নামাজের দিকে আসো কিন্তু এরপরই যা শোনা যায় তা হল حي على الفلاح সফলতার দিকে আসো।

আমাদের সবাই ছেলে-মেয়ে, তরুণ-বৃদ্ধ, সবাই সফলতাকে খুঁজে। এর উপর কোন সফলতা নেই যা আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন। আপনি কখনোই সত্যিকার অর্থে সফল হবেন না, আপনি যদি আপনার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ থেকে আলাদা হয়ে যান। আরে যে প্রমাণ হলো আজান। আজানে বলা হয় তুমি যদি সফলতা চাও আমরা তোমাকে প্রথম ধাপটি দেখাবো। আর এজন্যই হাদিসে বলা হয়,"কেয়ামতের সময় সর্বপ্রথম নামাজেরই হিসাব হইবে।" যদি নামাজ ঠিক থাকে তবে সব সহজ হয়ে যাবে। যদি নামাজ ঠিক না থাকে তবে বাকি সব, আপনি কি মনে করেন? সেগুলো হবে কষ্টকর এবং কঠিন। আল্লাহ আমাদের উপর সহায় হোন সেই দিন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের প্রত্যেকের জন্য সহজ করে দিক। সুতরাং আপনি যদি আজানের দিকে তাকান, এটি সাক্ষী বহন করছে আমাদের পক্ষে অথবা আমাদের বিপক্ষে। আমি তোমাকে ডেকেছি, তুমি কি এসেছিলে? উত্তর কখনো কখনো না হয়। এবং এজন্যই এক অন্ধ ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন অন্ধ এবং আমি মসজিদে যাওয়াটা কষ্ট করে মনে করি। আমি কি যাবো নাকি আমাকে এটার জন্য মাফ করে দেওয়া হব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আজান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যা! সেক্ষেত্রে তোমাকে তার উত্তর দিতে হবে।

## OMAR SULEIMAN এর বয়ান থেকে কিছু অংশ

**আল্লাহকে দিনে পাঁচবার যদি কেউ স্মরণ করে তাহলে এর মধ্যকার সময় ও সে আল্লাহকে স্মরণ করবে। আল্লাহ যদি তার স্মরণে থাকে তবে সে গুনাহ করতে ভয় পাবে। আল্লাহর স্মরণে যদি তার ধারাবাহিকতা থাকে তবে এখনকার গুনাহের ধারাবাহিকতা থেকে সে বের হয়ে আসতে পারবে।**

প্রায় সময় আমরা এমন একটা বিশেষ জিনিস চাই যা আমরা অন্যদের কাছে দেখেছি, যার জন্য ঈর্ষা হয় তা হলো আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক। কিসের মাধ্যমে আমরাই সম্পর্ক পেতে পারি? কি করলে আমরা আল্লাহর কাছাকাছি যেতে পারি? কিভাবে আল্লাহর পছন্দের বান্দা হব? কি আমাকে অনুভব করাবে যে আল্লাহ আমার সাথে আছেন? কিসের মাধ্যমে আমি আমার সব সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে পারি?

ধরুন, একজন রোগী ডাক্তারের কাছে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রেস্ক্রিপশন পেয়েছে যা খুব সহজ এবং প্রত্যাশের চেয়ে অনেক ভালো। যেখানে কোন রহস্য নেই। যার কোন অভাব নেই। এবং এটি ১০০% রোগীকে সুস্থ করবে।

এখন ভাবুন এমন একটি কাজের কথা যা আপনি প্রতিদিন করেন কিন্তু এর মর্ম উপলব্ধি করেন না। "الصلاة" পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন আমার কোন বান্দা এর থেকে বেশী পছন্দনীয় জিনিস নিয়ে আমার কাছে আসবে না যা আমি আদেশ করেছি। যা কিয়ামুল্লাইল ও না বিশেষ কোন দোয়া ও না তা হল এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। আপনি যদি মুহাসাবা মুরাকাবা অথবা আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কথা বলেন, সেখানে আর কোন শক্তিশালী কাজ পাবেন না তা থেকে যা আপনাকে নির্দেশ করা হয়েছে দিনে ৫ বার করার জন্য যা হলো নামাজ। যদি আপনি তা সঠিকভাবে পড়েন। এই নামাজ আপনাকে ছোট অথবা বড় গুনাহ থেকে দূরে রাখে। আর এই গুনাহগুলো আপনাকে আল্লাহ থেকে দূরে রাখে। নামাজের মাধ্যমে আপনি এই গুনাহগুলো থেকে মাফ পেতে পারেন যার মাধ্যমে আপনি আল্লাহর কাছাকাছি যেতে পারবেন। শয়তানকে আপনাকে এটা মনে করাতে দিবেন না যে আপনি গুনাহের মাধ্যমে আল্লাহ থেকে এত দূরে চলে গিয়েছেন যে এই নামাজ আর আপনার কাজে আসবে না। এই নামাজ ই পারে আপনাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে

আনতে,এই নামাজই পারে আপনার গুনাহ সমূহ মাফ করাতে আর এই নামাজ ই পারে আপনাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যেতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন যদি কোন ব্যক্তির বাড়ির সামনে একটি চলমান নহর থাকে এবং সে দিনে ৫ বার গোসল করে তাহলে তার মধ্যে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? এই হাদীসে নামাজের অনেক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। চলমান নহর বলতে এটি কখনো ময়লা হয় না অথবা কিছুর দ্বারা বন্ধ হয় না বুঝানো যায়। আর একটি নহর কখনো একজনের একার হয় না প্রত্যেকে এই নিয়ামত ভোগ করতে পারবে। প্রত্যেকেই এর মাধ্যমে গুনাহ মাফ করাতে পারবে। এখানে কোন অভাব হবে না। এর জন্য আপনাকে কোথাও যেতে হবে না যেহেতু বাড়ির সামনেই। এটি আপনার জন্য সবসময়ই রয়েছে। কেউ যদি পাঁচবার দিনে গোসল করে সে দেখতে কেমন হবে তার গন্ধ কেমন হবে আপনি কি কল্পনা করতে পারছেন? কেমন বিশুদ্ধ তারা হবে? এটাকে যদি আপনি নামাজ হিসেবে ভাবেন তাহলে গোসল যেমন সবার একই হয় না, কিছু ৫ মিনিটের কিছু ২০ মিনিটের একেকজনের একেক ধরনের গোসলের সামগ্রী সবার একই না। নামাজ ও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে কিন্তু সেটি যদি সঠিক নিয়মে হয়ে থাকে সে যদি দিনে পাঁচবার তৃপ্তির সাথে আল্লাহ তায়ালার সাথে যোগাযোগের স্বাদ পেয়ে থাকে, তার নামাজ থেকে বের হয়ে আসতে কষ্ট হবে। সে সারাদিন এটি নিয়েই ভাববে এবং তার সারাদিনের আমলে এটির প্রভাব থাকবে , তার কথায় তার কাজে এর প্রভাব থাকবে।সে ছোট বড় গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে শুরু করবে। আল্লাহকে দিনে পাঁচবার যদি কেউ স্মরণ করে তাহলে এর মধ্যকার সময় ও সে আল্লাহকে স্মরণ করবে। আল্লাহ যদি তার স্মরণে থাকে তবে সে গুনাহ করতে ভয় পাবে। আল্লাহর স্মরণে যদি তার ধারাবাহিকতা থাকে তবে এখনকার গুনাহের ধারাবাহিকতা থেকে সে বের হয়ে আসতে পারবে। আজকাল ফিতনা যত বৃদ্ধি পাবে আমাদের আল্লাহর স্মরণ তত বাড়িয়ে দিতে হবে তবেই আমরা এসব গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে পারবো। এই নামাজে আমাদের পদমর্যাদা নির্ধারণ করে। প্রত্যেকটা নামাজ আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ। আপনি যদি মাটির নিচে চলে যাওয়া মানুষগুলোকে জিজ্ঞেস করেন তুমি যদি আরেকটি সুযোগ পাও তাহলে তুমি কি করতে চাও? সে নিশ্চয়ই যাবে আরেকটি জোহর আরেকটি আসর অথবা আরেকটি মাগরিব এর নামাজ আদায় করে নিয়ে যাক তার সাথে। সুতরাং যতদিন আমাদের জীবন আছে সেই সময় টার মধ্যেই আমাদের উচিত আমাদের নামাজ কে ঠিক করে ফেলা, তার স্বাদ নেওয়া, তার অনুযায়ী আমল করা।

## নোমান আলী খানের  বয়ান থেকে কিছু অংশ

**নামাজ অবশ্যই পালনীয় একটি বিষয়। এটি পড়বো নাকি পড়বো না এমন ভাবনা আসা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।**

যখন আপনি চাকরি করেন আপনি জানেন যে আপনার জীবিকা আপনার চাকরির উপর নির্ভর করছে, কিছুদিন আপনার যেতে ইচ্ছা করে কিছুদিন যেতে ইচ্ছা করে না কিন্তু তারপরও কি আপনি যান? অবশ্যই যান। কেউ কি আপনাকে চাকরির যেত অনুপ্রেরণা দিতে হয়? না , কারণ আপনি ঠিক করে ফেলেছেন যে আপনার চাকরি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি আপনার জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজন। কেউ আপনাকে চাকরিতে যেতে বলতে হয় না কারন আপনি জানেন যে আপনাকে দিয়ে করতেই হবে। এখানে কোন যাওয়া না যাওয়া বা অনুপ্রেরণায় বিষয় আসতেই পারে না। এটি হলো মানসিকতার বিষয়। আপনি যদি আপনার মানসিকতাকে এইভাবে ঠিক করেন যে, দ্বীনই হলো চূড়ান্ত সত্য। এটির কোন কিছুর সাথে আপোস হয় না। এটির জন্য কোন অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় না। এটি জীবনের একটি অংশ ।এটি অবশ্যই পালন করতে হবে। এটি একটি বাধ্যবাধকতা। যখন কোন কিছুর জন্য অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় তখন সেটিকে বাধ্যবাধকতা হিসেবে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। দ্বীন দিন হলো এমন একটি জিনিস। কিন্তু এর উন্নতির জন্য অনুপ্রেরণা কাজে লাগানো যেতে পারে। সকালে উঠে যেমন আপনাকে চাকরিতে অবশ্যই যেতে হয় আপনি যেতে চান অথবা না চান, তেমন নামাজও অবশ্যই পালনীয় একটি বিষয়। এটি পড়বো নাকি পড়বো না এমন ভাবনা আসা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি ইসলামের একটি খুঁটি অবশ্যই পালনীয়।

## সালাত’ শব্দ ধারণকারী আয়াতসমূহ

নিম্নে সালাত শব্দ ধারণকারী আয়াতসমূহের অনুবাদ উল্লেখ করা হলো। বিষয়বস্তুর সঠিক উপলব্ধির উদ্দেশ্যে ‘সালাত’ শব্দ ধারণকারী কোনো কোনো আয়াতের পূর্বাপর আয়াতসহ উল্লেখ করা হলো।

- ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

২:২ :: ঐ কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, সত্যাগ্রহী ও স্রষ্টা-সচেতনদের জন্য পথনির্দেশ।

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

২:৩ :: যারা অদৃশ্য সত্যের প্রতি বিশ্বাস করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

২:৪৩ :: এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো। এবং তোমরা যাকাত প্রদান করো। এবং তোমরা রুকূ' করো রুকূ'কারীদের সাথে।

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

২:৪৪ :: তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দাও অথচ নিজেদের বেলায় ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করো। তবে কি তোমরা আক্বল (বিবেকবুদ্ধি, Common sense)প্রয়োগ করো না?

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

২:৪৫ :: এবং তোমরা সাহায্য চাও সবরের ও সালাতের মাধ্যমে। এবং নিশ্চয় তা বড়ই (তিক্ত) বিষয়, খাশেয়ীনের (খুশুকারীদের/বিনীতদের) উপর ছাড়া।

- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

২:৮৩ :: এবং (উল্লেখ্য) যখন আমরা বানী ইসরাইলের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি (এ মর্মে যে), “তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করো না। এবং পিতা-মাতার প্রতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, ইয়াতীমদের প্রতি এবং অভাবগ্রস্তদের প্রতি উত্তম আচরণ করো।

এবং মানুষকে সুন্দর কথা বলো। এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো"। তারপর তোমাদের মধ্য থেকে অল্প কিছু ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। এবং তোমরা তো বিমুখ।

- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

২:১১০ :: এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং তোমরা যাকাত প্রদান করো। এবং তোমরা তোমাদের কল্যাণার্থে যেসব কল্যাণকর কাজ অগ্রিম করে যাবে আল্লাহর নিকট তা (তার শুভ প্রতিফল) পাবে। নিশ্চয় তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

- وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

২:১২৫ :: এবং (উল্লেখ্য) যখন আমি 'আল বাইত'কে (অনন্য প্রতিষ্ঠানকে) স্থাপন করেছি মানবজাতির জন্য সমাবর্তনস্থলরূপে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থারূপে। এবং তোমরা ইবরাহীমের আদর্শিক অবস্থান (মাক্বামে ইবরাহীম) থেকে সালাত সম্বলিত বিষয় (মুসল্লা) গ্রহণ করো / তোমরা ইবরাহীমের আদর্শিক অবস্থানকে সালাত সম্বলিত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করো। এবং আমি ফরমান দিয়েছি ইবরাহীমকে এবং ইসমাইলকে (এ মর্মে) যে, আমার (নির্ধারিত) প্রতিষ্ঠানকে পরিচ্ছন্ন রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, ই'তিকাফকারীদের জন্য, রুকূ'কারীদের জন্য এবং সাজদাহকারীদের জন্য।

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

২:১৫৩ :: হে যারা বিশ্বাস করেছো, তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো সবরের ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের (ধৈর্যশীল-অধ্যবসায়ীদের) সাথে থাকেন।

- لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

২:১৭৭ :: পূণ্য কাজ এ নয় যে, তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম ক্বিবলার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। কিন্তু পূণ্যকাজ সে-ই করে যে বিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাত দিবসের প্রতি এবং ফেরেশতাদের প্রতি এবং  কিতাবের (আল্লাহর বিধানের) প্রতি এবং নবীগণের প্রতি এবং তার মহব্বতের মালসম্পদ দান করে আত্মীয়-স্বজনকে, ইয়াতীমদেরকে, অভাবগ্রস্তদেরকে এবং ছিন্নমূলকে / উদ্বাস্তুকে / বাস্তুহারাদেরকে (ইবনে সাবীলকে) এবং সাহায্যপ্রার্থীকে এবং কারো ঘাড়কে (দাসত্ব/ ঋণের বোঝা / দারিদ্রের কষাঘাত থেকে) মুক্ত করার ক্ষেত্রে। এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং যখন তারা প্রতিজ্ঞা করে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণকারী এবং অর্থ-সংকটে, দু:খ-ক্লেষে ও সংগ্রাম সংকটের সময় সবরকারী। তারাই ঐসব লোক যারা সত্যবাদী এবং তারাই সত্যাগ্রহী, স্রষ্টা-সচেতন।

- حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

২:২৩৮ :: তোমরা সালাতসমূহের প্রতি হেফাযতকারী (যত্নবান) হও এবং (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী / কেন্দ্রস্থ সালাতের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়ে দাঁড়াও।

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

২:২৩৯ :: যদি তোমরা (স্বাভাবিক নিয়মে সালাত হেফাযত করতে না পারার) ভয় করো, তবে পদচারী হও বা আরোহী হও (চলন্ত অবস্থায় সালাত করে নাও/ যথাসম্ভব উপায়ে হিজরত করো)। তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

২:২৭৭ :: নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে এবং সংশোধনমূলক কাজ / সৎকর্ম করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে তাদের পারিতোষিক/ পুরস্কার আছে। এবং তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দু:খিতও হবে না।

- فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

৩:৩৯ :: তারপর ফেরেশতারা তাকে (যাকারিয়াকে) এ অবস্থায় ডাক দিলো যে, সে ব্যক্তিগত কক্ষে সালাত করতে দাঁড়ানো ছিলো, (তারা বললো,) “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, যে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে থাকা বাণীর প্রত্যয়নকারী এবং (আল্লাহর পথে) নিজেকে আবদ্ধ রাখা ব্যক্তি/ স্ত্রী-সংস্রব-আসক্তি থেকে আত্মনিবারিত এবং সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে (বাছাইকৃত) একজন নবী”।

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

৪:৪৩ :: হে যারা বিশ্বাস করেছো, তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হবে না এ অবস্থায় যে, তোমরা আড়ষ্ট মস্তিষ্ক / অন্য চিন্তায় বিভোর / সচেতন-মনোসংযোগে অপ্রস্তুত, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তার জ্ঞান রাখো। এবং অপরিচ্ছন্ন অবস্থায়ও নয়, যদি না পথ অতিক্রমরত (অসুবিধাসম্পন্ন) হও, যতক্ষণ না তোমরা তা ধুয়ে ফেলো। এবং যদি তোমরা অসুস্থ থাকো, অথবা সফর অবস্থায় থাকো বা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ শৌচাগার থেকে আসে বা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করো তারপর পানি না পাও তাহলে তোমরা তায়াম্মুম (অনুসন্ধান) করো পবিত্র উচ্চভূমি। তখন তোমরা মুছে নাও তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহকে এবং তোমাদের হাতসমূহকে। নিশ্চয় আল্লাহ উদার, ক্ষমাশীল।

- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

৪:৭৭ :: তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে বলা হয়েছিলো, “তোমরা তোমাদের হাতসমূহকে গুটিয়ে রাখো, এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং তোমরা যাকাত প্রদান করো”। তারপর যখনি তাদের উপর সশস্ত্র সংগ্রামকে বিধিবদ্ধ করা হলো তখনি তাদের মধ্যকার একটি দল মানুষকে ভয় করলো যেমন ভয় করা উচিত আল্লাহকে বা তার চেয়ে কঠিন ভয়। এবং তারা বললো, “আমাদের প্রভু, কেন তুমি আমাদের উপর সশস্ত্র সংগ্রামকে বিধিবদ্ধ করলে? কেন তুমি আমাদেরকে নিকটবর্তী (আরও স্বল্পদৈর্ঘ্য)

সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দিলে না?" বলো, "দুনিয়ার ভোগসমাগ্রী স্বল্পকালীন। এবং আখিরাতই তার জন্য উত্তম যে সত্যাগ্রহী / স্রষ্টা-সচেতন হয়। এবং তোমাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না"।

- وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

৪:১০১ :: এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো তখন তোমরা সালাতকে সংক্ষেপ করাতে তোমাদের উপর দোষ নেই যদি তোমরা ভয় করো যে, যারা কুফর (সত্য অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান) করেছে তারা তোমাদেরকে ফিতনায় (কিংকতর্ববিমুঢ় অবস্থায়/ চরম বিপদে) ফেলবে। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

৪:১০২ :: এবং (কাফিরদের কর্তৃক ফিতনায় পড়ার আশংকাগ্রস্ত অবস্থায়) যখন তুমি (রসূল) তাদের মধ্যে থাকো, এবং তুমি তাদের জন্য সালাতে দাঁড়াও, তখন তাদের মধ্য থেকে একদল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায়, এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র থাকে। তারপর যখন তারা সাজদাহ করবে, তখন তারা যেন তোমাদের পিছনে থাকে, এবং যেন অন্য দল আসে যারা সালাত করেনি। তখন তারা যেন তোমার সাথে সালাত করে। এবং তারা যেন গ্রহণ করে তাদের সতর্কতা ও তাদের অস্ত্র। এবং যারা কুফর করেছে তারা কামনা করে, যদি তোমরা অসচেতন হয়ে যাও তোমাদের অস্ত্র থেকে এবং তোমাদের সরঞ্জামাদি থেকে! তাহলে তারা আক্রমণ করবে তোমাদের উপর, একটাই চরম আক্রমণ। এবং তোমাদের উপর দোষ নেই, যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয়, অথবা তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সে অবস্থায় তোমাদের অস্ত্র সরিয়ে রাখলে। এবং তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

- فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

৪:১০৩ :: তারপর যখন তোমরা সালাত কাযা (যথানিয়মে সম্পাদন) করো, তারপর আল্লাহকে স্মরণ করো দাঁড়িয়ে, বসে ও তোমাদের পার্শ্বদেশের উপর (কাত হয়ে শুয়ে)। অন্যদিকে যখন তোমরা নিরাপদ থাকো, তখন তোমরা (স্বাভাবিক নিয়মে) সালাত প্রতিষ্ঠা করো। নিশ্চয় সালাত মু'মিনদের উপর সময় সাপেক্ষ বিধান হিসেবে বিদ্যমান (বিধিবদ্ধ)।

- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

৪:১৪২ :: নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়, অথচ তিনিই তাদেরকে ধোঁকায় রেখেছেন। এবং যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন তারা দাঁড়ায় অনাগ্রহ-অলসতার সাথে, মানুষকে দেখানোর জন্য। এবং তারা আল্লাহকে অত্যন্ত অল্পই স্মরণ করে।

- مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

৪:১৪৩ :: তারা ঐ অবস্থার মধ্যেই দোদুল্যমান। তারা এদের দিকেও না, ওদের দিকেও না। এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কোনো পথ পাবে না।

- لَّٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

৪:১৬২ :: কিন্তু তাদের (ইয়াহুদদের) মধ্যকার জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তিবর্গ (রাছিখূনা ফিল ইলম) এবং মু'মিনগণ তাতে বিশ্বাস করে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার আগে নাযিল করা হয়েছিলো এবং (তারা) সালাত প্রতিষ্ঠাকারী এবং যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহর প্রতি ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী। তারাই এমন লোক আমি শীঘ্রই যাদেরকে মহাপুরস্কার দেবো।

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৫:৬ :: হে যারা বিশ্বাস করেছো, যখন তোমরা দাঁড়াও সালাতের দিকে (সালাতের প্রস্তুতিপর্বে), তখন তোমরা ধৌত করো তোমাদের মুখমন্ডলসমূহ, এবং তোমাদের হাতসমূহ কনুইসমূহ পর্যন্ত, এবং তোমরা মুছে নাও তোমাদের সমগ্র মাথাসমূহ এবং তোমাদের পাসমূহ টাখনুসমূহ পর্যন্ত। এবং যদি তোমরা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকো, তাহলে তোমরা পরিচ্ছন্ন হও। এবং যদি তোমরা অসুস্থ থাকো; অথবা সফর অবস্থায় থাকো অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ শৌচাগার থেকে আসে বা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করো তারপর পানি না পাও, তাহলে তোমরা তায়াম্মুম (অনুসন্ধান) করো পবিত্র উচ্চভূমি। তখন তা থেকে (সেই উপাদানের মাধ্যমে) তোমরা মুছে নাও তোমাদের মুখমন্ডলসমূহকে এবং তোমাদের হাতসমূহকে। আল্লাহ ইচ্ছা করেন না তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখতে। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদেরকে পবিত্র করতে, এবং তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করতে। যেন তোমরা শোকর (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করতে পারো।

- وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

৫:১২ :: এবং নিশ্চয় আল্লাহ বানী ইসরাইলের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারো জন নকীব (অধিনায়ক / নেতা) সমুত্থিত করেছিলাম। এবং আল্লাহ বলেছিলেন, “নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং আমার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করো এবং তাদেরকে শক্তি যোগাও এবং আল্লাহকে করজে হাসানাহ (উত্তম ঋণ) দাও। তাহলে আমি তোমাদের থেকে তোমাদের মন্দ কাজগুলোকে মোচন করবো এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবো যার নিচ অংশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে এরপরও (প্রতিশ্রুতি দানের পরও) তোমাদের মধ্য থেকে যে কুফর (সত্য অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান) করবে সে সরল পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে”।

- إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

৫:৫৫ :: নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু ও অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ও তারাই যারা বিশ্বাস করে এবং যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে, এ অবস্থায় যে, তারা রুকূ'কারী।

- وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ

৫:৫৮ :: এবং যখন তোমাদেরকে সালাতের দিকে ডাকা হয় তখন তারা সেটাকে উপহাস ও খেলতামাশারূপে গ্রহণ করে। এটা এ কারণে যে, তারা এমন এক কওম যারা আক্বল (বিবেক-বুদ্ধি, Common sense) প্রয়োগ করে না।

- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

৫:৯১ :: নিশ্চয় শয়তান ইচ্ছা করে যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে, এবং আল্লাহর যিকর (স্মরণ ও স্মরণিকা) থেকে ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বাধা দিবে। তবুও কি তোমরা বিরত হবে না?

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

৫:১০৬ :: হে যারা বিশ্বাস করেছো, যখন তোমাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু সন্নিকটে এসে যায় তখন তোমরা ওয়াসিয়্যাত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো। অথবা যদি তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং এ অবস্থায় তোমাদের কাছে মৃত্যুর মুসিবত এসে পড়ে তাহলে (তোমাদের নিজেদের মধ্যকার লোক না পেলে) তোমাদের বাইরের (অন্য অঞ্চলের) দুইজনকে সাক্ষী রাখো। তাদের দুইজনকে সালাতের পরে অপেক্ষমান রাখবে। যদি তোমরা সন্দেহ করো তবে তারা উভয়ে আল্লাহর নামে কসম করবে: "আমরা কোনো মূল্যেই তা (সাক্ষ্য) বিক্রয় করবো না, যদিও আত্মীয় হয় এবং আমরা আল্লাহর নির্দেশিত সাক্ষ্যকে গোপন করবো না। নিশ্চয় তাহলে আমরা অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো"।

- وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

৬:৭২ :: এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সচেতন হও। এবং তিনিই সেই সত্তা যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

- وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

৬:৯২ :: এবং এ কিতাব, আমরা তা নাযিল করেছি সমৃদ্ধিময় এবং পূর্ব থেকে তার সামনে থাকা কিতাবের প্রত্যয়নকারীরূপে এবং এজন্য যে, যেন তুমি উম্মুল ক্বুরা (জনপদ জননী) ও সেটির চারপাশের জনপদবাসীকে সতর্ক করে দাও। এবং যারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে তারাই সেটিকে (এ কিতাবকে) বিশ্বাস করে। এবং তারা তাদের সালাতের উপর হেফাযতকারী।

- قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৬:১৬২ :: বলো, "নিশ্চয় আমার সালাত, আমার নুসুক (ধর্মীয় বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে পশু উৎসর্গ ও সংহতিমূলক রীতি পালন করা / কুরবানি), আমার জীবন ও আমার মরণ সবই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদিত"।

- وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

৭:১৭০ :: এবং যারা কিতাবকে আঁকড়ে ধরে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীল-সংশোধনকারীদের পুরস্কার নষ্ট করি না।

- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

৮:৩ :: (তারাই মু'মিন) যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

- وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

৮:৩৫ :: এবং তাদের সালাত কিছুই নয় 'আল বাইতের' (অনন্য প্রতিষ্ঠানের) কাছে শিস / উলুধ্বনি দেয়া এবং করতালি / অনর্থক ব্যস্ততা ছাড়া। সুতরাং তোমরা যে কুফর (সত্য অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান) করতে তার কারণে তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করো।

- فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৯:৫ :: তারপর যখন হারাম মাসসমূহ (বিধিবদ্ধ যুদ্ধ বিরতির ও সংরক্ষিত মাসসমূহ) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে (হারাম এলাকার) যেখানেই পাও (সম্মুখ যুদ্ধে / এনকাউন্টারে) হত্যা করো এবং তাদেরকে (সরাসরি) ধরে ফেলো এবং তাদেরকে অবরোধ ও (অগ্রাভিযান ও পারস্পরিক যোগাযোগে) বাধাগ্রস্ত করো এবং তাদেরকে (গেরিলা হামলা ও আচমকা) ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসো। তবে যদি তারা তাওবাহ করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।

- فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

৯:১১ :: তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তারা দ্বীনের (জীবনব্যবস্থার) ভিত্তিতে তোমাদের ভাই। এবং আমি আয়াতসমূহকে তফসীল আকারে (বিস্তারিত) বর্ণনা করেছি, সেই ক্বওমের জন্য যারা জ্ঞানার্জন করে।

- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

৯:১৮ :: নিশ্চয় তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহের ব্যবস্থাপনা করবে (ব্যবস্থাপনার অধিকার রাখে) যারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায় যে, তারাই পথনির্দেশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

- وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

৯:৫৪ :: এবং তাদের বিষয়ে মানা করা হয়নি তাদের থেকে তাদের নাফাক্বাত (ধর্মীয় অনুদান তহবিলে ব্যয়) গ্রহণ করতে এজন্য ছাড়া যে, তারা অবিশ্বাস করেছে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং তারা সালাতে আসে না এ অবস্থায় ছাড়া যে তারা

অনাগ্রহী-অলস, এবং তারা (ধর্ম নির্দেশিত) ব্যয় করে না এছাড়া যে, তারা (মূলত) অনিচ্ছুক ও অপছন্দকারী।

- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৯:৭১ :: এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের আওলিয়া (বন্ধু ও অভিভাবক)। তারা ন্যায় কাজের আদেশ দেয় এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। তারাই ঐসব লোক যাদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিমান, মহাবিজ্ঞ।

- وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

৯:৮৪ :: এবং তাদের (মুনাফিকদের) মধ্য থেকে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার ব্যাপারে কখনো সালাত (সংযোগ-সমর্থন ও আশীর্বাদ প্রার্থনা) করবে না এবং (বিশেষ মর্যাদায় কবরস্ত করতে বা ইতিবাচক ভাবাবেগ প্রকাশার্থে) তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে এবং ফাসিক্ব (বিধি-লংঘনকারী, দুষ্কর্মশীল) অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

- وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৯:৯৯ :: এবং আ'রাবদের (অনগরীয়দের) মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে এবং (ধর্মীয় নির্দেশনা অনুযায়ী) যা ব্যয় করে সেটাকে আল্লাহর কাছে নৈকট্যের মাধ্যম এবং রসূলের সালাওয়াত (সমর্থনপুষ্ট সংযোগসমূহ / আশীর্বাদপ্রাপ্তি) হিসেবে গ্রহণ করে। প্রশ্নাতীতভাবে সেটা তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্যের মাধ্যম। শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।

- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

৯:১০৩ :: তুমি তাদের মালসমূহ থেকে সদাক্বাহ গ্রহণ করো। সেটির মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র করো ও পরিশুদ্ধ করো। এবং তুমি তাদের ব্যাপারে সালাত করো (সমর্থন-সহযোগিতা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করো)। নিশ্চয় তোমার সালাত তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক হবে। এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

- وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

১০:৮৭ :: এবং আমি মূসাকে ও তার ভাইকে ওহী করেছিলাম (এ মর্মে) যে, "তোমরা দুজন তোমাদের ক্বওমের জন্য মিসরে কয়েকটি গৃহ স্থাপন করো এবং তোমাদের গৃহসমূহকে ক্বিবলা (কেন্দ্র, Center) বানাও এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও"।

- قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

১১:৮৭ :: তারা বললো, "হে শোয়ায়েব, তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশনা দেয় যে, আমরা তাদের দাসত্ব ছেড়ে দেবো আমাদের বাপদাদারা যাদের দাসত্ব করতো? অথবা আমরা যেন আমাদের মালসম্পদের ব্যাপারে যা আমাদের ইচ্ছা হয় তা না করি? নিশ্চয় তুমি, নিশ্চয় তুমিই সহিষ্ণু, সুবোধ"।

- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

১১:১১৪ :: সালাত প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুই তরাফে (ভাগে) এবং রাত থেকে যুলাফায় (কাছাকাছি পর্যায়ের লগ্নসমূহে)। নিশ্চয় ভালো কাজ মন্দ কাজকে অপসারিত করে। এটা স্মরণকারীদের জন্য স্মরণীয় বিষয়।

- وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

১৩:২২ :: এবং যারা সবর (ধৈর্য-অধ্যবসায়) করে তাদের প্রভুর সন্তুষ্টির অন্বেষণে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে

গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং ভালো দিয়ে মন্দকে দূর করে, তারাই ঐসব লোক যাদের জন্য আছে চূড়ান্ত আবাসের শুভ পরিণাম।

- قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

১৪:৩১ :: বলো আমার সেই বান্দাদেরকে যারা বিশ্বাস করেছে, যেন তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যেন আমি তাদেরকে জীবিকা হিসেবে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে ঐ দিন আসার আগেই যাতে কোনো বেচা-কেনা এবং বন্ধুত্ব চলবে না।

- رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

১৪:৩৭ :: (ইবরাহীম আরো বললো,) "আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আমি আবাসনে রেখেছি আমার উত্তরসূরীদের মধ্য থেকে একটি উপত্যকায় যা চাষাবাদযোগ্য নয়, যা আপনার 'আল বায়তুল মুহাররমের' (সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠানের) কাছে। আমাদের প্রভু, এজন্য যে, যেন তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং মানুষের অন্তরসমূহকে এমন বানিয়ে দিন যেন তারা তাদের দিকে অনুরাগপূর্ণ হয়, এবং তাদেরকে ফলফলাদি থেকে জীবিকা দান করুন, যেন তারা শোকর (কৃতজ্ঞতা) করে"।

- رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

১৪:৪০ :: (ইবরাহীম আরো বললো), "আমাকে বানিয়ে দিন সালাত প্রতিষ্ঠাকারী এবং আমার উত্তরসূরীদের মধ্য থেকেও (সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দিন)। আমাদের প্রভু, (আমাদের) দুআ কবুল করুন"।

- أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

১৭:৭৮ :: সালাত প্রতিষ্ঠা করো দুলুকিশ শামস (মধ্যাহ্নে সূর্য ঢলে পড়া) থেকে গাছাক্বিল লাইল (রাতের তমসাচ্ছন্নতা) পর্যন্ত সময়কালে। এবং ফজরের কুরআন পাঠ (খুবই গুরুত্বপূর্ণ)। নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠ (বিশেষ) প্রত্যক্ষণীয় বিষয়।

- قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَـٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

**১৭:১১০** :: বলো, “আল্লাহ নামে ডাকো অথবা রহমান (পরম দয়াময়) নামে ডাকো, যে নামেই ডাকো, তাঁরই জন্য আসমাউল হুসনা (সুন্দর নামসমূহ)”। এবং তোমার সালাতকে অতি উচ্চমাত্রায় প্রকাশ করো না (উচ্চস্বরে সম্পাদন করো না) এবং সেটিকে অতি নিম্নমাত্রায়ও সম্পাদন করো না এবং সেটার মধ্যম মাত্রাই অবলম্বন করো।

- وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

**১৯:৩১** :: এবং তিনি আমাকে সমৃদ্ধিময় করেছেন যেখানেই আমি (ঈসা) থাকি, এবং তিনি আমাকে ওয়াসিয়্যাত (বিশেষ নির্দেশ প্রদান) করেছেন সালাতের ও যাকাতের প্রতি যতদিন আমি স্থায়ী (জীবিত) থাকি।

- وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

**১৯:৫৫** :: এবং সে (ইসমাইল) তার পরিবার পরিজনকে সালাতের ও যাকাতের প্রতি আদেশ দিতো। এবং সে তার প্রভুর কাছে পছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলো।

- فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

**১৯:৫৯** :: তারপর তাদের পরে পরবর্তীরা স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তারা (পরবর্তীরা) সালাতকে নষ্ট করেছে এবং কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে। তারপর শীঘ্রই তারা বিপথগামিতার (অমঙ্গলের) সম্মুখীন হবে।

- إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

**২০:১৪** :: নিশ্চয় আমি, আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ (সার্বভৌমত্ব ও উপাসনার অধিকারী) নেই, সুতরাং আমারই দাসত্ব করো এবং আমার স্মরণের (অনুশীলনের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করো”।

- وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

**২০:১৩২** :: এবং তোমার পরিবার পরিজনকে সালাতের জন্য আদেশ দাও এবং নিজেও সেটির উপর দৃঢ় থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো জীবিকা চাই না, আমিই তো তোমাকে জীবিকা দেই। এবং সত্যাগ্রহ ও স্রষ্টা-সচেতনতার জন্যই শুভ পরিণতি।

- وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

২১:৭৩ :: এবং আমি তাদেরকে (ইবরাহীম, লূত, ইসহাক, ইয়াকুব প্রমুখকে) ইমাম (নেতা, অগ্রণী) বানিয়েছিলাম। তারা আমার আদেশের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করতো এবং আমি তাদেরকে ওয়াহী করেছিলাম কল্যাণকর্ম সম্পাদনের জন্য এবং সালাত প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যাকাত প্রদানের জন্য। এবং তারা ছিলো আমারই দাসত্বকারী।

- الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

২২:৩৫ :: যারা (বিনম্রগণ) এমন যে, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তখন তাদের ক্বলবসমূহ কেঁপে উঠে এবং তাদের উপর যা (মুসিবত) আপতিত হয় সে বিষয়ে তারা সবরকারী (ধৈর্যশীল-অধ্যবসায়ী) হয় এবং সালাত প্রতিষ্ঠাকারী হয় এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

- أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

২২:৩৯ :: যাদেরকে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলো তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, কারণ তাদের উপর যুলুম করা হয়েছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

২২:৪০ :: যাদেরকে তাদের নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে,'রব্বুনাল্লাহ' (আল্লাহ আমাদের প্রভু)। এবং যদি আল্লাহ (তাঁর বিধানের বা প্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে) মানুষকে প্রতিহত না করতেন তাদের একদল দ্বারা অন্য দলকে, তাহলে অবশ্যই বিধ্বস্ত করা হতো সওয়ামি' (নৈতিক সংশোধন ও প্রশিক্ষণমূলক স্বল্পকালীন অবস্থানের কেন্দ্রসমূহ) এবং বিয়া' (ক্রয়বিক্রয় চুক্তি, অঙ্গীকার ও শপথ অনুষ্ঠানের কেন্দ্রসমূহ) এবং সালাওয়াত (সালাতের বা যোগাযোগ ও সমর্থন যোগানোর কেন্দ্রসমূহ) এবং মাসাজিদ (মসজিদসমূহ বা সাজদাহ সম্পাদনের কেন্দ্রসমূহ), যেগুলোতে আল্লাহর নাম খুব বেশি স্মরণ করা হয়। এবং নিশ্চয়

আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতাবান, শক্তিমান।

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

২২:৪১ :: যারা (আল্লাহকে প্রভু হিসেবে গ্রহণকারীরা) এমন যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে আবাসন কর্তৃত্ব (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) প্রদান করি তাহলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত প্রদান করবে এবং ন্যায় কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে। এবং সব ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহরই আয়ত্তে আছে।

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

২২:৭৭ :: হে যারা বিশ্বাস করেছো, তোমরা রুকূ' করো এবং সাজদাহ করো এবং তোমাদের প্রভুর দাসত্ব করো এবং কল্যাণকর্ম সম্পাদন করো, যেন তোমরা সফল হও।

- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

২৩:১ :: নিশ্চয় সফল হয়েছে মু’মিনগণ।

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

২৩:২ :: যারা তাদের সালাতের ক্ষেত্রে খাশিয়ূন (বিনীত)।

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

২৩:৩ :: এবং যারা অনর্থক কথা-কাজ থেকে বিমুখ।

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

২৩:৪ :: এবং যারা যাকাতের জন্য সক্রিয়।

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

২৩:৫ :: এবং যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী (সংরক্ষণকারী)।

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

২৩:৬ :: তাদের স্বাধীনা স্ত্রী এবং ‘মা মালাকাত আইমান’ স্ত্রী (যাদেরকে তাদের প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তা প্রদায়ক ডানহাত পূর্ণরূপে অধিকৃত করেছে এরূপ নারীদের অন্তর্ভুক্ত স্ত্রী) প্রসঙ্গে ছাড়া। এক্ষেত্রে তারা নিন্দিত হবে না।

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

২৩:৭ :: সুতরাং যারা সেটার বাইরে কাউকে তালাশ করবে, তারাই সীমালংঘনকারী হবে।

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

২৩:৮ :: এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তদারককারী (শাব্দিক অর্থ: রাখাল)।

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

২৩:৯ :: এবং যারা তাদের সালাতসমূহের প্রতি হেফাযতকারী (যত্নবান)।

أُولَـٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

২৩:১০ :: তারাই ওয়ারিস হবে।

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

২৩:১১ :: যারা ফিরদাওসের (জান্নাতের) ওয়ারিস হবে। তারা তাতে স্থায়ী হবে।

- فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

২৪:৩৬ :: (ঐ আলো জ্বালানো হয়) সেই প্রতিষ্ঠানসমূহে, যা সমুন্নত করতে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন এবং যাতে তাঁর নামকে স্মরণ করা হয় এবং যাতে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ (পবিত্রতা জ্ঞাপন) করে ...

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

২৪:৩৭ :: এমন পুরুষগণ, যাদেরকে তিজারাত (সাধারণ ব্যবসায়) এবং বাই’ (চুক্তিভিত্তিক কার্যক্রমসম্পন্ন ব্যবসায়) অসেচতন করে না আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং

সালাত প্রতিষ্ঠা থেকে এবং যাকাত প্রদান থেকে। তারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন ক্বলবসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।

- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

২৪:৫৬ :: এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং রসূলের আনুগত্য করো, যেন তোমাদেরকে দয়া করা হয়।

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

২৪:৫৮ :: হে যারা বিশ্বাস করেছো, যেন তোমাদের অনুমতি নেয় 'আল্লাযীনা মালাকাত আইমান' (যাদেরকে তোমাদের প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তা প্রদায়ক ডানহাত পূর্ণরূপে অধিকৃত করেছে তারা) এবং তোমাদের মধ্যকার যারা এখনো বুঝার বয়সে পৌঁছেনি তারা, তিনটি সময়সীমায়: সালাতিল ফজরের আগে এবং যহীরাতে (দুপুরে) তোমাদের পোশাকাদি খুলে (বিশ্রাম নেয়ার) সময়কালে এবং সালাতিল ইশার পরে। এ তিনটি তোমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সময়। এগুলোর পরে অন্য সময় তোমাদের একে অপরের প্রসঙ্গে (পারস্পরিক প্রয়োজনে) তোমাদের কাছে সাধারণ যাতায়াতকারী হলে তাতে তোমাদের উপর এবং তাদের উপর দোষ নেই। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহকে স্পষ্টভাবে বিশদ বর্ণনা করেন। এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ।

- طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ

২৭:১ :: ত্বোয়া সীন। এগুলো কুরআনের ও স্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

২৭:২ :: মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

২৭:৩ :: যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে এ অবস্থায় যে, তারা আখিরাতের প্রতি নিশ্চয়তাবোধ রাখে।

- اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

২৯:৪৫ :: তুমি তিলাওয়াত কর যা তোমার প্রতি কিতাব (স্রষ্টার বিধানগ্রন্থ) থেকে ওয়াহী করা হয়েছে। এবং তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয় সালাত অশ্লীলতা থেকে ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে/ বিরত রাখে। এবং আল্লাহর স্মরণই সবচেয়ে বড় (স্মরণীয় বিষয়)। এবং তোমরা যা তৈরি করো আল্লাহ তা জানেন।

- فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

৩০:৩০ :: সুতরাং তোমার মুখমণ্ডলকো/ সত্তাকে দ্বীনের (জীবনব্যবস্থার) জন্য একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করো। এটাই আল্লাহর ফিতরাত (নির্ধারিত প্রকৃতি) যার উপযোগী করে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো বদল নেই। এটাই সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জ্ঞানার্জন করে না।

অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যের জন্য যা সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যের জন্য তাই লাগবে এবং যে উদ্দেশ্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যেই তা প্রয়োগ করা যথাযথ।

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

৩০:৩১ :: তাঁর (আল্লাহর) দিকে অভিমুখী হও এবং তাঁর প্রতি সচেতন হও এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং মুশরিকদের (আল্লাহর সাথে অংশীবাদীদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

- تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

৩১:২ :: এগুলো বিজ্ঞতাপূর্ণ কিতাবের আয়াত।

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ

৩১:৩ :: মুহসিনদের (উত্তম আচরণকারীদের) জন্য পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

৩১:৪ :: যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে এ অবস্থায় যে, তারা আখিরাতের প্রতি নিশ্চয়তাবোধ রাখে।

- يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

৩১:১৭ :: (লুকমান তার পুত্রকে আরো বলেছিলো,) "হে আমার পুত্র, সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং ন্যায় কাজের আদেশ দাও এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করো এবং তোমার উপর যা (মুসিবত) আপতিত হয় তার মোকাবেলায় সবর (ধৈর্যের সাথে তা থেকে উত্তরণের চেষ্টা) করো। নিশ্চয় তা দৃঢ় সিদ্ধান্তের কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত"।

- وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

৩৩:৩৩ :: তোমরা স্বস্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করো তোমাদের ঘরসমূহে। এবং তোমরা প্রদর্শন করো না পূর্বতন জাহিলিয়্যাতের প্রদর্শনী। এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। নিশ্চয় আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের থেকে অপরিচ্ছন্নতা সরিয়ে দিতে, হে গৃহবাসী, এবং তোমাদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করতে।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

৩৩:৪৩ :: তিনি (আল্লাহ) ও তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি সালাত করেন (অনুগ্রহ করেন বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন), তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার জন্য, এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি দয়াশীল।

- إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

৩৩:৫৬ :: নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত করেন (অনুগ্রহ করেন বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন)। হে যারা বিশ্বাস করেছো, তোমরা তার প্রতি সালাত করো (সমর্থন-সহযোগিতা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করো)। এবং তোমরা তাসলীম (নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মসমর্পণ) করো।

- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

৩৫:১৮ :: এবং কোনো বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। এবং যদি কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি তার বোঝা বহনের দিকে ডাকে, তবুও তার পক্ষ থেকে কিছুমাত্রও বহন করা হবে না, যদিও কোনো নিকটাত্মীয় হয়। নিশ্চয় তুমি তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো যারা তাদের প্রভুকে অদেখা সত্ত্বেও (তাঁর আদেশ লংঘনের শাস্তির) ভয় করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। এবং যে পরিশুদ্ধ হয় নিশ্চয় সে নিজ কল্যাণেই পরিশুদ্ধ হয়। এবং আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তন।

- إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

৩৫:২৯ :: নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারাই এমন ব্যবসায়ের আশা করতে পারে যাতে কোনো লোকসান হবে না।

- وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

৪২:৩৮ :: এবং যারা তাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের মধ্যে শূরার (পরামর্শের) মাধ্যমে তাদের সমষ্টিগত কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

- أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

৫৮:১৩ :: তোমরা কি উদ্বিগ্নতা অনুভব করো এ ব্যাপারে যে, তোমরা (রসূলের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে) তোমাদের একান্তে কথা বলার আগে সদাক্বাত দিবে? তারপর যখন তোমরা (সামর্থ্যের অভাবে) তা পালন করোনি এবং আল্লাহ (পূর্বে জানানো ঘোষণা অনুযায়ী) তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন, সুতরাং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। এবং তোমরা যা করো আল্লাহ তা সম্যক অবগত।

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

৬২:৯ :: হে যারা বিশ্বাস করেছো, যখন ইয়াওমুল জুমুআতে (জমায়েতের দিনে) সালাতের জন্য (তোমাদেরকে) ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা কার্যক্রম (তথা পেশাগত কর্ম) ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৬২:১০ :: তারপর যখন তোমরা সালাত কাযা (যথানিয়মে সম্পাদন) করো, তারপর তোমরা পৃথিবীতে (তথা কর্মক্ষেত্রে) ছড়িয়ে পড়ো এবং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ (তথা জীবিকা, শিক্ষা প্রভৃতি) তালাশ করো এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ করো, যেন তোমরা সফল হও।

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

৬২:১১ :: এবং যখন তারা ব্যবসা এবং ক্রীড়া-কৌতুক দেখলো, তখন তারা সেটার দিকে ছুটে গেলো এ অবস্থায় যে, তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে গেলো। বলো, “যা আল্লাহর কাছে আছে সেটাই ক্রীড়া-কৌতুক এবং ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম। এবং আল্লাহই উত্তম জীবিকাদাতা”।

- إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

৭০:১৯ :: নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থিরমনা করে।

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

৭০:২০ :: যখন তাকে কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করে তখন সে হয় হাহুতাশকারী।

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

৭০:২১ :: এবং যখন তাকে কোনো মঙ্গল স্পর্শ করে তখন সে হয় সেটির সরবরাহ রোধকারী (মজুদদার)।

إِلَّا الْمُصَلِّينَ

৭০:২২ :: মুসল্লীগণ (সালাতকারীগণ) ছাড়া।

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

৭০:২৩ :: যারা হয় তাদের সালাতের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত।

- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

৭০:৩৪ :: এবং যারা তাদের সালাতের প্রতি হেফাযতকারী (যত্নবান)।

أُولَـٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ

৭০:৩৫ :: তারা থাকবে জান্নাতে সম্মানিত।

- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৭৩:২০ :: নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি দাঁড়িয়ে থাকো রাতের প্রায় তিনভাগের দুইভাগ এবং (কখনো) রাতের অর্ধেক এবং (কখনো) রাতের তিনভাগের একভাগ। এবং যারা তোমার সাথে আছে তাদের একটি দলও (অনুরূপ করে)। এবং আল্লাহ রাত ও দিনের পরিমাপ নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা হুবহু হিসাব করতে পারো না। সুতরাং তিনি তোমাদের উপর (ওজরের ক্ষেত্রে) ক্ষমাপরবশ। সুতরাং তোমরা কুরআন থেকে পাঠ করো, যতটুকু সহজসাধ্য হয়। তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অসুস্থ হবে। এবং অন্য অনেকে আল্লাহর অনুগ্রহ (তথা জীবিকা, শিক্ষা প্রভৃতি) তালাশ করতে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে। এবং অন্য অনেকে আল্লাহর পথে যুদ্ধাভিযানে থাকবে। সুতরাং তোমরা তা (কুরআন) থেকে পাঠ করো, যতটুকু সহজসাধ্য হয়। এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে ঋণ দাও, উত্তম ঋণ। এবং তোমরা নিজেদের কল্যাণে কল্যাণকর্ম থেকে যা আগে পাঠাবে তোমরা আল্লাহর কাছে তা (তার শুভ প্রতিফল) পাবে। সেটাই উত্তম এবং প্রতিফল হিসেবে মহিমান্বিত। এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।

- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

৭৪:৩৮ :: প্রত্যেক ব্যক্তি যা উপার্জন করে (যে কর্ম সম্পাদন করে), সেজন্য সে দায়বদ্ধ।

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ
৭৪:৩৯ :: ডানপন্থীরা ছাড়া।

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ
৭৪:৪০ :: তারা (ডানপন্থীরা) জান্নাতে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

عَنِ الْمُجْرِمِينَ
৭৪:৪১ :: অপরাধীদের সম্পর্কে।

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
৭৪:৪২ :: কিসে তোমাদেরকে সাক্বারে (অসহ্য উষ্ণ জাহান্নামে) ঢুকিয়ে দিয়েছে?

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
৭৪:৪৩ :: তারা বলবে, "আমরা মুসল্লীদের (সালাতকারীদের) অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

- وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ

৭৫:২৮ :: এবং সে (মুমুর্ষু ব্যক্তি) ধারণা করবে যে, নিশ্চয় তা বিদায় বেলা।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ
৭৫:২৯ :: এবং এক পায়ের গোছার সাথে আরেক পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ
৭৫:৩০ :: তোমার প্রভুর দিকেই সেদিন চালিয়ে নেয়া হবে।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ
৭৫:৩১ :: অথচ সে সত্যতা প্রতিপাদন করেনি এবং সালাত করেনি।

وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
৭৫:৩২ :: কিন্তু সে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেছে।

- قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

৮৭:১৪ :: নিশ্চয় সে-ই সফল হয়েছে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

৮৭:১৫ :: এবং সে তার প্রভুর নাম স্মরণ রেখেছে। তারপর, সে সালাত করেছে।

- أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ

৯৬:৯ ::তুমি কি তার ব্যাপারটা ভেবে দেখেছো যে নিষেধ করে;

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ

৯৬:১০ :: এক বান্দাকে, যখন সে সালাত করে?

- وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

৯৮:৫ :: এবং তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়নি এছাড়া যে, যেস তারা আল্লাহর দাসত্ব করে তাঁরই জন্য জীবনব্যবস্থাকে খাঁটি করে, সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং যেন তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে। এবং সেটিই (সঠিক ভিত্তির উপর) সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা।

- أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

১০৭:১ :: তুমি কি তার ব্যাপারে ভেবে দেখেছো যে (সঠিক) জীবনব্যবস্থার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?

فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ

১০৭:২ :: এরূপ লোকই ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়।

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

১০৭:৩ :: এবং অভাবগ্রস্তদের অন্নসংস্থানে উৎসাহিত করে না।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ

১০৭:৪ :: সুতরাং ঐ মুসল্লিদের (সালাতকারীদের) জন্য ধ্বংস।

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
১০৭:৫ :: যারা তাদের সালাতের (যথোপযুক্ত অনুশীলনের) ব্যাপারে উদাসীন।

- إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

১০৮:১ :: নিশ্চয় আমি তোমাকে কাওসার (প্রচুর কল্যাণের উপকরণ) দিয়েছি।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

১০৮:২ :: সুতরাং তোমার প্রভুর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে সালাত করো এবং নহর করো (জ্ঞানের গভীরতা অর্জন ও প্রয়োগ, সমষ্টিগত কল্যাণার্থে ব্যক্তিগত উৎসর্গ এবং আদর্শিক আপোষহীনতা অবলম্বন করো) ।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
১০৮:৩ :: নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতাকারী শিকড় কাটা।

কুরআনে এত অসংখ্যবার নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও অনেকেই তা মানতে অস্বীকার করেন এবং নামাজের বিধান অবহেলা করেন। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক একটি বাস্তবতা।

নামাজ শুধু একটি ইবাদত নয়; এটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসার প্রকৃত প্রকাশ এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও শান্তি আনে। যারা নামাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট ক্ষতি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে নামাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তৌফিক দিন। তিনি যেন আমাদের অন্তরকে তাঁর প্রতি নম্র ও বিনয়ী করেন এবং তাঁর আদেশ মেনে সঠিক পথে চলার শক্তি দান করেন।হে আল্লাহ! আমাদের তাঁর ইবাদতে মনোযোগী করেন, নামাজে ধীরস্থিরভাবে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য দান করেন এবং আমাদের জীবন ও আখিরাতকে কল্যাণময় করে তুলেন। আমিন।

# Reference:

•ফিকহুস সালাত (মুফতি আরিফুল ইসলাম)

إحياء علوم الدين·

·পবিত্র কুরআন সুন্নাহের আলোকে সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত (প্রথম খণ্ড)

·Muhammad Sheikh Ramzan Hossain

·কুরআনের আলোকে সালাত
শওকত জওহার
সাদিক মুহাম্মদ আলম

·নামাজের দার্শনিক তত্ত্ব

·Wikipedia

·ihadis.com

·hadihbd.com"